দর্শন-বিধায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

দর্শন-বিধায়না

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক :
শ্রীঅজিতকুমার ধর
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
বিহার

© প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ :
১লা শ্রাবণ, ১৩৭০

দ্বিতীয় সংস্করণ—২২০০
১লা বৈশাখ, ১৩৮৪

তৃতীয় সংস্করণ—৩৩০০
১লা ফাল্গুন, ১৪০১

মুদ্রক :
শ্রীকাশীনাথ পাল
প্রিন্টিং সেণ্টার
১৮বি ভুবন ধর লেন
কলিকাতা-১২

Darshan-Bidhayana
3rd Edition
by Sri Sri Thakur Anukulchandra

ভূমিকা

মানুষ মননশীল জীব। সে অন্ধের মত চলতে চায় না। সে চায় পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের অনন্ত ঘটনারাজি ও স্বতন্ত্র বৈচিত্র্যাবলীর মধ্যে একটি সঙ্গীতির সূত্র খুঁজে পেতে। নইলে তার মন তৃপ্ত হয় না। মানুষ একটি অবিভাজ্য সত্তা, সেই সত্তার সম্বেগ তাকে নিয়ত প্রধাবিত করে বোধ, কর্ম্ম, ঈপ্সা, জ্ঞান ও প্রেমের রাজ্যে এক পরম অখণ্ড বোধায়নী ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে। বিচ্ছিন্ন নানাত্বকে সে যদি একার্থসার্থকতায় অর্থান্বিত ক'রে তুলতে না পারে, তাহ'লে তার ব্যক্তিসত্তাই যেন ছিন্ন ও খণ্ডিত হ'য়ে পড়ে। সে সুখ পায় না অন্তরে। মানুষের এই সামঞ্জস্যসন্ধানী, কারণ-আবিষ্করণী, অন্তঃশীল পিপাসাই পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের। সবটারই কারবার সত্য অর্থাৎ সত্তাকে নিয়ে—প্রত্যেকটির তার নিজস্ব রকমে। আমাদের বর্ত্তমান বিষয়বস্তু দর্শন। দর্শন-সম্বন্ধীয় শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত বাণী-গুলি এই 'দর্শন-বিধায়না'য় প্রকাশিত হয়েছে। 'দর্শন-বিধায়না' নামটির অর্থ হ'চ্ছে দর্শনের ধৃতিপোষণী পরিচালনা।

এই পুস্তকে ঈশ্বর, আত্মা, ব্রহ্ম, সত্তা, সত্য, জড়, জীবন, বস্তু, চৈতন্য, সবিশেষ, নির্ব্বিশেষ, সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার, ব্যষ্টি, সমষ্টি, দেহ, মন, স্থির, চর, বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য, ঐক্য, কর্ম্মফল, সহজাত-সংস্কার, বর্ণ-বিধানের মূলতত্ত্ব, জীবন-বিবর্ত্তন, আত্মসাক্ষাৎকার, আরাধ্যদর্শন, দৈববাণী, মুক্তি, মোক্ষ, অবতার, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিসাধন, পরমানন্দ ও কৈবল্যলাভ, ব্রহ্মোপলব্ধি ইত্যাদি অজস্র মূলীভূত বিষয় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বাস্তবতাসম্মত, জীবনসম্পৃক্ত, পারস্পরিক যোগসূত্র-নিবন্ধ, সর্ব্বসঙ্গতি-সম্পন্ন, বিজ্ঞান ও যুক্তিসিদ্ধ, প্রত্যয়প্রদীপী অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা দান করেছেন। প'ড়তে-প'ড়তে মনে হয়, জীবনের এক বিশাল দিগন্ত ও অনন্ত বিচরণক্ষেত্র যা' এতদিন আমাদের দৃষ্টিবহির্ভূত ছিল, পরমদয়াল এইবার দয়া ক'রে তার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রচনা ক'রে দিলেন। অনন্তের এক অনাবিষ্কৃতপূর্ব্ব বিরাট্ ভূখণ্ডের উপর মানবজাতির বাস্তব অধিকার নূতন ক'রে সম্প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হ'লো।

এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন—শ্রীশ্রীঠাকুর দর্শন বলতে কী বোঝেন। দর্শন মানে দেখা। যে-জ্ঞান প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণলব্ধ বা অভিভূতিবিমুক্ত অনুভব-সিদ্ধ নয়, যে-অভিজ্ঞতা সত্তায় সংগ্রথিত হয়নি—সুসঙ্গত সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টির স্ফুরণায়, বিজ্ঞান, বাস্তব-জীবন ও যুক্তির সঙ্গে যার যোগ নেই, যার প্রায়োগিক উপযোগিতা নেই, যা' বাস্তবতাবর্জ্জিত নিছক মানসকল্পনা বা অনুমানশাস্ত্রের জটিল জালে নিবদ্ধ,—তা' কিন্তু প্রকৃত দর্শন ব'লে গণ্য হবার যোগ্য নয়। দর্শন দেখাবে জীবনের পথ—ধারণারঙ্গিল আত্মগত ভাবালুতায় নয়, প্রতিক্রিয়াশীল, একদেশদর্শী, সাম্যসঙ্গতিহারা, উগ্র উম্মাদনায়ও নয়, বরং মোহমুক্ত, সত্যনিষ্ঠ, ঊর্জ্জনাঋদ্ধ তত্ত্বদীপনায়,—বাস্তব-তথ্যের সার্থক বিজ্ঞান-ভিত্তিক ব্যাখ্যায়,—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুবিন্যাসী সমন্বয়সাধনে,—ব্যষ্টি ও সমষ্টির বৈশিষ্ট্যসম্মত ইষ্টানুগ সম্পূরণে। জগতের বুকে এই সামগ্রিক দৃষ্টির প্রতিষ্ঠার জন্য, সাত্বত শক্তি ও সম্বেগ সঞ্চারের জন্য যুগ-প্রয়োজনে তত্ত্বপুরুষের আবির্ভাব হয়। সঙ্কটকালে আবির্ভূত হ'য়ে তাঁরা পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শনের গতিপথ ও দিক্ নির্দ্ধারণ ক'রে দিয়ে যান। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরাই দর্শনমূর্ত্তি।

আজকের জগতে তেমনই এক সঙ্কটকাল সমুপস্থিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে চিন্তা, কর্ম্ম, চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বিকেন্দ্রিকতা, বিশৃঙ্খলা, বিকৃতি ও ভুল জ'মে-জ'মে এক অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছে। পরমপিতার নিকট প্রার্থনা করি—বিংশ শতাব্দীর শতধাবিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত আর্ত্ত মানব-সমাজ এই সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে 'দর্শন-বিধায়না'র নীতিনিচয়ের সুনিষ্ঠ অনুশীলনে সুসঙ্গত, সুস্থ জীবনবোধের অধিকারী হো'ক, শান্তি, স্বস্তি, পরাক্রম ও সমৃদ্ধির হিরণ্য-সম্ভারে সুসমৃদ্ধ হ'য়ে চলুক।

বন্দে পুরুষোত্তমম্।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ (দেওঘর)
২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ (১১।৬।৭৩)
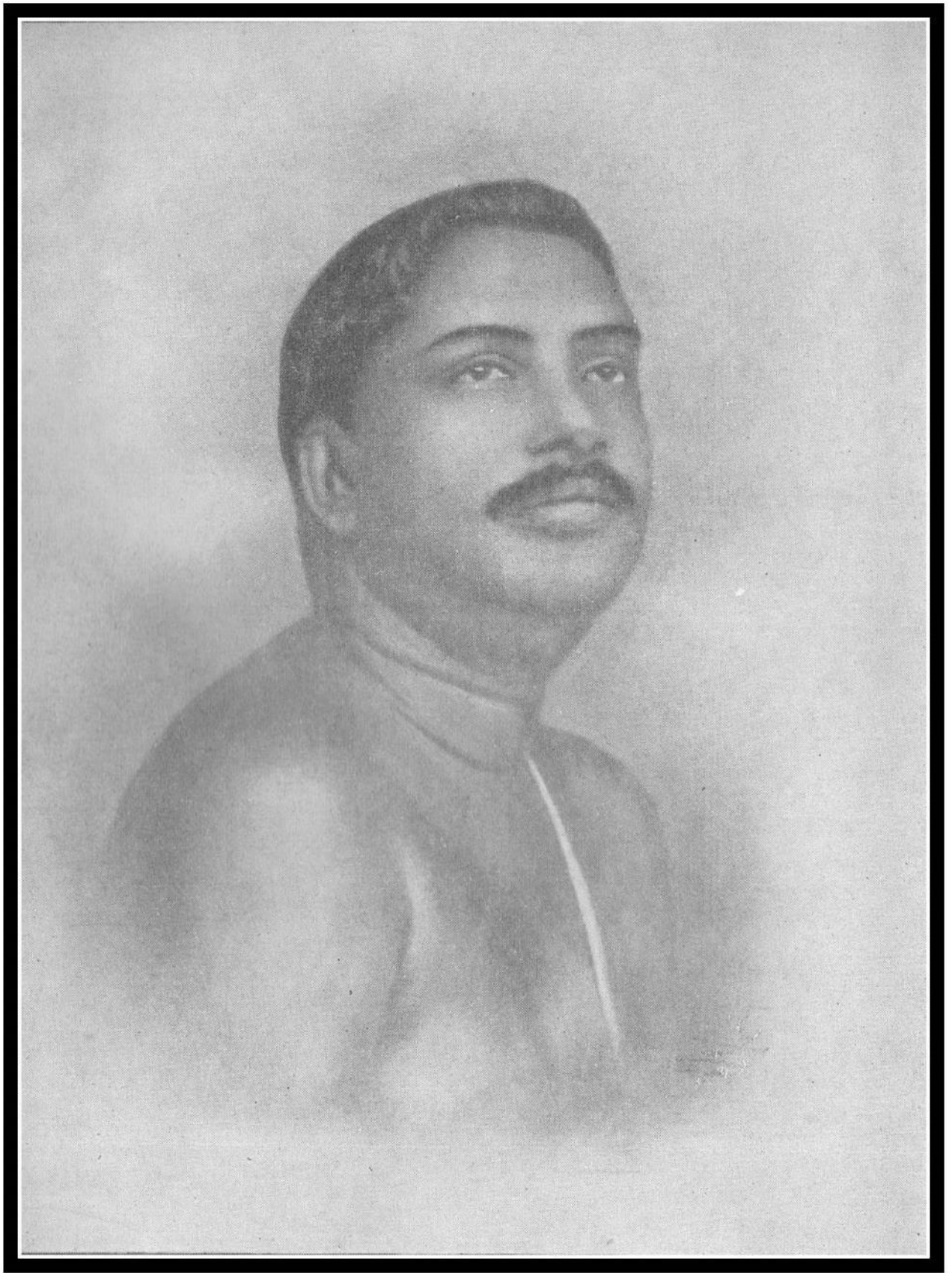
ঈশ্বরে সবই আছে—
শুধু নেই
তাঁর মতন আর কেউ বা
কিছু,
তা'ও তিনি সবার নিয়ন্তা,
পালয়িতা, পোষয়িতা, পূরয়িতা—
প্রত্যেককে বিশেষ রকমে
তা'র যা'-কিছু স্বাতন্ত্রী সংস্থিতি নিয়ে,
প্রত্যেকেরই কেন্দ্রস্থল তিনি
সবার যা'-কিছু হ'য়ে—আরও ;
তাঁ'রই সৃষ্ট ব'লে
তোমার মতনও আর কেউ নেই
ভরদুনিয়ায় তাঁ'র সৃষ্টিতে,
তুমি তাঁ'তেই সঞ্জীবিত,
তোমার পরিবেশে তুমিও তেমনি হও—
প্রতিপ্রত্যেকেরই নিয়ন্তা, পালয়িতা,
পোষয়িতা, পূরয়িতা হ'য়ে ;
প্রতিপ্রত্যেকটি হিসাবে
সব যা'-কিছু নিয়েই তিনি,
তুমিও তোমার পরিবেশের সব যা'-কিছু নিয়ে
'তুমি' হও
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে তাঁ'তেই—
কারণ, তিনিই তোমার প্রভু—
এক—অদ্বিতীয় ;
এমনি ক'রেই
যোগ ও যোগ্যতার আলোকে
উদ্ভাসিত হ'য়ে

ভূমা ব্যক্তিত্ব নিয়ে
তাঁ'রই পূজারী হ'য়ে চল—
সার্থক হ'য়ে উঠবে তাঁ'তে
তোমার যা'-কিছু সব নিয়ে।

দর্শন

দৃশ্-ধাতু থেকে নাকি
'দর্শন' কথার উৎপত্তি হয়েছে,
তুমি দেখে-সুঝে-বুঝে
যেগুলি
বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে বোধ কর—
বোধদৃষ্টি নিয়ে
সেগুলিকে বিন্যাস কর,
বিন্যাস ক'রে
বাস্তব ফলে যা' পাও—
তা'ই দর্শন ;

দর্শন—
মানস-কল্পনা নয়কো,
বাস্তব দৃষ্টির
অনুধায়না-উচ্ছল
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্য—
যা'র ভিতর-দিয়ে
বস্তুকে বিনায়িত ক'রে
ভালমন্দ নির্দ্ধারিত ক'রে
তা' হ'তে
কী আমাদের পক্ষে সাত্বত,
কীই বা নয়—
সেগুলির বিহিত নির্দ্ধারণে
নিজে ব্যবহার করা যায়,
এবং শিষ্ট সুন্দর শুদ্ধ হ'লে
মানুষকে ব্যবহার করিয়ে
উন্নত করা যায়,
উদ্দীপ্ত করা যায়,
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলা যায়,—

দর্শনের
মৌলিক তাৎপর্য্যই তো এই ;
কাল্পনিক দর্শন নয়,
হাতুড়ে দর্শন নয়,
বিহিতভাবে
দেখে-বুঝে-সুঝে—
জানা,
সার্থক সঙ্গতিগুলিকে
বিনায়িত ক'রে তোলা,
ভালমন্দকে
বিহিত ব্যবহারে
পর্য্যালোচনা করা—
তবে তো দর্শন !
আর, ন্যায় হ'চ্ছে তা'ই,—
যেমন ক'রে এই সঙ্গতিগুলিকে
সৃষ্টি করে,
যেমন ক'রে এই সঙ্গতিগুলিকে
বিনায়িত করে,
যেমন ক'রে এই সঙ্গতিগুলিকে
সার্থক ক'রে তোলে,—
তা'রই যে তুক—
চিন্তা ও কথায়,—
তাই-ই ন্যায় ;
ন্যায্য মানেও তো—
ন্যায়দীপ্ত ;
আবার, বিহিত বিন্যাসে
সেগুলিকে—
অর্থাৎ, ঐ বাস্তব দর্শনগুলিকে
মনে রাখাকেই
স্মৃতি বলে ;
তাই, দেখ,

দেখে বোঝ,
বুঝে জান,
জেনে—
সেগুলিকে বিনায়িত কর,
সার্থকতা কোথায়
তা' নির্দ্ধারণ কর,
ক'রে
বিহিত যা'—
মানুষের পক্ষে
বা জানার পক্ষে—
তা' কর ;
এই তো আমি বুঝি—
দার্শনিক তত্ত্ব। ১।

বিকৃত তত্ত্ব
বিকৃতিকেই প্রকট ক'রে থাকে। ২।

যে অপ্রাকৃত তত্ত্ব
প্রাকৃত যা' তা'কে অন্বিত ক'রে
তুলতে পারে না,
সমন্বয়ী উদ্বর্ত্তনে
বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে না,
নিয়ন্ত্রণ বা সমাধানে
সার্থক ক'রে তুলতে পারে না—
সে অপ্রাকৃত প্রকৃতির
সত্তা কোথায়—তা' কে জানে ? ৩।

বস্তুর অন্তর্নিহিত অস্তিত্ব
যেমন ক'রে যা'-যা' দিয়ে
বিন্যস্ত হ'য়ে আছে,—

তা'ই তা'র তত্ত্ব,
আর, তা' জানাই তত্ত্বজ্ঞান । ৪ ।

তত্ত্বের সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যে-বৈশিষ্ট্যে
যে বা যা'
অভিব্যক্তি লাভ করেছে,—
সেই তা'র তত্ত্বমূর্ত্তি । ৫ ।

তাত্ত্বিক সম্বেদনা
বিহিতভাবে ঘনায়িত হ'য়ে
যে-বৈশিষ্ট্যে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে—
বাস্তব পরিণয়নে,
উপাদান ও উপকরণের বিহিত বিন্যাসে,
ঐ তত্ত্ব-ঘন অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
ঐ বিশেষেরই তত্ত্ব-মূর্ত্তি,
অর্থাৎ, ঐ তত্ত্বেরই বিশেষ মূর্ত্তি ;
আর, তত্ত্ব মানেই হ'চ্ছে—
যেমন ক'রে যাহা-যাহা নিয়ে তাহা,
অর্থাৎ, যে উপাদান ও উপকরণের
যেমনতর সমাবেশে
তা' ঘনায়িত হ'য়ে ওঠে বাস্তবে—
যেমনতর রূপ নিয়ে । ৬ ।

তুমি যাঁ'রই অনুগত হবে—
অচ্যুত অনুরতি নিয়ে,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মনিয়মনায়,
সুক্রিয় তাৎপর্য্যে,
তাঁ'র ধৃতি ও ভাবানুকম্পিতা
তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠবে,

আর, ঐ বোধ-উন্মাদনায়
সেই জ্ঞানবিভূতিকেও
উপভোগ করবে তুমি তেমনি ;
তাই, বেত্তাতে আত্মনিবেদন কর,
তদনুগ তাত্ত্বিক দৃষ্টি
ঐ অনুভূতির তত্ত্বমূর্ত্তিকে
প্রকট ক'রে তুলবে তোমার কাছে। ৭।

যে-উপাদানে যেমনতর সংশ্রয়ে
যে-গুণ উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকে—
ছান্দিক অভিব্যক্তি নিয়ে
বিহিত বিদীপনায়,
প্রাণন-বিকিরণী জীবন-সম্বেগে,—
তা'ই কিন্তু তা'র তাত্ত্বিক মূর্ত্তি,
তাই, যা'কে জানতে চাও,
অবহিত হ'য়ে
সেবা ও সন্ধিৎসু পরিবীক্ষণায়
তত্ত্বতঃ তা'কে জান,
এই জানাই তোমাকে তদ্বেত্তা ক'রে তুলবে। ৮।

তোমার তাত্ত্বিক দৃষ্টি
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যতক্ষণ না
কোন মূর্ত্তনার বিভূতিতে
বিভূষিত হ'য়ে
তোমার বোধিকে
বাস্তব তৎপরতায়
বিন্যস্ত ও বিনায়িত ক'রে তুলতে পারছে,
বুঝে রেখো—
তোমার বোধনা তখনও
স্ফূরিত-দৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠেনি। ৯।

বোধ-বিধৃত তাত্ত্বিক ঈশিত্বই
সুসংহিত অনুদীপনায়
ঐ তাত্ত্বিক সংহিতিতেই
জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠেন—
ব্যক্ত মূর্ত্তনায়,—
তা' সবাতেই,
যে যেমন তেমনিভাবে,—
বিশেষতঃ
বোধবিধৃত সুসঙ্গত
অন্বয়ী বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
ব্যষ্টি-বিশেষেই ;
আর, তত্ত্ব মানে তাহাত্ব—
যেমন ক'রে যাহা-যাহা লইয়া তাহা। ১০।

যা'-কিছুর সুকেন্দ্রিক
সার্থক-অন্বিত সঙ্গতিশীল
বোধবিনায়িত জ্ঞানই
বিজ্ঞান,
আর, ঐ দৃষ্টিই হ'চ্ছে তত্ত্বদৃষ্টি ;
ঈশ্বরই পরম তত্ত্ব,
ঈশ্বরই সব যা'-কিছুর অর্থ,
ঈশ্বরই পরমার্থ। ১১।

ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্যকে অনুধাবন ক'রে
তা'র বিশেষত্বের উপলব্ধিতে
সুসঙ্গত অন্বয়ী তাৎপর্য্যে
ভূমায় উপনীত হ'য়ে
'পর' ও 'অপর'কে জেনে
একসূত্র-সমাহিত যে হয়নি,
ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়নি তা'র। ১২।

ঈশ্বর নিত্য, সর্ব্বগত তো বটেই,
এই নিত্য সর্ব্বগত হ'য়েও যে
বিশেষে বিশেষ বিনায়নায়
উদ্গতি লাভ করেছেন তিনি—
তা'ও ঠিকই ;
আর, এই বিশেষের ভিতর
বিশেষ বিনায়নী তাৎপর্য্যে
অভিব্যক্তি লাভ ক'রে
সর্ব্বগত বিকিরণায়
লাস্য-নন্দনায় যে বিশিষ্ট অভিব্যক্তি,
তা' তত্ত্বতঃ উপলব্ধিতে
অধিগম্য হ'য়ে উঠেছে যাঁ'র কাছে,—
এমনতর তত্ত্বদর্শী কিন্তু দুর্লভই। ১৩।

ঈশ্বরকে তাত্ত্বিক বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
যদি মূর্ত্তই না ক'রে তুলতে পারলে,
তুমি যেমন হয়েছ
তেমনতরভাবে
বুঝে, দেখে, শুনে,—
তুমি বুঝে রেখো—
তোমার ঐ বিনায়নী জ্ঞান
তখনও ভোঁতা হ'য়েই আছে ;
তিনি পরাৎপর—
এক, অদ্বিতীয়,
তিনি যখন মূর্ত্ত—
তখন সমাবেশের সংস্থিতি-অনুপাতিক
তিনি বহু,
বিভিন্ন বহুতেও যখন তিনি
একায়িত হ'য়ে ওঠেন—
তখন তিনি এক ;

তাই,
'যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥' ১৪।

স্বকেন্দ্রিক অন্বয়ী তৎপরতায়
অন্তরের প্রীতি-উৎসারণী অনুবেদনার
ভিতর-দিয়ে
যে চিদায়িত বাস্তব মূর্ত্তির
অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে,
যাঁ'কে ঐ চিদায়িত অনুবেদনা নিয়ে
স্পর্শ করতে পার,
বাক্যালাপ করতে পার যাঁ'র সঙ্গে,
সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অভিক্ষেপ দিয়ে
উপভোগ করতে পার যাঁ'কে,
তা' তোমার চেতন-দীপনী
চিদায়িত জগতেরই অনুব্যঞ্জনা ;
—যা' দিয়ে বোঝা যায়
তোমার চেতনস্রোতা জীবনধারা
চিৎ-বাস্তবতার অভিব্যক্তি নিয়ে
তোমার চেতন-জীবনে
তদনুগ পারিবেশিক বাস্তবতার
সৃষ্টি ক'রে
ব্যক্ত অনুক্রমে
তোমার ইন্দ্রিয়গোচর হ'য়ে উঠে থাকে,
আর, এটা তোমার চেতনদ্যোতনী
চিন্ময় জগতেই সংঘটিত হ'য়ে থাকে কিন্তু ;
যদিও তোমার বোধি
চিতি-অভিব্যক্তির চেতনা-স্পর্শী হ'য়ে উঠেছে,
তখনও তা' সর্ব্বসঙ্গতি-অনুক্রমে
তত্ত্বায়িত হ'য়ে ওঠেনি কিন্তু—
তাহাত্বেরই সার্থক-সুষ্ঠু সঙ্গতি-সম্পন্ন

উপলব্ধি নিয়ে ;
প্রীতি-উচ্ছল সুক্রিয় সুকেন্দ্রিক
তৎপরতা নিয়ে চলতে থাক—
অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে
আরোর অভিযানে,
তত্ত্বধী তোমাতে ধীর অনুবেদনায়
সার্থক হ'য়ে উঠুক—
চিদ্-অণুর সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণী
রকমারি পরিক্রমা ও পরিণয়নের
বিহিত অনুধাবনে। ১৫।

তত্ত্ববিদ্ যদি হ'তে চাও—
বিচক্ষণ নিবেশ-সহকারে
শিষ্ট ইষ্টনিষ্ঠানিপুণ হ'য়ে
বিহিতভাবে
সব দিকে দেখ,
ভেবে—
সেগুলির
সমীচীন ব্যবস্থা কর—
যা'তে তা' হ'তে
সুফল পাওয়া যায়,
আর, তত্ত্ববোধও
সমীচীনভাবে
বিন্যাস-সহকারে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ-অনুপাতিক
বিহিত অবস্থায়
বিহিত রকমে
দেখে আয়ত্ত কর,
আর, তত্ত্ববোধ মানেই হ'ল—
তাহাত্ম-বোধ,

এমনি ক'রেই
ক্রমে-ক্রমে
তত্ত্ববিদ্ হ'য়ে ওঠ—
বহুল সঙ্গতির
সংস্কার ও সংক্রমণশীল
অনুনয়নের ভিতর-দিয়ে। ১৬।

সত্তা যখন সত্ত্বে সংস্থ থাকে—
তখনই সে স্বচ্ছন্দ,
আবার, এই ছন্দ যখন ভেঙ্গে
নানা ছন্দে ছন্দায়িত হ'তে যায়—
রকম, বেরকমে,
প্রাকৃতিক সংঘাতের ভিতর-দিয়ে,—
সত্ত্ব-বোধের
সংঘাতত্বঃস্থ সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে
তখনই বোধ-বেদনা উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে তা'তে ;
যেমন জল ও তার ঢেউ,
প্রাকৃতিক সংঘাতে যখন সে তরঙ্গায়িত হ'য়ে ওঠে—
উদ্বেলন ও অববেলনী ব্যতিক্রম-তাৎপর্য্যে,—
সংঘাত-সম্বুদ্ধ ত্বঃস্থ সংক্রমণও
তা'র ভিতরে তেমনি সজাগ হ'য়ে ওঠে ;
যা'ই করুক, যেমনই চলুক—
ঐ প্রকৃতির কোলে থেকেই
সে চায় সত্ত্বে সংস্থ থাকতে,
এই সত্তার সত্ত্বই হ'চ্ছে ঈশী-দীপনা—
যে দীপনরাগরঞ্জিত হ'য়ে
মিলন-বিরহের ক্লেশসুখপ্রিয়তার ভিতর-দিয়ে
এই সত্ত্বতেই সে তত্ত্ববান হ'য়ে
বোধায়নী উপলব্ধিতে
তা'র বিশেষ সংস্থিতিতে সজাগ থেকে,
লীলায়িত দোলদীপনায়

নিজের ও অন্যের সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে দাঁড়িয়ে,
সাত্ত্বিক তত্ত্বকেই উপভোগ ক'রে,
জীবনে প্রদীপ্ত থেকে,
সুখ-দুঃখের বাইরে
ঐ তত্ত্ব-উপভোগ-লিপ্সা নিয়ে
জীবনকে অবিরল ক'রে চলতে চায়,—
যদিও এই প্রগতি
ঐ সত্তার অভিন্ন বিপরীত ক্রম ;
এই ধামই তা'র তদ্ধাম,
এই তা'র স্বর্গ,
এই তা'র মর্ত্ত্য,
এই তা'র জীবন-উপভোগ—
সুখলাস্যনন্দিত
দুঃখসুখের মিলন-বিরহের
অদম্য আবেগময়ী চলন ;
ঈশ্বরই সত্তার সত্ত্ব,
ঈশ্বরই তত্ত্ব,
ঈশ্বরই মহৎ,
ঈশ্বরই তোমার লীলায়িত পরিক্রমা। ১৭।

যতক্ষণ না—
যে-কোন তত্ত্বেরই হোক্,
তা'র তথ্যকে বের ক'রে
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি ক'রে
বাস্তব বিন্যাসে
তা'র বিহিত সার্থকতাকে
উদ্ঘাটন করছ,
আর, ব্যবহারে
তা'র বিহিত বিধায়িত বিধানকে
বিন্যাস ক'রে

সক্রিয় বাস্তব ব্যবহারে—
তা'র প্রকৃতিকে
না জানতে পারছ,
ততক্ষণ কিন্তু
ঐ তত্ত্ববোধ
অন্ধই থেকে যাবে তোমার কাছে ;
হাতে-কলমে
ব্যবহার ক'রে
তা'র উপযোগিতা বুঝবে না,
আর, ঐ উপযোগিতা না বুঝলে
তা'র সার্থক সঙ্গতির
সুবিহিত সক্রিয়তাও
উপলব্ধি করতে পারবে না,
যে-কোন তত্ত্বকথা
শুধু কথাতেই পর্য্যবসিত হ'য়ে রইবে ;
তাই, যা' করবে—
তা'র সঙ্গতিশীল অর্থনার
বাস্তব বিকাশকে
উদ্ঘাটিত ক'রে
বস্তুতঃ সক্রিয়তাকে উপলব্ধি কর,
তবে তো সে-তত্ত্বের
বোধ হবে তোমার !
কারণ, তত্ত্ব মানেই তাহা-ত্ব ;
নইলে কথা—
কথাতেই পর্য্যবসিত হয় না কি ? ১৮ ।

সমস্ত বস্তু
ও তা'র ব্যবস্থিতিকে
বাস্তব তাৎপর্য্যে
যদি অধিগমন করতে না পার—
বাস্তব সুদূরদর্শী হ'য়ে

বিহিত বিন্যাস-বিধায়নায়
সানুকম্পী তৎপরতায়
নিজের মতন অন্যকে দেখে
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
অনুভূতির প্রাঞ্জল দীপনায়
বিশাসিত অবস্থার
বিহিত অনুভবে
বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষায়,—
এ-কথা ঠিকই বুঝো—
ঐ ব্যক্তিত্বের সম্বোধী সুদীপনা
বোধদৃষ্টিকে
সহজ ক'রে তুলতে পারেনি—
তুলনীয় তাৎপর্য্যে,
তা'র প্রাজ্ঞ-চেতনা যেমনতর,
তা'তে যতটুকু খুঁত,—
ঐ বোধ-চেতনার খুঁত তেমনতরই ;
একজাতীয় অবস্থিতি দিয়ে
অন্যজাতীয় অবস্থিতি
ও তা'র রকমগুলিকে বুঝে নিয়ে
বিহিত অনুকম্পী দৃষ্টিতে
তুলনামূলক তাৎপর্য্যে
দেখে-বুঝে-জেনে চলতে হয় ;
হাতে-কলমে কর,
আপন চোখে দেখ,
চিন্তন-তৎপরতায়
সেগুলির ভালমন্দ বিন্যাস কর,
আর, যেখানে যেমনতর বিহিত
তেমনি ক'রে তা'কে সংগ্রহ কর,
প্রয়োগ কর,—
যেগুলির যেখানে প্রয়োগ করণীয়
তেমনি ক'রে,

এমনতর ক্রমবর্দ্ধনায়
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ,
প্রাজ্ঞ চেতনার আধানই তো—
ঐ সঙ্গতিশীল অনুভব
ও পর্য্যবেক্ষণ ;
তত্ত্বদর্শীদের
ন্যায্য অধিগমনই ঐ—
যা' ভক্তির ভজন-বিভূতি নিয়ে
উৎকর্ষের অনুধায়নায়
উৎসৃষ্ট হ'য়ে চলে ;
আর, তত্ত্বদর্শী মানেই হ'ল—
তাহাত্বদর্শী । ১৯ ।

ভগবান
স্বভাবতঃই ভজমান,
ভজন অর্থাৎ
প্রীতি, সেবা, কৃষ্টি, উপভোগ
তাঁ'র স্বতঃ-স্বভাব-সন্দীপ্ত
পূত প্রভাব—
চারিত্রিক অভিব্যক্তি । ২০ ।

ভগবান মানেই ভজমান,
নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
যেখানে
নিষ্পাদনী তৎপরতায়
মানুষ আপ্রাণ হ'য়ে ওঠে—
হাতে-কলমে,—
ভগবানের দয়া
সেখানে উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,

শুভে শুভ
অশুভে অশুভ—
বিধাতার বিধিই এই ;
চাইবে যেমন
চলবে যেমন
করবে যেমন—
হবেও কিন্তু তেমনি ;
তোমার অন্তরে
ভগবান
তেমনি উর্জ্জনা নিয়েই
ব্যক্তিত্বে উদ্ভাসিত হ'য়ে রইবেন। ২১।

ব্রহ্মের স্বরূপ কী ?—
সৎ-বোধি তাঁ'র দেহ,
চিৎপ্রজ্ঞা তাঁ'র জীবন,
প্রীতি তাঁ'র প্রকৃতি,
বর্দ্ধনই তাঁ'র চলন,
তিনিই ঈশ্বর—উত্তম-প্রতিষ্ঠ,
সদসৎ-অতীত ;
এই ব্রহ্ম যাঁ'র সত্তাসংহিত
তিনিই ব্রাহ্মণ,
আর, তিনিই প্রকট ব্রহ্ম। ২২।

প্রবৃত্তি-বিড়ম্বিত, ক্লেশত্রস্ত অন্তঃকরণই
জীবনাবেগ-উৎকণ্ঠ হ'য়ে
ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সন্ধিৎসু হ'য়ে ওঠে। ২৩।

ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মজ্ঞান তা'র নাই বাস্তবে,
ব্যষ্টি ও বৈশিষ্ট্যানুভূতি
যা'র তমসাচ্ছন্ন—
স্বাভাবিক অনুকম্পায়। ২৪।

ব্যষ্টি-সমাহারী বৈশিষ্ট্যের সহিত
সমষ্টি-তাৎপর্য্যকে
সুসঙ্গত সার্থকতায় বোধিগত করাই হ'চ্ছে—
ব্রহ্মজ্ঞানের মৌলিক সূত্র। ২৫।

আগে ব্যষ্টি-ব্রহ্মকে জান—
তা'র বৈশিষ্ট্য ও মরকোচের
সুসঙ্গত তাৎপর্য্য নিয়ে,
আর, ওদের উপাদান-সামান্যের ভিতর-দিয়ে
নির্বিশেষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি কর—
তবে তো ব্রহ্মজ্ঞান! ২৬।

জন্মগত তাৎপর্য্য ও তপ-তাৎপর্য্যের
অন্বিত সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
বৈশিষ্ট্যকে জেনে
যখন আমরা ব্রহ্মে উপনীত হই,—
অর্থাৎ, একার্থে সার্থক হই,—
তখনই প্রজ্ঞায় স্ফুরিত হ'য়ে উঠি,
আর, সেই প্রজ্ঞাই হ'ল বাস্তব বিধায়ক। ২৭।

বস্তু বা বিষয়ের
ঔপাদানিক অর্থনা
বা তাত্ত্বিক অর্থনা
সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গতিতে
বাস্তব বিনায়নে যতই
বৈশিষ্ট্য-বিধায়নী একসূত্র-সার্থকতায়
উপনীত হ'তে থাকবে,
তোমার ব্রহ্মদর্শনও
সার্থক অর্থনা নিয়ে
অনুভূতির বিভূতি-বিভবে
এগুতে থাকবে ততই ;

ঐ উপলব্ধ বোধ-বিনায়নাই হ'চ্ছে
ব্রহ্মদর্শনের প্রভান্বিত পথ। ২৮।

ব্রহ্মদর্শিতা বা ঈশ্বরসান্নিধ্যের
মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে
অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণতা—
তা' চিন্তায়, বাক্যে, অনুচর্য্যী কর্ম্মসন্দীপনায়,
সুসঙ্গত তাল-সমন্বয়ে,
আর, মানুষ ওতে যতই সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে—
অমনতর অচ্যুত আনতি নিয়ে,
ব্রহ্মানুভূতির সম্ভাব্যতা সেখানে তত বেশী,
যত বড় তূরীয় অনুভূতিই তা'র হো'ক না কেন—
ঐ ইষ্টার্থ-নিবদ্ধতার ভিত্তি
তা'তে অটুট ও অচ্ছেদ্য দীপনায় রইবেই,
যেখানে তা' নেই,—
খেয়ালের ব্রহ্ম খেয়ালেই বিলীন হয়ে ওঠে,
বাস্তব সুসঙ্গত বোধিতাৎপর্য্য হতভম্ব হ'য়ে
আত্মপ্রতারণাশীল, লোকপ্রতারণী
উদ্ধত গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ মিথ্যা জ্ঞানাভিমানই
সেখানে কায়েম হয়ে ও'ঠে ;
ইষ্টার্থ-বিচ্যুতি তা'র স্বতঃ ও স্বাভাবিক—
বিশেষতঃ যখনই তা'র প্রবৃত্তি-প্রীতি সংঘাতপ্রাপ্ত হয়,
আর, ইষ্টার্থপরায়ণতা যে-কোন রকমে
যেখানে ব্যাহত,—
সাত্ত্বিক সৌরত-সন্দীপনাও সেখানে
প্রবৃত্তির দ্বারা অপহৃত। ২৯।

ইষ্টনিষ্ঠায়
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগকে
সুসংহত ক'রে
সুসন্দীপনায় চলাই

ব্রাহ্মী-চলনের উপক্রমণিকা ;
তা' ছাড়া
ব্রহ্মলাভের দুরাগ্রহ আগ্রহ
যেমন যতই বেশী হো'ক না কেন,
তা' ব্রহ্মলাভের
অন্তরায়ই হ'য়ে থাকে। ৩০ ।

দুনিয়ার প্রতিটি সত্তা
যেখানে শত বিভেদ নিয়েও
তোমার সত্তায় সার্থক হ'য়ে ওঠে—
পালনে, পোষণে,
আপূরণী ধৃতি নিয়ে,—
এই যোগদীপ্ত তোমার ও অন্যের
সংহত ধারণ, পালনপোষণী সংশ্রয়সম্পন্ন তুমি
ও প্রত্যেকটি তুমি
সেই পরম আশ্রয়, পরম ধৃতি বিশ্বনাথে
বিহিতভাবে সুযুক্ত ও সুচলৎশীল—
প্রতিপ্রত্যেকের সুতৎপর চলন নিয়ে ;
তোমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের
পরম বিহার সেইখানে,
আর, তা'ই তোমার পরম স্বার্থ। ৩১ ।

প্রত্যেকটি তুমি,
প্রত্যেকটি আমি,
প্রত্যেকটি সে,
প্রত্যেকটি তা',
প্রত্যেকটি ও—
সবাই নিজ-নিজ বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সর্ব্বতোভাবেই পূর্ণ,
তাই, এর যে-কোন একটাকে
সমগ্রভাবে জানতে গেলে

সব যা'-কিছুকে জানাই হ'য়ে ওঠে—
ওর সুসঙ্গত অন্বয়ী
তাৎপর্য্য-অনুক্রমণী বোধিবিন্যাসে ;
তাই, উপনিষদের ঋষি বলেছেন—
"পূর্ণমিদং পূর্ণমদঃ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" । ৩২ ।

তোমার দর্শন যখন
অবাস্তব ধারণায় রঙ্গিল হ'য়ে
সব যা'-কিছুকে
একসা করে ফেলে—
প্রত্যেকের বিশেষ বৈশিষ্ট্য
ও বৈচিত্র্যকে বিহ্বল ক'রে,—
স্মরণ রেখো—
সে-দর্শন অন্ধ ;
আর, যখন তোমার দর্শন
বিশেষের সম্যক্ বিনায়নে
তা'র বাস্তব বিশেষত্বকে দেখতে পায়—
বোধ ও ধৃতির
সার্থক সঙ্গতিশীল অনুনয়নে,
বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বাস্তবতাকে
বিশেষভাবে জেনে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক তাৎপর্য্যে
বিশেষের বিশেষ সংস্থিতি নিয়ে,—
ঐ দর্শনই বাস্তব ;
তোমার জীবনচালনী অস্তিত্বকে
অমনতরই পোষণা দিয়ে
সম্বর্দ্ধিত করতে যত্নশীল থাক,
যে যত্ন
বর্দ্ধনাকেই বিদীপ্ত ক'রে তুলবে ;

স্মরণ রেখো—
সমান ব'লে কিছু নেই,
সদৃশ ব'লে আছে। ৩৩।

প্রত্যেকটিই ব্যষ্টিই
প্রত্যেক হ'তে বিভিন্ন—
অসম,—
তা' দেহে, যৌন-সংগঠনে,
জীবনীশক্তি, বুদ্ধি ও যোগ্যতায়,
আহারে, বিহারে, চলনভঙ্গিমায় ;
কিন্তু তা' সত্ত্বেও
বোধবিকিরণী বোধিসত্তায়
আত্মিক সম্বেদনায়
বিভিন্ন হ'য়েও তা'রা এক,
যেমন শরীরের প্রতিটি কোষ
প্রতিটি যন্ত্র বিভিন্ন হ'য়েও
জীবনযাপনী অনুবেদনায়
তা'রা একই আবেগ-সম্পন্ন,
এবং প্রত্যেকে তা'র কর্ম্মে, চরিত্রে
অন্য প্রত্যেকেরই সহজভাবে পোষণবর্দ্ধনী—
স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ;
তাই, যে যেমনই হো'ক না কেন,—
সৌষ্ঠব-সংগঠিত ব্যক্তিত্ব নিয়ে
অসম হ'য়েও
এই প্রাণন-দীপনী আত্মবিনায়নী তৎপরতায়
সবাই সম ;
এই বৈশিষ্ট্যধাত্রী সত্তার
সাত্ত্বিক অনুদীপনার উপর দাঁড়িয়ে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্য-বিনায়নী মূলসূত্রকে
উদ্ভিন্ন ক'রে
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যকে

তা'র মত ক'রে বিনায়িত ক'রে তোল—
সম্বর্দ্ধনার সহযোগী উত্তর-সাধক হ'য়ে ;
শান্তি স্বভাব-সন্দীপনায়
মূর্ত্ত-স্বধায়
তোমাদিগকে অভ্যর্থনা করবে,
আশীর্ব্বাদ করবে ;
ঈশ্বর প্রতিটি বিশেষে বিশেষ হ'য়েও
নির্ব্বিশেষ,
বিষম হ'য়েও তিনি সম,
বিচিত্র হ'য়েও তিনি ছন্দঃস্বরূপ,
উদ্বর্দ্ধনার অমৃত প্রস্রবণ,
সত্তা-সংরক্ষণী নিয়মনাবেগ। ৩৪।

ঈশ্বর-প্রকৃতির
প্রকৃত বিনায়নই হ'চ্ছে—
ভেদ,
কোন একটার সাথে
কোন একটার সামঞ্জস্য নাই,
এমন-কি—
এক-জাতীয় সমানের মধ্যে
প্রত্যেকটা ভেদশীল—
তা' কি স্ত্রী
কি পুরুষ—
উভয়ের ভিতর ;
এই ভেদ কেন ?
মস্তিষ্কে
বিহিতভাবে বিধায়িত যা'—
তা'কে চেতন রাখার জন্য,
এই আমি যা' বুঝি ;
এই ভেদ যদি না থাকে—
সঙ্গতিরও কিছু প্রয়োজন নাই,

কৃতিরও কোন প্রয়োজন নাই,
আত্ম-উপাসনারও কোন প্রয়োজন নাই ;
উদ্দীপনী উন্মাদনা
মানুষকে
বিহিত বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যবান ক'রে
পরস্পরে পরস্পরকে
সচেতন ক'রে দিয়ে থাকে,
আর, এই সচেতনতা
বিবেক-বিচারের ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যকে
শিষ্ট সম্বেদনায় সম্বুদ্ধ ক'রে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক ব্যাপ্তিবোধকে
বিধায়িত ক'রে
বিজ্ঞতার বিহিত প্রভাবে
বিজ্ঞান-বিন্যাসে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
জ্ঞানী হ'য়ে ওঠে,
কোথায় কী কেমন—
তা' দেখে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
কা'র পক্ষে কী ভাল,
কা'র পক্ষে কী মন্দ—
সেটাকে বিধায়িত করতে পারে ;
তাই বলি—
সেই এক,—
যেখানে যেমন বিশেষ
তেমনি ক'রেই তিনি আছেন—
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে,
কথাবার্ত্তা—
আচার-ব্যবহার—
চালচলন—

ও তদনুপাতিক তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়েই
জেনে-শুনে-বুঝে
সঙ্গতিশীল তৎপরতায়
প্রত্যেকের প্রকৃতিকে
বিনায়িত ও বিধায়িত ক'রে
ধৃতির উপযোগিতার উৎসেচনে
প্রতিটি বিশেষকে
বৈধী বিশেষে বিন্যস্ত ক'রে
ব্যক্তিত্বের বিহিত তাৎপর্য্যে
তাঁ'র প্রতিষ্ঠা
ও নির্দ্দেশ ক'রে থাকে ;
তাই, তাঁ'রই এই প্রকৃতিতে
তিনি অধিষ্ঠান ক'রে
তিনিই নিজেকে
পরিমাপিত ক'রে থাকেন ;
তিনি এক—
এই বিহিত বিশেষ
ঐ একেরই সাক্ষী ;
তাই, সংরক্ষিত হও,
বিশেষকে সংরক্ষিত ক'রে তোল,
এমনি ক'রেই
প্রত্যেকের ভিতর তাঁ'কে জান,
জেনে—
বিজ্ঞানবিজ্ঞ হও ;
আর, সবই সমান—
এই বেকুব বুদ্ধিতে
এক ঢালায় ঢেলে যদি তোল,—
জাহান্নম
ঐ অনতিদূরেই অপেক্ষা করছে
ব্যষ্টি ও সমষ্টি-সহ
তা'র কুটিল নিগড়ে

স্বতঃস্রোতা ক'রে
চরম না-থাকাকে
স্থায়ী ক'রে তুলতে ;
মূর্খতার যাদুকে যা'রা ভালবাসে—
তা'রাই এ-রকম ভাবতে অভ্যস্ত। ৩৫ ।

সবই এক, এও যেমন বিকৃত দর্শন,
সবই সমান, তা'ও তেমনি বিকৃত দর্শন,
আর, প্রত্যেকের মতন প্রত্যেকে,
কা'রও সাথে কা'রও কোন সঙ্গতি নাই—
তা'ও কিন্তু তা'ই,
সেই এক
বহু বিভিন্ন ব্যষ্টিতে
কেমন ক'রে একত্ব লাভ করেছে,
এইটাকে জানাই হ'চ্ছে ব্রাহ্মী দৃষ্টি। ৩৬ ।

ব্রাহ্মী-আত্মিকতা কোন্ অনুনয়নে
কেমন ক'রে
কী বৈশিষ্ট্য-পরিগ্রহে
কেমন গুণ ও প্রকৃতিতে উপনীত হ'য়ে
রূপায়িত হয়েছে—
তা'কে উপলব্ধি না ক'রে যে ব্রহ্মজ্ঞান
তা'কে ব্রহ্মভ্রান্তি বলা যেতে পারে—
ব্রহ্মানুভূতি কিন্তু তা' নয়কো। ৩৭ ।

শুধু ব্রহ্মবাদী হ'লে চলবে না,
ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা চাই
সুসন্ধিৎসু বোধদৃষ্টি নিয়ে,
অন্বিত অনুধায়নায়,—
তবে তো ?

আর, সম্পদ্ তো তোমার ঐ ;
আর, ওকেই তো পরমার্থ বলে। ৩৮।

ব্রহ্মজ্ঞান মানেই
সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মধ্য-দিয়ে
সাধারণ তথ্য-নির্ণয়ে
যা'-কিছু প্রত্যেকের উপাদান-সামান্যে
উপনীত হওয়া বা তা' নির্ণয় করা,
আর, এই উপাদান-সামান্যের ভিতর-দিয়ে
অন্যের সাপেক্ষিকতায়
নিরপেক্ষ বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে
তা'র তাহাত্ব বা তত্ত্বকে
সম্যক্ বোধের ভিতর নিয়ে আসা—
অর্থাৎ, প্রতি বৈশিষ্ট্যকে
অন্যের সাপেক্ষে
এবং নিরপেক্ষভাবে জানা ;
ব্রহ্মজ্ঞান
কোন একটার একপেশে ভাব
বা গোঁ নয়কো—
বরং সর্ব্বসম্বর্দ্ধনী পরম জ্ঞান,
আর, ব্রহ্মজ্ঞান মানেও বৃদ্ধির জ্ঞান,—
"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥"—
ঐ ঈশ্বরকে সাম্যে দেখা
প্রতি বৈশিষ্ট্যে সাপেক্ষিক নিরপেক্ষতায়,
বিনষ্ট হ'চ্ছে এমনতর যা'রা
তা'দের ভিতরে
অবিনাশীকে উপলব্ধি করা,—
বৈষম্যকে সাম্য ধ'রে নয়কো
বরং প্রতি বৈশিষ্ট্যে উপনীত হ'য়ে,
বিরুদ্ধ বা বিপরীতকে

অবিরুদ্ধ ধ'রে নয়কো—
অসঙ্গতকে সঙ্গত ব'লে চালিয়ে নয়কো—
বরং যা'র সঙ্গে যা'র সঙ্গতি
তা'কে তেমনি ক'রে জেনে বা নিয়ে—
তা'র ভিতরে তত্তৎ রকমে
সর্ব্ব একের সেই এক ঈশ্বরকে
উপলব্ধি ক'রে। ৩৯।

যিনি
চিরবর্দ্ধনশীল বিভব,
ব্রহ্ম ব'লে যাঁ'কে সবাই ব্যাখ্যান করে,—
তিনি
নানারূপে রূপায়িত হ'য়েও
সব সময় তিনিই থাকেন,
তাঁ'র বিভাগ বা ব্যাহৃতি
যতই থাক্ না কেন—
সবটাতে তিনি আহৃত,
তাই, বর্দ্ধনাই হ'চ্ছে
সৃষ্টির যা'-কিছুর স্বাভাবিক স্বভাব—
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যতিক্রমতুষ্ট না হয়,
ব্যতিক্রমতুষ্ট হ'লে
সত্তা ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে ;
তাই, বলি—
"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বধীসাক্ষিভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বাং নমামি॥"
প্রাজ্ঞপরিবেশে
নিবেশ সৃষ্টি ক'রে
তিনি

ইষ্টেই নিবিষ্ট হ'য়ে উঠেছেন—
ক্রম-তাৎপর্য্যে,
তাঁ'র তৎপরতায় তেমনি হ'য়ে
হ'য়ে উঠেছেন
এই আমাদের মতন,
অর্থাৎ, প্রত্যেক বিশেষের মতন। ৪০।

ব্রহ্ম-পরিভূতি
যেখানে সর্ব্বতোভাবে
সুসংবিন্ধ অনুনয়নে
বিহিত বিন্যাসে গুণান্বিত হ'য়ে
গুণাতীত মূর্চ্ছনায় অভিষিক্ত—
প্রাজ্ঞ পরিমিতির বিভূতি নিয়ে,—
তিনিই তো ব্রহ্মময়ী,
শক্তিস্রোতা,
সাত্বত অভিনিবেশ,
অস্তিত্বের চৈতন্য-গুটিকা—
সব যা'-কিছুর ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুকে উচ্ছল ক'রে
সব যা'-কিছুর
সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ন-অভিসারে
নিয়ত চলৎশীল—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে,—
স্থির অস্তিত্বের বুকে
চলৎশীল নর্ত্তনায়
ঐ সৃজন-পালন-লয়নের
আবর্ত্তন নিয়ে। ৪১।

ব্রহ্মজ্যোতিঃ মানে—
ভরদুনিয়াকে ধাঁধিয়ে দেবার মত

একটা আলো নয়কো,
জ্যোতিঃ নয়কো,
কিংবা নিজেকে আলো-অভিভূত ক'রে
স্তম্ভিত ক'রে তোলা নয়কো,
সেটা বৃদ্ধির দ্যুতি,
বৰ্দ্ধনার দীপ্ত সন্দীপনা,
যা' প্রতিটি বিশেষকে
জীবন-বৰ্দ্ধনে
সংস্থিত রেখে
সম্বৃদ্ধ রেখে
সব যা'-কিছুর সাথে
পরিচয় করিয়ে দেয়,
বুঝিয়ে দেয়,
জানিয়ে দেয়,
প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে
সমষ্টি-জগৎকে
বিনায়িত ক'রে তোলে—
প্রাজ্ঞ বহুদর্শী বিজ্ঞ দ্যোতনায়,
মায় তা'র স্বভাব, চরিত্র, চালচলন—
যা'-কিছু সবগুলি নিয়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে,
অর্থানুগ অনুনয়নে,
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
শ্লিষ্ট ক'রে সব যা'-কিছুকে ;
আর, বোধদীপ্ত সন্দীপনা নিয়ে
তীক্ষ্ণ অনুধায়নায়
দেখে, শুনে, বুঝে
যেখানে যা' যেমনতর সঙ্গত হয়
তা'কে সংহত ক'রে তোলা—
নিজের সংহতিশীল তৎপরতার
সার্থক ধৃতিগুটিকার

বিরচনী বিভবে,
প্রতি সত্তার স্বীয় জীবনগতিকে
অনুসরণ ক'রে,
বোধ-বিনায়নী তাৎপর্য্যে,—
তাইতো তা' আধ্যাত্মিকতা ;
এটা যাদুদৃষ্টিতে নয়কো –
বাস্তব অনুধ্যায়নী সংযোগ নিয়ে,
তাই, ঐ তো ব্রহ্মজ্ঞান। ৪২।

প্রীতি যেমনতর
আগ্রহদীপ্ত, সক্রিয়, শ্রেয়নিষ্ঠ, সুকেন্দ্রিক,
সার্থকতায় চলন্ত,
অন্তরের সাগ্রহ আবেগদীপনা নিয়ে
প্রিয়ের মনোজ্ঞ অনুচর্য্যায়
সে তেমনি ব্যস্ত,
আবার, এই ব্যস্ততাই অর্থান্বিত তৎপরতায়
আত্মনিয়মনায়
তেমনতরই বিনায়িত হ'য়ে চলতে থাকে—
স্বতঃ-সক্রিয় তাৎপর্য্যে,
অনুকূল যা'-কিছু
তা'র সম্যক্ আহরণে,
আর, প্রতিকূল যা'-কিছুর
নিরাকরণে বা বর্জ্জনে ;
এমনি ক'রেই সে তা'র জীবনকে
ব্যাহৃতি-বিব্রত ক'রে
নিজেকে ঐ প্রেয়ার্থ-অনুসেবনায়
বিস্তারে বিন্যাস-বিনায়নে
সমাহৃত ক'রে তোলে—
ঐ প্রেয়ার্থ-সূত্রে,
বোধিদীপনাও

ঐ অনুক্রিয় তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
তেমনি
সব ব্যাহৃতির বিশদ বিন্যাসের
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সমাহারে ঐ প্রিয়তেই তর্পিত হ'য়ে ওঠে—
সন্তপ্ত আগ্রহমদির
অনুকম্পী অনুবেদনা নিয়ে,
একটা রুদ্র-বিধুর আবেগোচ্ছল
কর্ম্মনিরতির সমাধানী সার্থকতায় ;
অমনি ক'রেই ব্যক্তিত্ব
সার্থকতার স্বতঃ-উল্লাসে
চারিত্রিক বিকিরণায়
পরিবেশ ও পরিস্থিতির অন্তস্তলকে
উদ্ভাসিত ক'রে
ধারণে, পালনে, অনুপূরণে উচ্ছল হ'য়ে
প্রিয়-গতি-তৎপরতার সংক্রমণে
ঐ প্রিয়-স্মৃতি নিয়েই
পরিস্থিতিতে
স্থির চাঞ্চল্যে
চর্য্যা-নিরতির চতুর নিয়মনায়
নিজেকে উদ্ভাসনে পরিব্যাপ্ত ক'রে থাকে ;
আর, এই পরিণাম হ'য়ে ওঠে তা'র
অনন্তের আকুল আলিঙ্গনের
উদয়নী উদ্দীপনার
প্রিয়-পরিপোষণী অনন্তশয্যা,
আর, ঐ অন্তঃস্থ অনুদীপনা হ'তেই
ব্রাহ্মী-অভিব্যক্তি নিয়ে
উৎসর্জ্জনী সৃজনার—
ব্রহ্মার অবতারণা
ঐ ব্যক্তিত্বেই বিকশিত হ'তে থাকে ;
আর, এই থাকাই পরম সংস্থিতি,

আর, এই হ'চ্ছে
লক্ষ্মী-উপসেবিত নারায়ণের
অনন্তশয্যা। ৪৩।

তোমার শারীর বিধানের
প্রতিটি কোষই
তা'র বংশানুক্রমিকতা নিয়ে বিদ্যমান,
কেউ তা' হারায়নি ;
এই সমষ্টি-সঙ্গত যে 'তুমি'
তা' তো আছেই
আর থাকবেও—
আপাতদৃষ্টিতে
ঐ ক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বজায় রেখে,
তোমার অস্তিত্বে অর্থান্বিত হ'য়ে ;
দুনিয়ার প্রতিটি একও তো তা'র
প্রতিটি জীয়ন্ত অণুকণা নিয়ে চলছেই—
ঐ অমনতরভাবে ;
দুনিয়ার একটি ধূলিকণার
কোটি ভগ্নাংশের একটিও তো
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
চলেছেই—
কোন-কিছুর উপাদান ও উপকরণ হ'য়ে,
সঙ্গতিশীল অনুচলনে ;
আর, যতদিন দুনিয়া থাকে
সেও তো ঐ ক্রমিকতা নিয়ে থাকবে—
বর্দ্ধন-বিভূতিতে নিজেকে
বিনায়িত করতে-করতে আরোর পথে,
ব্যক্তিত্বকে বিভাবিত ক'রে
তা'র রকমের ভিতর-দিয়ে ;

আর, এই তুমি
যা'র আদিকারণ ঐ ব্রহ্ম-অর্ণব,
যা'র একটি চিৎকণাও
তা' হ'তে বিচ্ছিন্ন করা যায় না,
বা নাই-এর কল্পনায়
যা'র সত্তাকে সঙ্কল্পিত ক'রে
এই কলস্রোতা অস্তিত্বকে
কোথাও থামিয়ে দিতে পারা যায় না,—
তুমি সেই 'ব্রহ্ম'-তপা হ'য়ে
তোমার অস্তিত্বকে বিসর্জ্জন দেবে
কোথায় কে জানে ?
কোন্ অবাস্তব অতীত-গহ্বরে ?
—তুমি কি ভাব'
সেটা অমৃতলাভ
না 'নাই'-লাভ—
যা'কে মৃত্যু বলে ?
তাই বলি—
তোমার ব্যষ্টি-জীবনকে
সমষ্টিতে সুসংহত ক'রে
বোধি-বিন্যাসিত প্রজ্ঞায়
প্রতিষ্ঠা লাভ কর,
আর, ব্যক্তিত্বকে তদনুগ বিনায়নে
বিনায়িত করতে থাক—
সব যা'-কিছুকে নিয়ে ;
তোমার ব্যক্তিত্বে
ব্রহ্ম আবির্ভূত হউন,
তুমি ব্রহ্মের মূর্ত্ত প্রতীক হ'য়ে ওঠ ;
আর, তোমার ব্যক্তিত্ব
কৃতিতপা অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
প্রতিপ্রত্যেককে
সৌষ্ঠব-সমৃদ্ধির সহিত

ওতে বিভাবিত ক'রে তুলুক ;
এমনি ক'রেই অমৃত লাভ কর,
আর, সেই অমৃত পরিবেষণ কর সবাইকে,
অমৃতের স্বর্ণপাত্র উদ্‌ঘাটিত হো'ক ;
"যেনাহং নামৃতা স্যাং
কিমহং তেন কুর্য্যাম্‌" । ৪৪ ।

ছন্দায়িত লীলা হ'তেই
বস্তু ও বর্ণের উদ্ভব—
গুণ ও ক্রিয়াও তদনুপাতিকই । ৪৫ ।

যে-কোন রকমে হো'ক না কেন,
যা'র কোনরকমে অবস্থান আছে,
বাস্তব কিন্তু তা'ই,
আর, তাই তা' বস্তু ;
আর, যে-নিয়মনায় তা' থাকে,
তা'ই তা'র চৈতন্য । ৪৬ ।

অস্তিত্বকে অবলম্বন ক'রে
বিচ্ছুরণ-অভিব্যক্তিতে
বস্তু যেমন প্রকট হ'য়ে উঠেছে
তা'ই-ই বস্তুর গুণ,
আবার, যে যেমন ক'রে
তা'কে বোধ করতে পারে
তা'র কাছে সে-বস্তুর গুণও তেমনি । ৪৭ ।

গুণ চোখে দেখা যায় না—
বোধ করা যায়,
বস্তুর অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াই হ'চ্ছে
গুণের বাহন,
আবার, বস্তু তা'ই

কোন-কিছুকে আশ্রয় ক'রে
তা'র অন্তর্নিহিত যোগাবেগে
আকৃষ্ট হ'য়ে
যে-দাঁড়াগুলি
ঐ অনুগ তৎপরতায়
বিন্যাস লাভ ক'রে
যেমনতর অভিব্যক্ত হয়—
আশ্রয়ের ধৃতি-বিন্যাসে,
আর, সে সক্রিয়-তৎপরতায়
তা'র পরিবেশের ভিতর-দিয়ে
ভালমন্দ যে-ক্রিয়ার সৃষ্টি করে,—
তা'ই হ'চ্ছে তা'র গুণ,
তাই, আমরা ব'লে থাকি
অমুক বস্তুর অমুক-অমুক গুণ,
এই গুণ-নির্ণয় কিন্তু ক'রে থাকি
তা'র ক্রিয়া দেখেই,
বস্তুর এই বিন্যাস হ'চ্ছে—
তা'র বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব। ৪৮ ।

যা' যেমন ক'রে
ধারণে, পালনে, পোষণে
পরিপুষ্ট হ'য়ে
স্বভাবে সংস্থিতি লাভ করেছে—
যে-যে গুণে অন্বিত হ'য়ে,—
তা'ই তো তা'র ধর্ম্ম। ৪৯ ।

যাহার জন্য
বা যাহার দ্বারা
কোন বস্তুর সংগঠন ও সংস্থিতি
জীবন ও বৃদ্ধিকে নিয়ে

সংসাধিত ও অবস্থিত হয়,
তা'ই তা'র ধৃতি বা ধর্ম্ম। ৫০।

ধূম দেখলেই
আগুন সন্দেহ করা যায়,
তাই ব'লে, ধূম কিন্তু
আগুনের আগমনী নয়কো,
আগুনের ব্যবস্থিতি
বিহিত রকম না হ'লে—
সে-আগুন কিন্তু
ধূমেই বিলুপ্ত হ'য়ে যায়। ৫১।

বস্তুর ঔপাদানিক
বা ঔপকরণিক সংহিতি নিয়ে
যে-সত্তা সংস্থিত হ'য়ে
গুণ ও ক্রিয়ায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে,
সুকেন্দ্রিক সংহতিতে,—
সেই হ'চ্ছে তা'র ধর্ম্ম ;
আর, এই সত্তার
সংরক্ষণী, সম্পোষণী ও সম্পূরণী
যা'-কিছু বাস্তব-প্রচেষ্টা,
তা'ই হ'চ্ছে তা'র ধর্ম্মাচরণ ;
আবার, ঐ ঔপাদানিক বা ঔপকরণিক সংহিতি
যা' সত্তায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল—
সেইটেই তা'র অন্তর্নিহিত সহজ সংস্কৃতি,
এই যা'র যেমন, বোধিও তা'র তেমন। ৫২।

বস্তুর বিদ্যমানতাই সৎ,
আর, পরিস্থিতির সংঘাতে
সে যেমন সাড়া দেয়,

অনুভব করে,—
তা'ই চিৎ,
আর, তা'র গ্রহণ বা বর্জ্জন-প্রবৃত্তিই হ'চ্ছে বোধি,
আবার, বর্দ্ধন-সম্বেগই হ'চ্ছে তা'র আনন্দ। ৫৩।

বস্তু তা'র সংসৃষ্ট সত্তাবৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত পরিবেশে
অবস্থানুপাতিক বিন্যাসে
নিজেকে সংস্থ রেখে
বৃদ্ধির পথে চলতে চায়—
ক্রমান্বয়ী পদবিক্ষেপে,
নিজ সত্তার সঙ্গতি নিয়ে,—
ঐ তা'র জীবন-অভিযান—
আনন্দ। ৫৪।

ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্য
পরিবেশ বা পরিস্থিতিকে
যেমনতরভাবে বর্জ্জন বা গ্রহণ করে,
তা'র আবর্ত্তনে তদনুপাতিকই
নিজেকে উদ্ভিন্ন ক'রে চলতে থাকে। ৫৫।

বস্তু
যে-অবস্থা ও আবহাওয়ার ভিতর-দিয়ে
নিজের সত্তাকে পরিপালন করতে পারে,
তা'র ব্যতিক্রমে
সে আত্মরক্ষার সংগ্রাম ক'রেও
যখন তা' পেরে ওঠে না,
তখন তা'র বৈশিষ্ট্যকে বিদায় ক'রে
সেই অবস্থানুপাতিক বিন্যাসে
নিজেকে বজায় রাখতে চায়,

সেই জায়গায় সে তা'র
বৈশিষ্ট্যানুগ সত্তাধর্ম্মকে হারিয়ে ফেলে। ৫৬।

বস্তুসত্তা তা'র বৈশিষ্ট্য নিয়ে
পরিবেশ ও পরিস্থিতির
বিরোধ ও অসঙ্গতির সংঘাতে
স্বস্তির আকূতি নিয়ে
সঙ্গতি-সন্ধানতৎপর হ'য়ে
নিজেকে বিহিত বিন্যাসে সংস্থ ক'রে
ঐ সুসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হ'য়ে চলে ;
যেখানে সে তা' পারে না,—
সেখানে তা'র সত্তা বৈশিষ্ট্যহারা হ'য়ে
হয় আত্মবিলয় করে,
না হয় বিহিত পরিক্রমায়
তদনুপাতিক নিজেকে রূপায়িত ক'রে তোলে—
নিজের শিষ্ট সংস্থিতিকে ব্যাহত ক'রেও। ৫৭।

বৈশিষ্ট্য-সমাহৃত পরিবেশ বা পরিস্থিতির
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
নিজ বৈশিষ্ট্যকে বিনায়িত ক'রে
আপোষণ-পূরণী আহৃতিতে
আত্মরক্ষণে
বর্দ্ধনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই
বস্তুর সার্থকতা ;
এই সার্থক সঙ্গতি তখনই সে হারায়,
অসঙ্গতির বিপরীত সংঘাতে
যখনই ঐ বিশেষ সত্তা
ব্যাহতিই লাভ ক'রে থাকে,
বর্দ্ধনে গজিয়ে উঠতে না-পারায়
শীর্ণত্বে আত্মবিলোপ করাই

নিশ্চিত হ'য়ে ওঠে
তা'র কাছে তখন । ৫৮ ।

উপাদানের অন্তর্নিহিত যোগ-আবেগ
পারম্পর্য্যানুপাতিক সন্নিবদ্ধ হ'য়ে
ঔপকরণিক বিহিত বিন্যাসে
সমাবেশ লাভ ক'রে
সংহিত হ'য়ে উঠে যে-সংস্থিতি লাভ করে,--
তা'রই সুকেন্দ্রিক সমন্বয়ী যে-অভিব্যক্তি
তাই-ই হ'চ্ছে বস্তুর বিশেষ রূপ,
তা'রই অন্তরে অন্তরে থাকে তা'র সাত্ত্বিক সম্বেগ,
এই সাত্ত্বিক সক্রিয় চলনাই হ'চ্ছে
স্থিতি-প্রবুদ্ধ জীবনের জীবন-চলনা,
এ যেখানে যেমন, সেখানে তেমনি । ৫৯ ।

বস্তুর ঔপাদানিক ও ঔপকরণিক
যোগ-সম্বেগ-সম্বুদ্ধ সংশ্রয়ী সংহিতি
যে বিশেষ রূপায়িত অবস্থানকে নিরূপিত করে,—
ঐ সবটা নিয়েই হ'চ্ছে তা'র নিজ সত্তা,
এবং এই-ই তা'র সত্তা-বৈশিষ্ট্য,
এই সংহত সত্তায় থাকে তা'র স্থিতি-সম্বেগ,
যা'র ফলে,
সেই স্বচ্ছন্দ অবস্থা বা অবস্থানে
সে বিশেষভাবে থাকতে চায়—স্ববৈশিষ্ট্যে,
তা'কে পরিহার করতে চায় না। ৬০ ।

বস্তুকণা
নানারকম বিচ্ছুরণের ভিতর-দিয়ে
ভাঙ্গা, গড়া, হওয়া, চলায়
নানারকমে অভিব্যক্ত হ'য়ে
আত্মিক সংহতির সৃষ্টি ক'রে

নিয়ত উচ্ছল চলনে চলন্ত হ'য়ে চলেছে,
এই চলৎশীল আবেগই হ'চ্ছে
তা'র সনাতন আত্মিক আবেগ। ৬১।

বস্তুসত্তার অন্তরে নিহিত থাকে
তা'র আত্মিকতা,
ঐ সত্তাকে অবলম্বন বা অধিকার ক'রে থাকে ব'লেই
তা'কে আধ্যাত্মিকতা বলে,
আর, এই আধ্যাত্মিকতাই হ'চ্ছে
তা'র বেঁচে, বেড়ে চলার আবেগ—
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য বা বিশেষত্ব
—-তেমন ক'রে। ৬২।

যে-সম্বেগ বিভিন্ন বিচ্ছিন্নে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
সংঘাত-সংক্রমণায়
আরোতে সংক্রামিত হ'য়ে চলেছে
চিরন্তনী তৎপরতায়,—
বিভিন্ন ঔপাদানিক ব্যতিক্রমে
ব্যাহত বা বর্দ্ধিত হ'য়ে
বিশিষ্ট গঠন, গুণ ও ক্রিয়া-তাৎপর্য্যে,—
বস্তুর অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা ঐখানে। ৬৩।

প্রাক্-জৈব সংবিধান হ'তে
স্থূলতর অভিব্যক্তির ভিতর
প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের
বিন্যাস-অনুক্রমণার ভিতর-দিয়ে
যে-বিবর্ত্তন বা অপবর্ত্তনের
উচ্ছল ও সন্ধুক্ষিত চলনে
আবেগ-অনুকম্পনায়
যে-সংস্থিতি বিভিন্নে বিকশিত হ'য়ে

রূপে, রসে, গন্ধে
বিশেষ-বিশেষ তাৎপর্য্যে
উচ্ছল অনুবেদনায় চলৎশীল,
যা' অন্বয়ী আধিপত্যের ভিতর-দিয়ে
উৎক্রমণ-তৎপরতায়
সক্রিয় শালীন্যে উচ্ছল হ'য়ে চলেছে—
যা'-কিছুতে উদ্ভিন্ন হ'য়েও তাই-ই থেকে,
সেই চলৎশীল সূত্রই হ'চ্ছে
ঐশী তাৎপর্য্য,
আর, তিনিই বা তাই-ই অখণ্ড,
আর, তাঁ'রই বিভিন্ন অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
পিণ্ডীভূত বাস্তব বিশেষ। ৬৪।

বস্তুকণার অন্তর্নিহিত আকুঞ্চন-প্রসারণশীল
যোগ-আবেগ নিয়ে
বিহিতভাবে
উপাদান-উপকরণের সঙ্গত সমাবেশে
যে পরিণীত পরিমাণ সৃষ্টি হয়—
অন্তর্নিহিত সাত্ত্বিক সম্বেগ-সহ,
বিশেষ রূপায়িত সংস্থিতিতে,—
বস্তুর গুণ ও ক্রিয়াও তদনুপাতিকই হ'য়ে থাকে,
আর, তা'ই তা'র ধর্ম্ম ;
তা'তে সংহিত হ'য়ে
সংস্থ থাকতে চাওয়ার যে-সম্বেগ
সেই সংক্ষুব্ধ সম্বেগ হ'তে
সম্পোষণী ও সম্বর্দ্ধনী উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
সে নিজের স্থায়িত্বকে বজায় রাখতে চায়,
তাই, নিজের বৈশিষ্ট্যমাফিক স্থায়িত্বকে
বজায় রাখতে
যে সক্রিয় সম্বেগ-সন্দীপ্ত আহরণ ও বর্জ্জনের
প্রয়োজন হ'য়ে থাকে—

ঐ বৈশিষ্ট্যবান সংস্থিতির পক্ষে
তদনুপাতিক চলাই হ'চ্ছে ধর্ম্মাচরণ। ৬৫।

বস্তুর কোন বিশিষ্ট সত্তা
তা'র সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সংস্থিত ও সংহত হ'য়ে
অসঙ্গতিকে এড়িয়ে বা বিনায়িত ক'রে
সঙ্গতিতে বিন্যস্ত হ'য়ে
যে সার্থক চলনে চলেছে—
বস্তুর সব যা'-কিছুকে নিয়ে,—
তা'ই হ'চ্ছে তা'র সাত্বিক অভিব্যক্তি,
এই বৈশিষ্ট্যকে যেমন ক'রেই হো'ক
পরিবর্দ্ধিত না ক'রে
যে-মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত ক'রে তুলবে,
সে-মুহূর্ত্তেই ঐ সত্তার সত্বও
বিলোপেই অবসান লাভ করবে,
সেই সংস্থিতি ও সেই সম্বেদনা নিয়ে
জীবন-চেতনার সঙ্গতি-সার্থকতায়
সে আর চলবে না,
থাকতেই পারবে না,
তা'তে কা'রও সুবিধা হ'তে পারে,
কিন্তু ঐ সংস্থিতি বা সত্তার সংহার ছাড়া
তা'র পক্ষে সুবিধা আছে কিনা জানি না। ৬৬।

বিশেষ ঔপাদানিক সত্তার
ঔপকরণিক নিয়োজনে
সমবায়ী সংহতি নিয়ে
বস্তুতে
বিশেষ ব্যষ্টিসত্তার উদ্ভব হ'য়ে থাকে—
অন্তর্নিহিত সম্মিলন-সম্বেগের তৎপরতায়,
বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত পারিবেশিক

সংঘাত-সার্থকতার ভিতর-দিয়ে
ঐ পরিবেশের কোলেই সে উদ্গতি লাভ করে ;
পরিবেশেও তা'র ঔপাদানিক উপকরণ আছে,
কিন্তু বিশেষ সংস্থিতিতে
ঐ বিসৃষ্ট বস্তু নিজত্ব নিয়েই
তা'রই রকমে উদ্গতি লাভ করে—
পোষণ-পরিক্রমায়, বর্দ্ধন-সম্বেগে
বিশিষ্ট বিশেষ তাৎপর্য্য নিয়ে,
এই উপচয়ী আদান-প্রদানে
সে উর্ব্বর হ'য়ে উঠে
নিজ-বৈশিষ্ট্যকে নানারূপে বিনায়িত ক'রে
বিস্তার লাভ করে,
এই বিস্তৃতির ভিতর-দিয়ে
সে সমাজে নিজেকে সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,
অমনি ক'রেই সে আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
অনুরূপ নানা বৈশিষ্ট্যের অনুসৃজনায়
অসঙ্গতিকে পরিহার ক'রে
সুসঙ্গতি ও সহানুভূতিতে পরিক্রিয় হ'য়ে
বহু বৈশিষ্ট্য-সমাবিষ্ট সমষ্টিসত্তায় দাঁড়িয়ে
আরোর পথে ভূমাত্ব লাভ করতে চায়,
ব্যষ্টিসত্তার বিবর্ত্তন ও বিবর্দ্ধনী সম্বেগের
চরম সার্থকতা ঐ দিকেই। ৬৭।

বস্তুকণার যোগাবেগ-সম্ভূতি
ও যোগবাহী সঙ্গতিকে
যে-সংস্রব সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে—
তা'তেই শৈত্যের উদ্ভব হয় ;
আবার, যে-সংস্রব এই সঙ্গতিকে ভেঙ্গে
বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে চায় বা দিয়ে ফেলে—
তা'তেই হয় তাপের উদ্ভব ;
তাই, এই বস্তুকণার যেমনই সংশ্রয়ী সমাবেশ

হো'ক না কেন—
তা' তা'র অন্তর্নিহিত শক্তিরই পরিণাম,
এইগুলিকে যতই যেমনভাবে
বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে,
আমান বস্তুই শক্তিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে ততই,
আর, এই শক্তিতেই আছে
আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ ;
আর, সেই সম্বেগই
নানা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
নানা ছন্দে
নানা বস্তু-তাৎপর্য্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকে,
ওকেই আত্মিক সম্বেগ বলা যায় ;
যেখানেই যা' উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে—
তা'র মধ্যেই ঐ আত্মিক-সম্বেগ আধিপত্য করে,
যে-আধিপত্য হ'তে বঞ্চিত হ'লে
তা'র সংস্থিতি ও সুসঙ্গত সঞ্চিতী চলন
ব্যাহত হ'য়ে উঠে
বিশ্লিষ্ট হ'য়ে
ঐ সাত্ত্বিক সংস্থিতির আত্মবিলয় ঘ'টে থাকে,
এই প্রভুতা, এই হওমানতা,
এই আত্মিক অর্থাৎ গমনশীল
আধিপত্যের ভাবকেই
ঈশিত্ব ব'লে অভিহিত করা যায়। ৬৮।

করা না-করার উপর
যেমন পাওয়া বা না-পাওয়া নির্ভর করে,
না-করা থাকলে
পেলেও তা' যেমন জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না,
তেমনি বস্তুকেও যদি
অধি-আত্মিক শীলন-সৌষ্ঠবে
বিনায়িত ক'রে

তা'কে উৎসে সার্থক ক'রে তোলা না যায়—
তবে বস্তুর উপর অধিকার লাভ হ'লেও
তা' জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে না,
এবং ঐ অধিকারের উপর
আমাদের কোন আধিপত্য থাকে না,
আর, তা'কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক'রে
যোগ-বিনায়নায় বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ ক'রে
বিবৃদ্ধও হ'য়ে উঠতে পারি না,
কারণ, বাস্তবতা জীয়ন্তই হয় আত্মিকতা দিয়ে,
বস্তু
ঐ আত্মিক অনুনয়নেরই পরিণতি,
তাই, আত্মিকতা বাদ দিয়ে
বাস্তবতার কোন দামই থাকে না,
বস্তুর বিশেষত্বই দাঁড়িয়ে আছে—
তা'র অন্তর্নিহিত ধৃতিযোগন বিবর্ত্তনার উপর
যা' তা'কে বিশেষে
রূপায়িত ক'রে তুলেছে,
আর, ঐ ধৃতিযোগী চলনই হ'চ্ছে
তা'র আত্মিকতা ;
আবার, আদর্শকে বাদ দিয়ে
আমরা যখন বিষয় বা বস্তুকে
বিনায়িত করতে চাই—
আদর্শ-অন্বিত না ক'রে
সার্থক নিয়ন্ত্রণে,—
আমাদের সৃষ্টিও তখন হয় অনাসৃষ্টি,
কারণ, মূর্ত্ত-আদর্শই হ'লেন আত্মিকতার উৎস। ৬৯।

যে-বস্তুরই হো'ক না কেন,—
তা'র অন্তঃস্থ গতি-অনুকম্পনী হার
যেমনতর—
শক্তি ও সম্বেগ তেমনতরই হ'য়ে থাকে,

ঐ হারই
তা'র সম্বেগ নিয়ন্ত্রণ করে,
যেখানে যেমনতর নিযোজনায়
যেমন অবস্থায়
চলন্ত অবস্থিতি রক্ষা ক'রে চলে—
সেখানে তা'
তেমনতরই সংবেদ্য ;
আর, এই অনুকম্পন যেমন—
তরঙ্গ ও তা'র গতিবিধিও
তেমনতরই হ'য়ে থাকে,
আর, তা'তে সে
সক্রিয়ও তেমনি হ'য়ে চলে—
বিক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ না হ'য়ে ;
ঐ অন্তঃস্থ জীবনস্পন্দনকেই
অজপা ব'লে থাকে ;
তাই, আত্মা চিরদিনই সসংবেদ্য ;
আর, আত্মা মানেও গতি । ৭০ ।

বৈশিষ্ট্যবান স্থিতির
বিশিষ্ট আবর্ত্তনী আপেক্ষিক চলন হ'তেই
কাল নিরূপিত হ'য়ে থাকে—
গতির তারতম্যানুপাতিক । ৭১ ।

মহাকাল অর্থাৎ মহতী সংখ্যায়নী গতি—
যে-গতি সংখ্যায়িত হ'য়ে
ক্রমান্বয়ী চলনে নিরবচ্ছিন্ন চলন্ত,
এই চলন যেখানে বিকৃত—
সংখ্যায়িত সত্তানুশায়ী ছান্দিক বর্ত্তনাও
সেখানে ব্যাধিগ্রস্ত ;
মহাকালের চলনাই হ'ল—

থাকার কর্ম্মে
অন্বিত বৈধী চলন,
এই চলন যদি বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
থাকাও সেখানে বিধ্বস্ত ;

এই মহাকাল আবার
যিনি সৎ,
যিনি চিৎ,
যিনি আনন্দস্রোতা,
তাঁ'রই অনুক্রমিক অয়নী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ঐ সংখ্যায়নী তৎপরতায়
তৎস্বভাবে অধিষ্ঠিত হ'য়ে
তা'রই কেন্দ্রায়িত ঘন-সমাবেশী সত্তা ;

ঐ সংখ্যায়নী সম্বেগ যখন
সত্তাপোষণী না হ'য়ে
ভোগলুব্ধ প্রবৃত্তিপোষণী হ'য়ে
বিকেন্দ্রিকতায় বিবশ হ'য়ে চলতে থাকে,—
এই গতিবেগই
যে সাত্ত্বিক স্রোতচাতুর্য্যে চলন্ত
তা' সেখানে বিলোপী-ক্রিয়া-সমন্বিত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই করাল ;

মানুষের আবেগ যেমন
একাগ্র, শ্রদ্ধোষিত, শ্রেয়তৎপর,
চাহিদাও তেমনি আকূতি-সম্বুদ্ধ,
কর্ম্মও তেমনতর অন্বয়ী, তৎপর-সঙ্গতিসম্পন্ন ;

তাই, করবে যেমন,
চলবে যেমন,—
কালই হউন,
আর করালই হউন,
তুমি পাবেও তেমনি ক'রে তাঁ'কে ;
কিন্তু ঈশ্বর চিরন্তন জীবন-উৎস। ৭২।

গতিশীলতাই সনাতন,
আর তাই-ই আত্মা। ৭৩।

যেখানেই আত্মিক উন্নতি,
বাস্তব উন্নতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে
তা'র অনুবর্ত্তী হ'য়েই চ'লে থাকে,
কারণ, আত্মিকতার পরিণতিই হ'চ্ছে
বাস্তবতা। ৭৪।

বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে
আত্মিকতার অনুধ্যায়ী হওয়া মানেই হ'চ্ছে—
সংজ্ঞাকে পরিহার ক'রে
ছন্নতারই উপাসনা করা। ৭৫।

জীবনের যেখানে শেষ,
অব্যক্তও সেখানে বিশেষ। ৭৬।

তুমি যেমনই হও আর যা'ই হও
তা' কিন্তু ঐ অব্যক্তেরই বুকে,—
তা' আবার ঐ অব্যক্তেরই ব্যক্ত মূর্ত্তি—
অব্যক্তেরই অবদান। ৭৭।

ঈশ্বরে কোন-কিছু নেই—
তা' যেমন অচিন্তনীয়,
আবার, সব যা'-কিছুই ঈশ্বর—
তা'ও তেমনি অচিন্ত্য,
যদিও ঈশ্বর ছাড়া কোন-কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ৭৮।

অচিন্ত্য, অবোধ্য যা' তা'কে
অচিন্ত্য, অবোধ্যকে ধ'রে অনুভব করা যায় না,
বোধ্য যা' তা'তে কেন্দ্রায়িত সঙ্গতি নিয়েই

অচিন্ত্য, অবোধ্যকে বোধ করতে হয়,
বোধি সার্থক হ'য়ে ওঠে ওতেই,
নইলে, বিড়ম্বনা ও বিকৃতি ছাড়া
আর কিছুই লাভ হবে না ;
তাই, গীতায় ভগবান বলেছেন ঃ—
"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।" ৭৯ ।

স্থূল বাস্তবে
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠার ধৃতি ও ধারণা
আগ্রহ-আতিশয্যে সক্রিয়ই হ'য়ে ওঠেনি যা'দের
অচ্যুত আনতি নিয়ে –
—তন্নিবদ্ধ সূক্ষ্ম দার্শনিকতায়
তা'রই অনুবদ্ধ বোধ
যা' ওকেই সূক্ষ্মতম সম্বেদনায়
সার্থক ক'রে তোলে—
উদ্গতি-অভিনন্দনে—
তা' সুদূরপরাহতই তা'দের কাছে,
শারীরিক সংস্থাই
সংস্থ হ'য়ে ওঠেনি যা'দের—
আত্মিকতার অধ্যাত্মনিদেশ
বিকৃতির ভূয়া পরিকল্পনা ছাড়া
তা'দের কাছে আর কী হ'তে পারে ? ৮০ ।

তুমি তোমার আত্মিক সম্বেগ নিয়ে
বৈধী বিনায়নী অনুশীলনায়
আত্মাকে বরণ কর,
আত্মাও তোমাকে বরণ করবেন ;
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ। ৮১ ।

আত্মিক সম্বেগ

যখন জীবভাবনিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে,
অর্থাৎ, ঐ ভাবে সমাহিত হ'য়ে ওঠে—
প্রবৃত্তি-অনুশ্রয়ী হ'য়ে,—
তা'কেই সুরত বা সৌরত-সম্বেগ
বা জীবাত্মা বলতে পারা যায়। ৮২।

যাঁ'র লীলায়িত চলন-উপভোগ—
ছন্দায়িত রমণ-লাস্যে,
বিনায়নী সাত্ত্বিক অভিসারে,—
তিনিই আত্মারাম। ৮৩।

অব্যয়ী প্রজ্ঞাশক্তি
যিনি অনন্ত সময় ও সীমার ভিতর-দিয়ে
অসীমে নিরন্তর চলৎশীল—
তিনিই আত্মা। ৮৪।

যোগ হ'লে,
সংখ্যায়িত তাৎপর্য্যের
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
উপাদান-সামান্যে উপনীত হ'য়ে
অব্যয়ী প্রজ্ঞায়
সত্তার চেতন-সমুত্থান হ'য়ে থাকে। ৮৫।

প্রকৃতির প্রতিপ্রত্যেকটি—
ব্যষ্টি ও সমষ্টি নিয়ে
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে
প্রত্যেক বার
প্রত্যেক রকমে
এক অদ্বিতীয়,
আর, সেই একই হ'চ্ছে—
ঔপাদানিক সামান্য

সবারই ভিতর,
তাই, প্রত্যেকের প্রতি
প্রত্যেকের সক্রিয় আকর্ষণ,
আর তাই, বৈকল্য থেকেও অবৈকল্য—
চলনে-পরিবর্ত্তনে-প্রবর্ত্তনে-পরিবর্দ্ধনে,
এই ঔপাদানিক সামান্য আছে ব'লে
আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর-দিয়ে
একটা সম্বন্ধ বজায় র'য়ে চলছে—
থাকায় এবং রাখায়,
পারস্পরিকতায়,
সহযোগ ও সাম্য সেইখানে। ৮৬।

ভুনিয়ার উপাদান-সামান্যে
যেই উপনীত হ'লে—
অমনি ব্রহ্মভূত হ'লে,
আর, সৃষ্টির অভিজ্ঞান এল তখনই—
মরকোচ বুঝতে পারলে তা'র। ৮৭।

ঈশ্বরকে দ্বয়ী ভাবতে যেয়ো না,—
দ্বয়ী-প্রবৃত্তি আগ্রহকে দ্বিধাসঙ্কুল ক'রে
বহুধা-বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলে,
নিশ্চয়াত্মিকা যা' তা'কেও
সন্দেহসঙ্কুল ক'রে তোলে,
যা'-কিছুকে একে সার্থক হ'তে দেয় না,
একাগ্র কেন্দ্রিকতাকে
বিশ্লিষ্ট ও বিপর্য্যস্ত ক'রে
সমন্বয়ী সার্থকতাকে অবদলিত ক'রে তোলে,
বিশ্বের প্রতিবৈশিষ্ট্যের
রূপায়িত বিভিন্ন সংস্থিতির অন্তর্নিহিত
একতন্ত্রী অব্যয়ী-প্রজ্ঞায়
উপনীত হ'তে দেয় না। ৮৮।

যে বাদই হো'ক, দর্শনই হো'ক
বা বিজ্ঞানই হো'ক,
অব্যয়ী-প্রজ্ঞ অদ্বয়ী একে
যা' সশ্রদ্ধ অনুরাগ-উদ্দীপী, কেন্দ্রায়িত,
সার্থক-সন্ধিৎসা-বিহীন—
তা' প্রায়শঃই একদেশদর্শী,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপূরণী নয়কো,
ভ্রান্তি ও বিপর্য্যয়েরই আধিপত্য সেখানে বেশী,
কারণ, কেন্দ্রায়িত সার্থক সংহতির
অপলাপ সেখানে,
সম্বর্দ্ধনী বিবর্ত্তনও সেখানে
সংহতি-চলনে চলে না—
সার্থক সমবায়ী সমন্বয়ী পরিবেশে
অন্বিত হ'য়ে,
তাই, বুঝে যা' হয় ক'রো। ৮৯।

যে-সত্তা
নিজেতেই অনুস্যূত প্রকৃতি-সংশ্রবে
নানা গুণ ও বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
নানা ছন্দে
গুচ্ছীকৃত বর্ণানুগ আভিজাত্য নিয়ে
উৎক্রমণী নিরন্তরতায় নিয়ত চলৎশীল—
নানা রূপে রূপায়িত হ'য়ে—
বিবর্ত্তনী সক্রিয়তায়
চেতন অভিদীপ্তিতে—
তিনিই ব্রহ্ম—
সৎ-অসতের অতীত
অব্যয়ী প্রজ্ঞা তিনিই ;
তদ্বেত্তা যিনি তাঁ'রই শরণ লও,—
তৎস্থ হ'য়ে
বিশিষ্ট তাৎপর্য্যকে উপলব্ধি ক'রে

বোধ-উদ্গতি-সম্বেগে
সেই সাত্ত্বিক উপাদান-সামান্যে অধিগমন ক'রে
মহাচেতন-উত্থানে
অমৃতত্ব উপভোগ কর। ৯০।

গতি ও অস্তির সমাবেশই সত্তা,
আর, ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বেগ যেখানে,
অর্থাৎ, যে-গতি
ধারণে, পালনে ও পোষণে পরিস্রোতা,—
ঈশিত্ব সেখানে ;
আর, এই ধারণ-পালন-পোষণপ্রদীপ্ত
যে-ব্যক্তিত্ব
সব যা'-কিছুকে ধারণ, পালন ও পোষণে
সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে প্রয়াসশীল,—
তিনিই হ'চ্ছেন সেই গুণায়িত পুরুষ,
আর, ঐ সক্রিয় অভিব্যক্তি হ'চ্ছে
প্রেম বা প্রীতি,
তাই, অমনতর পুরুষ স্বভাবতঃই
লোকপ্রীতিপরায়ণ স্বভাব ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ;
আর, প্রেম বা প্রীতি
প্রতিপ্রত্যেকের মধ্যেই সক্রিয়—
তা'র-তা'র মত ক'রে,
তাই, সকলেরই হৃদ্দেশে
ঐ সেই ঐশী শক্তি
অর্থাৎ, ধারণ-পালনী সম্বেগ
বিদ্যমান। ৯১।

আত্মিক বিকিরণা
যা' বিশ্ব ও ব্যষ্টিকে
চেতন ক'রে রেখেছে—
ভর্গ-আপূরণায়,

প্রতিপ্রত্যেককে
ধারণ-পালন-পোষণ-পরায়ণ ক'রে
ধৃতিপূরণী তৎপরতায়,
প্রত্যেকের অধিপতি হ'য়ে
আধিপত্য বিস্তার ক'রে,—
তিনিই তো ঈশ্বর—
পরম ঐশ্বর্য্যশালী,
মূর্ত্ত পুরুষোত্তম যিনি
তিনিই তাঁ'র পরম প্রকাশ,
অব্যক্তের ব্যক্ত মূর্ত্তি তিনিই,
তিনিই সত্তা-সম্বর্দ্ধনার জীয়ন্ত স্তম্ভ ;
আর, প্রবৃত্তিপরামৃষ্ট অহং যতই
তাঁ'র সেবাবিমুখ হ'য়ে চলে,
এই ধৃতিপোষণা ক্ষুণ্ন হ'য়ে চলে ততই—
জীবন-প্রকৃতিকে ব্যাহত ক'রে। ৯২।

সত্তা স্বাধীন—
তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে
সে স্বাধীনই থাকতে চায়,
যে বা যা'-কিছু এই থাকার পোষণীয় ও তৃপ্তিপ্রদ—
সেই তা'র প্রিয়,
আর, প্রিয় ব'লে
সেই যা'-কিছুকে
সেও জীইয়ে রেখে
প্রীত, পুষ্ট ও তুষ্ট করতে চায়,
আর, এর অন্তরায়গুলিকে
সে পছন্দ করে না—
এড়িয়ে চলতে চায় কিংবা নিরস্ত করতে চায়,
যা'-কিছুকে আপ্তীকৃত ক'রে
নিজে সম্বর্দ্ধিত হ'তে চায়,
এই সম্বর্দ্ধনার আকৃতি থেকে

তা'র পরিবেশকেও
বিহিত সম্বর্দ্ধনায়
জীয়ন্ত ও পরিপুষ্ট রেখেই চলতে চায়,
সত্তা তা'র সত্ত্বকে এমনি ক'রেই
সবার ভিতর বিস্তার ক'রে
বিস্তৃত হ'তে চায়,
এই বিস্তারের সহায়ক যা'-কিছু
তা'ই তা'র প্রীতি-সন্দীপী ;
এমনি ক'রেই সমষ্টিসত্তায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলাকেই
সে সার্থকতা মনে করে,
আর, এই সার্থকতাতেই
সব যা'-কিছুকে সার্থক ক'রে তুলতে চায়—
জীবনে, যশে, বৃদ্ধিতে—
অন্তরায়গুলিকে অপনোদন ক'রে ;
সত্তার জীবন-অভিযান এমনতরই,
যেখানে তা' নাই —
তা' ব্যতিক্রমেরই ভৎ'সনা-মাত্র । ৯৩ ।

বিশ্বসত্তার ভর্গতেজ
যিনি অস্তিত্বের মর্ম্মস্থলে অবস্থিত হ'য়ে
অবস্থানুক্রমিক চেতনায়
সন্দীপ্ত ক'রে
ব্যষ্টিসত্তাকে ধারণ-পালনায়
সম্বৃদ্ধ ক'রে
জীবনে আধিপত্য ক'রে
তা'র অধিপতি হ'য়ে রয়েছেন,—
তিনিই তোমার জীবন-প্রভু,
কারণ, তোমার এই হওয়াতে
প্রকৃষ্টভাবে হ'য়ে আছেন তিনি,
তাই, তিনি যেমন বিশ্বের অধিপতি,

তোমার সত্তারও অধিপতি তেমনি,
সাত্বত দেবতা তিনি তোমার ;
তাঁ'কে অনুধাবন কর সবার ভিতরে,
সাত্বিক বেদীতে তাঁ'কে নমস্কার কর। ৯৪।

আত্মা অধিস্থিত বাস্তবে,
যা' আছে যেমন ক'রে, যেমন হ'য়ে—
অস্তিত্বও সেখানে তেমনি কিন্তু,
তা'ই নিয়ে সে বিধায়িত, জীয়ন্ত,
শক্তিমান, বর্দ্ধমান, অনুভবপ্রবণ ;
ঐ অধিস্থানের ভিতর-দিয়ে
সেই আত্মাকে অনুভব করা যেতে পারে—
সুকেন্দ্রিক একানুধ্যায়ী তৎপর-তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত বোধিবীক্ষণায় ;
আর, সুকেন্দ্রিক একানুধ্যায়ী হ'তে হ'লেও
ঐ বিধায়িত, জীয়ন্ত, শক্তিমান ও বর্দ্ধমান
বাস্তব অভিব্যক্তিকে নিয়েই করতে হবে তা',
আর, ঐ সুকেন্দ্রিকতাতেই
সার্থক সুসঙ্গত ক'রে তুলতে হবে
বোধলব্ধ দুনিয়াকে—
স্বীয় অনুভব-তাৎপর্য্যে অন্বিত ক'রে
সার্থক সঙ্গতিতে
বৈশিষ্ট্যক্রমিকতায় ;
তখনই ঐ বাস্তব অভিব্যক্তি
জলুস বিকিরণ ক'রে
সুসঙ্গত সার্থক বোধিদীপনায়
সত্তাকে ভূমায়িত পরিবেদনায়
প্রত্যক্ষীকৃত ক'রে তুলতে পারে ;
আর, এই সম্বর্দ্ধনার স্বাধিষ্ঠানই হ'চ্ছে
ঐ বিধায়িত বাস্তবতা,
তাই, সুকেন্দ্রিক সার্থক অভিনিবেশ নিয়ে

ঐ বাস্তবতার উৎকর্ষেই
মানুষের বোধিও উৎকর্ষান্বিত হ'য়ে
সার্থকতা লাভ করে,
এই অনুশীলনের বাস্তব ভূমিও কিন্তু
ঐ বাস্তবতা,
যা'র ভিতর-দিয়ে আত্মিক অধিস্থিতিকে
উপলব্ধি করা যেতে পারে—
উৎকর্ষী অন্বয়ে ;
তাই, ঐশ্বর্য্যেই ঈশিত্বের বিকাশ,
এবং ঐ ঐশ্বর্য্যের ভিতর-দিয়েই
আত্মিক অভিযান নিয়ে
ঈশ্বর-উপলব্ধিযোগ্য ও উপভোগযোগ্য ;
আর, তিনিই আত্মিক উৎস। ৯৫।

সত্তার সুকেন্দ্রিক বিবর্ত্তনী চলনই
আত্মিক শক্তি,
আত্মা মানে সঞ্চলনসম্বেগ
যা' চেতনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
আর, পরমাত্মা মানে
পরমে বা পরমের সঞ্চলনসম্বেগ
যা' চিতি-দীপ্ত হ'য়ে চলে,
আর, পরম মানে সব যা'-কিছু হ'তে উত্তম—
চরম বা শ্রেষ্ঠ। ৯৬।

আত্মিক শক্তি মানে চলৎ-শক্তি,
আধ্যাত্মিকতা হ'লো অধি-আত্মিকতা,
চলৎ-শক্তিকে যা' ধারণ করে—
এমনতর চলনই আধ্যাত্মিকতা। ৯৭।

যে-সংস্থিতিকে অবলম্বন ক'রে
বা অধিকার ক'রে

যাহাই জীবন-উদ্গমে চেতন চলৎশীল হ'য়ে চলে—
সেই রকমটাই হ'চ্ছে অধ্যাত্ম,
তাই, আত্মাকে অধিকার ক'রে
যে-সংস্থিতি সক্রিয়
সেই ভাবটাকেই কয় আধ্যাত্মিকতা। ৯৮।

বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য ক'রে
যা'রা আধ্যাত্মিকতাকে অনুসন্ধান করে,
তা'দের অবস্থা
'ন যযৌ ন তস্থৌ'- মত হ'য়ে ওঠে। ৯৯।

যে-আধ্যাত্মিকতা
বাস্তবতাকে উৎকর্ষচর্য্যী ক'রে
বিবর্ত্তনে উন্নীত ক'রে তুলতে পারে না
একটা বৈশিষ্ট্যপালী সার্থক সুসঙ্গতি নিয়ে,—
সে-আধ্যাত্মিকতা আধ্যাত্মিকতাই নয়,
তা'র অসংলগ্ন কঙ্কাল মাত্র। ১০০।

যা'কে অবলম্বন ক'রে
বা যা'তে অধিষ্ঠিত হ'য়ে
আত্মিক শক্তি প্রকট হয়েছে—
তা'কে বাদ দিয়ে যে-আধ্যাত্মিকতা,
তা' কিন্তু ক্লীব,
আর, সঙ্গত সৌকর্য্যের ভিতর-দিয়ে
বোধিবিজ্ঞতায় সার্থক
সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন
বেদ-বিজ্ঞানের খরদৃষ্টিতে,
যা'তে দাঁড়িয়ে আত্মিক শক্তি প্রকট হয়েছে,
তা'র উপচয়ী উৎকর্ষী যে-চলন—
আধ্যাত্মিকতা সেখানেই সার্থক হ'য়ে উঠে থাকে
একানুধ্যায়ী আপূরণ-তাৎপর্য্যে। ১০১।

যে-আধ্যাত্মিকতা
আধিভৌতিকতাকে অবজ্ঞা ক'রে চলে—
উন্নতিপন্থী ক'রে তুলতে পারে না।
যোগ্যতাকে জীয়ন্ত ক'রে—
সামগ্রিকভাবে ;
তা' অসমঞ্জসা, ব্যতিক্রান্ত। ১০২।

বাস্তব-সঙ্গতিহীন বিকৃত ধারণাই
ব্যতিক্রমী দার্শনিকতার জনক। ১০৩।

দার্শনিকতার দুর্ব্বিনীতি
যখন ধর্ম্মকে দুঃস্থ ক'রে তোলে,
সব্যষ্টি গণবিধ্বস্তিও
অন্ধকারের মতন
ক্রম-পদক্ষেপে এগুতে থাকে তখন। ১০৪।

কৃতিপ্রসিক্ত রাগরশ্মির ভিতর-দিয়ে
সম্যক্ অনুচর্য্যী আচরণ-আলোচনায়
যে সুসঙ্গত বোধি রূপায়িত হ'য়ে
প্রতিটি অঙ্গের সংগঠন-তাৎপর্য্যে
সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব-বিন্যাসে
সম্যক্ ধারণায়
বিশেষ বৈভব নিয়ে
অন্তঃকরণে বিকশিত হ'য়ে ওঠে—
বাস্তব সঙ্গতিতে,—
তাই-ই আরাধ্য-দর্শন,
সমাধিও সার্থক সেখানে,
আর, সমাধি মানেই হ'চ্ছে—
সম্যক্ ধারণা বা ধৃতি। ১০৫।

যৌগিক সংস্রবের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছু বিশেষ পরিণয়নে পরিমাপিত হ'য়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,—
তাই-ই মায়িক,
মায়িক জগৎ মানে মাতৃকজগৎ। ১০৬।

জড়কে বাদ দিয়ে জীবনের উপাসনা
করতে যেও না,
আবার, জীবনকে বাদ দিয়ে
জড়ের উপাসনা করতে যেও না,
জীবন ও জড়ের সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
তা'র অনুসন্ধান কর,
আর, ঐ তো সার্থকতার পথ ;
জড়ের তাৎপর্য্য জীবনকে ধ'রে,
এবং জীবনের তাৎপর্য্য জড়কে ধ'রে। ১০৭।

বস্তুতান্ত্রিকতা কা'কে বলে
তা' বুঝতে পেরে উঠি না,—
যদি তা'র সাথে
জীবন বা প্রাণন-তান্ত্রিকতা না থাকে,—
যা' সত্তায় অনুস্যূত থেকে
'অস্তু' অনুবেদনা নিয়ে
'হওন' বা 'হওয়ান'র ইচ্ছা নিয়ে
সত্তার অনুপোষণায়
উপভোগ-অনুরক্ষণায়
বিবর্দ্ধনী আকৃতির অনুশাসন-নিয়মনে
জীবনকে, সত্তাকে
বিবর্ত্তনী বিবর্দ্ধনে বিস্তারশীল ক'রে
আরোতর আরোতে
উৎক্রমণশীল ক'রে তোলে—
বাঁচাবাড়ার আগ্রহ-অনুদীপ্ত অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে ;

জীবন বা প্রাণন-পরিচর্য্যাকে ব্যাহত ক'রে
বস্তুতান্ত্রিকতার কল্পনা যেখানে,
তা' মরণতন্ত্রী ক্ষয়িষ্ণু চলন
বা ক্ষয়তান্ত্রিকতা ছাড়া
কিছুই নয়কো ;
যা'কে আমরা বস্তু ব'লে বুঝি,
বস্তু ব'লে জানি,
অনুভব বা উপলব্ধি করি,—
তা' কিন্তু আমাদের অন্তর্নিহিত
চেতন অভিদীপনার সংঘাতের ভিতর-দিয়েই
অনুভব বা উপলব্ধি ক'রে থাকি,
এবং তা'কে সত্তাপোষণী নিয়মনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
আমাদের অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষক
বা অনুপূরক ক'রে
বিনায়ন ও ব্যবহার করি,
সেটা যত সুব্যবস্থ ও সুন্দর হ'য়ে
সত্তাকে ধারণ-রক্ষণ-পালন করে,—
তা'ই আমাদের জীবনচলনায়
সাধু হ'য়ে ওঠে তত,
তা'কেই আমরা সৎকর্ম্ম ব'লে অভিহিত করি ;
জগতে কোনদিন ঐ অমনতর বস্তুতান্ত্রিকতা
ছিল কিনা তা'ও জানি না,
আর, তা' যদি থাকেও—
জীবনকে ব্যাহত ক'রে
তা' কিন্তু মরণেরই সত্তা-উৎসাদনী অভিযান ;
এই মাতৃক জগতে যদি
প্রাণন-দীপনা অনুস্যূত না থাকত,
বস্তুর অস্তিত্ব কেমন হ'ত,
কী থাকত,—
তা' ইয়াদে আসে না,
ঈশ্বর জীবনস্রোতা সব-কিছুতেই। ১০৮।

যে-আধ্যাত্মিকতা
সুসঙ্গত বোধিতাৎপর্য্যের সান্দ্র নিয়মনে
মাতৃকজগৎকে
উন্নতি-পরিক্রমায়
সঙ্গতিশীল, সম্বর্দ্ধনী ও সম্বৃদ্ধ করতে পারে না—
সমাহারী সংক্রমণায়,—
তা' কিন্তু বন্ধ্যা। ১০৯।

সময়োপযোগী সংস্থিতি
ও সমবায়ী সমাবেশ নিয়ে
সক্রিয়তায় যে-শক্তি
সত্তাকে পোষণ ও পরিবর্দ্ধনে
যেমন এগিয়ে নিয়ে চলে সপরিবেশে—
আধ্যাত্মিক শক্তি সেখানে
তেমনি নিহিত,
এই-ই হ'চ্ছে তা'রই আধ্যাত্মিকতা। ১১০।

তোমার প্রকৃতি, স্বভাব বা স্ববৃত্তি
আত্মিক সম্বেগ অর্থাৎ পৌরুষ-সম্বেগকে—
তা'র মানেই হ'চ্ছে, পূরণ-বর্দ্ধন-প্রীণন-সম্বেগকে
যেমন ক'রে ধরে
ও চলেও যেমন,—
তোমার সত্তাও রূপায়িত হ'য়ে ওঠে তেমনি,
আর, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্ট বা শ্রেয়ই
মানুষের পৌরুষ-অনুপ্রেরক,
তিনিই বোধিসত্ত্ব। ১১১।

বোধিসত্ত্ব—
নিজস্ব চেতন-প্রদীপনায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিশেষ চারিত্রিক অনুক্রমণায় চলৎশীল,
চিৎ-প্রদীপনায় যেমন বোধিপ্রখর—

নিজস্ব শায়ন-তাৎপর্য্যে তেমনতরই মূঢ়,
দক্ষ হ'য়েও আত্মমর্য্যাদাবিহীন,
কুটিল হ'য়েও প্রাঞ্জল,
তৎপর হ'য়েও তৃপ্ত,
ভূমাবেদনশীল হ'য়েও নিথর,
প্রীতিপ্রদীপ্ত হ'য়েও কঠোর,
প্রাজ্ঞ হ'য়েও অজ্ঞ—খেয়ালী,
স্মিতগম্ভীর হ'য়েও বালচপল,
সম্বেগী হ'য়েও সংযত,
সত্তা-সংশ্রয়ী হ'য়েও আত্মভোলা, বেপরোয়া,
বৈশিষ্ট্যপালী হ'য়েও সামসত্ত্ব,
স্বীয়তে অন্ধ থেকেও
যা'-কিছুতে খরদৃষ্টিসম্পন্ন,
সংশ্রয়ী হ'য়েও দৃঢ়প্রত্যয়ী,
অনুকম্পী হ'য়েও বিধিবিস্রোতা ;
ঈশ্বর
বিরুদ্ধ যা'-কিছুরই
অন্বয়ী সার্থকতা,—
পরস্পর-বিরুদ্ধের মিলনসঙ্গতি। ১১২।

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়কেন্দ্রিকতার
সুসঙ্গত বোধায়নী উদ্বোধন-তাৎপর্য্যে
সুবিন্যাসী আধিভৌতিক উৎকর্ষ নিয়ে
যে আমান-উদ্বর্দ্ধনা—
তা'ই হ'চ্ছে বাস্তব আধ্যাত্মিকতা,
আধিভৌতিক সুসঙ্গতিই হ'চ্ছে
আত্মিকতার সংস্থান,
আধিভৌতিক যা'-কিছু
তা'র সুসঙ্গত বিন্যাসের সহিত
যে আত্মিক বিন্যাস—
বোধায়নী পরিক্রমায়,—

আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্য্য সেইখানে ;
অবজ্ঞাত আধিভৌতিকতা
আধ্যাত্মিকতারই ছন্ন অভিব্যক্তি। ১১৩।

আত্মাকে যা'
ধারণ করে, পোষণ করে বা দান করে,
অর্থাৎ, আত্মা যেমন ক'রে
বৈশিষ্ট্য-বিধৃত হ'য়ে পরিপোষিত হয়,
এবং এক হ'তে অন্যে উৎসৃষ্ট হ'য়ে চলে—
লীলালাস্যে,—
সুকেন্দ্রিক প্রীণন-পরিচর্য্যায়
তাত্ত্বিক চক্ষু নিয়ে সেটাকে জেনে
তৎ-ছান্দিক চলনে
চলন-নিরত হওয়াই হ'ল—
আধ্যাত্মিকতা। ১১৪।

অধ্যাত্মজীবন-যাপন মানে
বাস্তবতায় সত্তার গতিসম্বেগকে—
প্রাণন-প্রগতিকে
ধারণে, পোষণে, দানে
স্বস্থ ক'রে তোলা,
উচ্ছল ক'রে তোলা—
সপরিবেশ নিজের ;
তা' না বুঝে
যদি অন্য কিছু বোঝ,
তা' হাওয়ার লাড়ুরই হ'য়ে যাবে। ১১৫।

বাস্তব যা'—
তা' স্থূলই হো'ক

আর সূক্ষ্মই হো'ক,
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই হো'ক
আর, অতীন্দ্রিয়ই হো'ক,
তা'কে বাদ দিয়ে
আধ্যাত্মিকতার অনুসন্ধানে
বা ঈশ্বরের অনুসন্ধানে
বৃথা ঘুরে বেড়িও না ;
আচার্য্যনিষ্ঠ হ'য়ে
শ্রদ্ধোষিত অন্তঃকরণে
সমীচীন সন্ধিৎসা নিয়ে
কৃতিচর্য্যী অনুশীলনায়
সুসমীক্ষু তৎপরতাকে আশ্রয় ক'রে
তাঁ'কে খোঁজ ;
খুঁজতে-খুঁজতে যা' পাও,
সেগুলিকে আয়ত্ত কর—
তোমার সাত্বত সম্বেদনীয় যা'-কিছুকে
সঙ্গতিশীল নিয়ন্ত্রণে
বিনায়িত ক'রে,
অসৎ যা'-কিছুকে
বুঝেসুঝে
তা'কে সমীচীনভাবে নিরোধ ক'রে ;
শুভ যদি পাও কিছু
তা'কে উপযুক্তভাবে
সুবিধায়নায় ব্যবস্থা ক'রে
প্রকৃষ্টভাবে চলতে থাক—
বিজ্ঞানের অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল প্রাজ্ঞ বোধনায় ;
এই অনুশীলন—
আধ্যাত্মিকতা,
আত্মিকতা
বা ঈশ্বরলাভের
প্রকৃত পথ। ১১৬।

যখনই উপকরণের বিন্যাস হয়,—
তখনই গুণের আবির্ভাব হয়,
ঐ বিন্যস্ত উপকরণই হ'চ্ছে ভূত,
আর, যা'র উপর ঐ ভূত
অর্থাৎ ঔপকরণিক সংস্থিতি
দাঁড়িয়ে আছে—
সেই যা' বা যিনিই হ'চ্ছেন ভূতমহেশ্বর,
তিনি গুণের পাল্লার বাইরে ;
সৃষ্টি
নির্গুণেরই সগুন পরিণতি,
আবার, সগুণই
উদ্গতিতে নির্গুণ হ'য়ে পড়ে। ১১৭।

নির্গুণ গুণায়িত হন—
তা' কিন্তু মাতৃক বিনায়নার ভিতর-দিয়েই—
ব্যক্তিত্বে প্রকট হ'য়েই। ১১৮।

নির্গুণ যখন সীমায়িত হ'য়ে
পরিমিতি লাভ করে,—
সেই সীমায়িত সত্তাই গুণান্বিত হ'য়ে
বিকশিত হ'য়ে চলে,
আর, তা' সেই নির্গুণেরই
গুণায়িত বিকাশ। ১১৯।

ঈশ্বর যখনই তাঁ'র স্বীয়-প্রকৃতির
অধিবেদন-মৃষ্ট—
তিনি গুণগর্ভী তখনই,
তখনই তিনি সিসৃক্ষু,
নাদঘন, জ্যোতনিক্কণ, স্পন্দনদীপ্ত,
যোগজৃম্ভী চিৎ-ধা ;
আবার, ঐ অধিবেদনা যখন স্তিমিত-সম্বেগী,

তখন তিনি সৎ ও অসৎ-এর পরিস্রবা,
জ্ঞান ও গুণের অতিক্রমী-অতিশায়ী,
স্পন্দপ্রাণ নির্দ্বন্দ্ব,
আধার ও আধেয়ের অতিচারী স্থৈর্য্য,
ধী-তৃপণার নিস্পন্দক কেন্দ্র,
আকর্ষণ-বিকর্ষণের ঊষর প্রান্ত। ১২০।

ঈশ্বর জীবনেরই মর্ম্ম—
মরণের নয়। ১২১।

বৈশিষ্ট্য-আপূরণী নির্ব্বিশেষ বৈশিষ্ট্যই
ঈশ্বরের বিশেষত্ব। ১২২।

ঈশ্বরেই সমান্তরাল ও বিপরীত যা'-কিছু
অন্বিত অর্থনায়
সাক্ষাৎ লাভ করে। ১২৩।

ঈশ্বর
বিশেষে বিশেষ গুণান্বিত হ'য়েও
বিশিষ্ট গুণঘন, গুণাতীত নির্ব্বিশেষ। ১২৪।

যে-নির্ব্বিশেষ
প্রতিটি বিশেষকে আপূরিত ক'রেও
আরোতে সংস্থিত,
তিনি বিশেষ হ'য়েও
নির্ব্বিশেষ। ১২৫।

ঈশ্বর যেমন অনন্ত হ'য়েও এক,
তাঁ'র বাণীও তেমনি অনন্ত,—
যদিও তা' নিতান্তই একান্ত। ১২৬।

উপাদান ও তা'র ব্যবস্থিতির
বিভেদ ও বিনায়নই
বিশেষের বৈশিষ্ট্য। ১২৭।

ঈশ্বর

ব্যষ্টিতে যেমন বিশেষ—
আবার, সমূহে তেমনি নির্ব্বিশেষ হ'য়েও
এক, অদ্বিতীয়, নির্ব্বিশেষ বৈশিষ্ট্যবান। ১২৮।

পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মী যা'-কিছু
সার্থক অন্বয়ী চলনে চলন্ত যেখানে,
ভগবত্তাও সেখানে উঁকি মেরে থাকে। ১২৯।

যে-ব্যক্তিত্বে
বিপরীত প্রবৃত্তি
কল্যাণ-সঙ্গতি লাভ করেছে—
ইষ্টায়িত অনুনয়নে,—
ভগবত্তা সেখানেই। ১৩০।

পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম যেখানে
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
কল্যাণ-সেবা-প্রবাহী,—
ভগবত্তার সার্থক বোধনা সেখানে। ১৩১।

পরস্পর-বিরুদ্ধ যা'-কিছু
তা'দের নিয়ন্ত্রণী নিরাকরণে
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে যা',
তাই-ই পূর্ণীকৃত বা পূর্ণ। ১৩২।

পূর্ণের বিশেষত্ব যা'ই হোক্ না কেন,
তা'র দাঁড়া বা রূপ যা'ই হোক্ না কেন,—

ঐ পূর্ণ হ'তে যা'ই উদ্ভূত হ'য়ে থাকে,
সে তা'তেই পূর্ণ,
এমনি ক'রেই প্রতি পূর্ণ হ'তে
ঐ অনুশাসনে আত্মনিয়মন ক'রে
যে যেখানে যেমনভাবেই
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠছে,—
যেমনতর বৈশিষ্ট্য নিয়েই হোক্ না কেন—
তা'ও কিন্তু পূর্ণ ;
তাই, পূর্ণ কিন্তু কাউকেও
অপূর্ণ ক'রে দেননি,
অন্তর্নিহিত উৎস-স্রুত চাহিদা-ছন্দে
যে যেমন ছন্দায়িত হ'য়ে উঠেছে,
তা'র অভিব্যক্তি পূর্ণতায়
তেমনতরই হ'য়ে উঠেছে ;
ঈশ্বরই পরাৎপর,
ঈশ্বরই পূর্ণ,
ঈশ্বরই পরম উৎস। ১৩৩।

বহুত্ব যেখানে ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে
এক-সঙ্গতিতে সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
সত্যে, শুভে, সুন্দরে,—
ঈশিত্ব, ঈশ্বরত্ব বা ঐশ্বর্য্যও সেখানে। ১৩৪।

যিনি
অস্তিত্বের ধারণ-পালন-সম্বেগ—
তিনিই তো ঈশ্বর,
শিষ্ট ও সুষ্ঠু
সুদর্শিতা নিয়ে
যে-ধৃতিসম্বেগ
জীবন-স্পন্দনকে
উচ্ছল ক'রে রেখেছে—

সেখানেই ঈশ্বরত্ব,
আর, ঐ ক্রিয়াই হ'চ্ছে—
ঈশ্বর-ঐশ্বর্য্য। ১৩৫।

মনে রেখো—
ঈশ্বর সবারই সমান,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
যা'র যেমন ওজন,
তিনি তা'তে তেমনই। ১৩৬।

ঈশ্বর সবারই এক,
আবার, ঈশ্বরের প্রত্যেকেই এক—
ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্য-সমন্বয়ে,
তাই, তিনি সবিশেষে উদ্ভিন্ন হ'য়েও
নির্ব্বিশেষ—এক—অদ্বিতীয়। ১৩৭।

যে অহং-এর পরিণতি যা'-কিছু—
হয়েছে, আরো হ'তে-হ'তে চলেছে,—
সেই অহংই আত্মা,
আর, তা' যেখানে জাগ্রত
তিনিই ঈশ্বর। ১৩৮।

অহং-এর আত্মিক ভূমিই ঈশ্বর,
ঈশ্বরই যোগ-আবেগের যাস্ক-সম্বেগ,
প্রীতির পরম-তীর্থ,
সমাধির সম্যক্ ধারণা,
আধিপত্যের অধিস্রোতা পালন-প্রতীক,
কল্যাণের কল-দীপনা,
সচ্চিদানন্দের চেতন-বিগ্রহ,
পুরুষোত্তমের প্রাণ-প্রেরণা,
সাধুর শিষ্ট শালীন্য। ১৩৯।

ঈশ্বর
সর্ব্বভূতেরই নিজ-নিজ সংস্থিতিতে
আরো হ'য়ে
যে যেমন তেমনি বৈশিষ্ট্যে
ভ্রাম্যমাণ হ'য়ে চেতন চলৎশীল,
আর, তেমনি ক'রেই তিনি
সর্ব্বভূতের অন্তরে
নিয়ামক সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থিত,
আর, তিনিই হ'চ্ছেন জীবের জীবনসত্তা। ১৪০।

সত্তার অন্তর্নিহিত
ধারণপালনী সম্বেগই হ'চ্ছে
তা'র সত্ত্ব,
আর, এই সত্ত্বই হ'চ্ছে ঈশিত্ব,
ঈশিত্ব আছে ঈশ্বরে ;
তিনি তাই অজ্ঞেয় হ'য়েও জ্ঞেয়,
তিনি পরিমাপিত হ'য়েও অপরিমেয়,
খণ্ডিত হ'য়েও অখণ্ড,
সসীমের অসীম পরিবেদনাও তিনি,
তিনিই প্রীতি-পরিবেদনার পরম উৎস। ১৪১।

ঈশ্বর নাদোল্লাস, বোধিসত্ত্ব,
তাই, তিনি চৈতন্যস্বরূপ হ'য়েও নিরাকার—
এক, অদ্বিতীয়,
তাঁ'র প্রকাশও যেখানে যেমন
ঈশিত্বও উদ্ভাসিত সেখানে তেমনি। ১৪২।

নাদ-নিক্কণ জ্যোতিষ্মান্ ঈশ্বর
প্রতি ব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
জীবনযন্ত্রে আরূঢ় থেকে
লীলায়িত, প্রীতি-অভিদীপ্ত, বোধিসঙ্গত দীপনায়
প্রতি ব্যষ্টির সমাহিত সত্তায়

একত্বে আসীন হ'য়ে আছেন ;
আর, তিনিই পরমকারুণিক। ১৪৩ ।

যিনি যা'-কিছুতে বিশেষভাবে বিকীর্ণ হ'য়েও
বিশিষ্ট নির্ব্বিশেষ তাৎপর্য্যে অধিষ্ঠিত—
চিরন্তন তৎপরতায়,—
তিনিই ঈশ্বর,
তিনিই এক,
তিনিই অদ্বিতীয়। ১৪৪ ।

আধিপত্যের ভাব যেখানে যতটুকু ফুটন্ত
ঈশিত্বও সেখানে তেমনি,
আর, সব যা'-কিছুরই যা'-কিছুকে নিয়ে
সমস্ত কারণের যিনি কারণ,—
তিনিই ঈশ্বর,
আর, তিনিই পরমাত্মা, পরম সত্তা, জীবন-উৎস ;
তিনি যাঁ'কে বরণ করেন—
তাঁ'তে
তিনিই পুরুষোত্তম, প্রেরিত, তথাগত। ১৪৫ ।

তিনিই তা'ই—
যিনি যেমন হ'ন। ১৪৬ ।

যিনি আসেন—
তা' যতবার আসেন ঐ একই,
তিনি চিরদিনই এক—অদ্বিতীয়,
আর, আসেন সময়োপযোগী পরিকর নিয়ে
আর, সবদিনই তাই-ই। ১৪৭ ।

ঈশ্বর কোথায় থাকেন ?—
তিনি সর্ব্বানুকীর্ণ হ'য়েও

স্থনৈষ্ঠিক, ইষ্টার্থপরায়ণ, তদ্ভাবানুরঞ্জিত ভক্ত,
যাঁ'কে তিনি বরণ করেন,
মনোনীত করেন,
তাঁ'তেই অবস্থান ক'রে প্রকট হ'য়ে ওঠেন,
তিনিই তথাগত—
ঈশ্বরের মনোনীত প্রেরিত পুরুষ,
আর, তিনিই তাঁ'রই অবতার—
এক—অদ্বিতীয়,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সর্ব্বসার্থক
তিনিই,
তাঁ'র ভূতমহেশ্বর ভাবের অভিব্যক্তি ওখানেই ;
যখনই বাঁচাবাড়ার গ্লানি উপস্থিত হয়,
ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়,—
তখনই তিনি অমনি ক'রে আসেন,
থাকেন, করেন, চলেন,
ঐ অভিব্যক্তি ছাড়া
তিনি অন্য কোথাও প্রকট ন'নকো। ১৪৮।

যে-প্রভাব বা আধিপত্য
সুকেন্দ্রিক সমাহারে
জগৎ ও জীবে জীবন-পরিক্রমায়
উদ্গতি লাভ ক'রে
স্ফুরিত চেতনায়
প্রতিটি ব্যষ্টিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
নিয়ত চলৎশীল,—
তিনি সবারই ঈশ্বর,
তাই, তিনি নিরাকার হ'য়েও
চৈতন্যস্বরূপ,
আবার, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হ'য়েও
বোধায়নী সুসঙ্গত সম্বেদনায়
একসূত্র-সমাহিত হ'য়ে

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ মূর্ত্তপ্রতীকে
প্রকট সংহত যেখানে তিনি,—
সেখানেই তিনি সাকার,
ফলকথা, তিনিই সব যা'-কিছুতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছেন—
প্রত্যেকের মধ্যে তা'র মত ক'রে,
তাই, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"। ১৪৯।

ঈশ্বর—
বোধ,
জ্ঞান,
অর্থাৎ, বোধস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ;
বোদ্ধা তিনি ন'ন,
জ্ঞাতাও তিনি ন'ন,
তুমি যা'-কিছু বোধ কর—
যা'-কিছু জান—
তা'র বোদ্ধা তুমি,
তা'র জ্ঞাতা তুমি,
আর, বোধ বা জ্ঞানই হ'চ্ছেন তিনি,
তাই, তিনি জ্ঞান-স্বরূপ,
বোধ-স্বরূপ ;
আর, ঈশিত্ব মানেই হ'চ্ছে—
ঐশী ভাব,
এক-কথায়, আধিপত্য
অর্থাৎ, ধারণ-পালনী সম্বেগ,
ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনা,
আর, ঐ বোধ বা জ্ঞান
ও ধারণ-পালনী সম্বেগ—
ধারণ-পালনী উৎসর্জ্জনা
যাঁ'তে মূর্ত্ত—

সুসঙ্গত সার্থকতায়,
অর্থাৎ, সঙ্গতিশীল সার্থকতায়
ঐ বোধ বা জ্ঞান
যাঁ'তে নিহিত আছে,
তিনিই ব্যক্ত ঈশ্বর,
আর, ঐ জ্ঞান বা বোধের
সত্ত্বই হ'চ্ছে—
ঐ জ্ঞাতা বা বোধিসত্ত্ব। ১৫০।

ঈশ্বরের বিভা-বিকিরণাই হ'চ্ছে
ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনসম্বেগ,
আর, জীবনসম্বেগ মানেই হ'চ্ছে
ধারণ-পালনী সম্বেগ ;
এই ধারণ-পালনী সম্বেগ
যেখানে সমাহিত—
তিনিই ঈশ্বর বা পরমেশ্বর ;
যেমন সূর্য্য,
তা'র বিকিরণাই হ'চ্ছে কিরণ,
আর, ঐ কিরণেই সূর্য্যের সূর্য্যত্ব নিহিত,
যেখানেই কিরণ—
সূর্য্য সেখানেই,
কিন্তু ওখানেই তা'র অস্তিত্ব
নিঃশেষ হ'য়ে যায়নিকো ;
তেমনি, ঈশ্বর প্রতিটি অস্তিত্বে—
ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে
বিকিরিত হ'য়েও
আরো হ'য়ে আছেন ;
অস্তিত্বের জীবনে ধারণ-পালনী সম্বেগ
সত্তা-পোষণায়
যেমন সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলে,
অমনি ক'রেই ঈশ্বর সবার ভিতর

সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলেন—
যেমনতর সামগ্রিকভাবে,
তেমনি ব্যষ্টিগতভাবে ;
তাই, গীতার কথা—
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ॥
আর 'মায়য়া' মানে
পরিমিত ও পরিণত হ'য়ে ;
আর, ঈশ্বর মানে
যাঁ'তে ধারণ-পালনী সম্বেগ আছে
ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। ১৫১।

ঈশ্বর কথার মানেই হ'চ্ছে—
জীবনসম্বেগ,
প্রাণনসম্বেগ,
যে-সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
ছুনিয়ার যা'-কিছু
তা'র রকমে উৎসারিত হ'য়ে উঠেছে—
তা'র মতন চেতনা নিয়ে ;
এই চেতন সংস্থিতি
সব যা'-কিছুকে
চেতন ক'রে রেখে
তা'কে
সম্বর্দ্ধনী তৎপরতায়
শিষ্ট সম্বৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তা'র অন্তঃস্থ
শারীর সঙ্গতি যেগুলি—
সবগুলিকে
উচ্ছল ক'রে তুলে
সত্তায় সংস্থিত ক'রে রেখে দেয়,
ঈশ্বর তো সেই সম্বেগ ;

তা'কে তুমি যেমন ক'রে রাখবে,
ধরবে যেমনতর—
তোমার ঐ অনুগ অনুচলন
তোমার সম্বৃদ্ধিকে
নিয়ে আসবে তেমনতর,
ঈশ্বরের প্রসাদ-সন্দীপনা তো তা'ই ;
তাই, তিনি অধিভূ,
তিনি পরিবৃঢ়,
আর, তিনি অধিভূ ব'লেই পরিভূ,
আর, পরিবৃঢ় মানেই হ'চ্ছে—
যিনি মানুষকে সর্ব্বতোভাবে
সংবর্দ্ধিত ক'রে তোলেন ;
তাই, গীতা বলেছেন—
"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" ॥
'যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া' মানেই হ'চ্ছে—
যন্ত্রকে পরিমিত ক'রে তোলা,—
যে-যন্ত্রণসংস্থিতি
যা'কে যেমনতর
পরিমিত ক'রে
পরিণত ক'রে তুলেছে ;
সেই সম্বেগদীপ্ত অনুদীপনা
বা প্রাণনসম্বেগ
সব যা'-কিছুর অন্তরে
দেদীপ্যমান ব'লে
জীবন ও বৃদ্ধি দু'য়েরই
উদ্দীপনা ও সম্বেগ হ'য়ে ওঠে,
এই অভিদীপনাকে অনেকে
নাদব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম ব'লে থাকেন,—
বিশেষভাবে
বিহিত তাৎপর্য্যে

যা'
অন্তঃস্থ সংগঠনী কোষগুলিকে
সংস্থায় সংস্থিত ক'রে
জীবন-তাৎপর্য্যে
বিনায়িত ক'রে চলেছে,
তাই, তা'কে ঈশ্বর বলে,
তাই, তা'কে প্রভু বা অধিপতি বলে,
প্রভু—প্রকৃষ্টরূপে হওয়া,
অধিপতি—ধারণপালনী সম্বেগ ;
ঈশ্‌-ধাতুর মানেও —
ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব,
অর্থাৎ, ঐ সম্বেগ যদি না থাকে
বা ব্যতিক্রমদুষ্ট হয়—
তাহ'লে হয় বাঁচে না,
নয়তো বিকৃতি লাভ ক'রে
শরীর সত্তাকে
বিকৃতির ব্যতিক্রমের ভিতর-দিয়েই
তদনুগভাবে উত্তেজিত ক'রে চলে ;
মোক্তা কথায়,—
আমি যা' বুঝি—
এই। ১৫২।

ঈশ্বর মানেই অধিপতি,
আর, অধিপতিত্ব
তা'তেই নিহিত থাকে—
ধারণপালন-অনুচলনশীল
স্বভাব ও সম্বেগ যেখানে,
এই ধারণপালনসম্বেগ
প্রতি বিশেষকেই
বিহিতভাবে
সংরক্ষিত ক'রে চ'লে থাকে—

যে যেমন তেমনি ক'রে ;
তাই, আত্মা মানেই হ'চ্ছে—
গতিশীলতা,
জাগ্রত সংবেদনী
গতিশীল উচ্ছলতা—
যা'তে সে
জীবনে
সজাগ হ'য়ে থাকে ;
এই জীবনের গতি-ক্রম
অর্থাৎ, ক্রমাগতিই কিন্তু
অস্তিত্বের স্বস্তিসম্পদ্,
আর, যে-বিধি বা অনুশাসনের ভিতর-দিয়ে
ঐ অস্তিত্বের
অন্তর্নিহিত স্পন্দন
উচ্ছল হ'য়ে থাকে—
বিনায়ন-বিশেষিত হ'য়ে
বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে—
সেই অন্তর্নিহিত স্পন্দন
বা গতিবেগই কিন্তু
জীবনের সাত্বত বিভূতি—
সুরদীপনী তাৎপর্য্যে,—
যা' থাকায়
তুমি 'তুমি' হ'য়ে আছ,
আমি 'আমি' হ'য়ে আছি,
গাছপালা তা'দের মতন
তেমনি হ'য়ে আছে,
প্রত্যেকে
প্রত্যেকের অন্তস্তলে
বিহিত স্পন্দন পরিবেষণ ক'রে
সত্তাকে
সক্ষম ক'রে রাখে,

আর, তা'ই হ'চ্ছে—
তোমার-আমার জীবনের
ধৃতিসম্বেগ ;
এই ধৃতিসম্বেগকে
যা'
বিহিত পরিচর্য্যায়
ধারণপালনে উচ্ছল ক'রে
চলন্ত ক'রে রেখেছে—
তা'ইতো তা'র আত্মা,
এই আত্মিক শক্তি
সর্ব্বভূতে বিরাজমান—
যা'র বিহিত বিকম্পনায়
যতক্ষণ সে প্রতিষ্ঠিত থাকে—
ঐ বৈশিষ্ট্য তা'তে
বিশেষ সন্দীপনায়
ততক্ষণই
সন্দীপ্ত হ'য়ে চলে ;
আর, ব্যক্তিত্বের রূপ হ'ল তা'ই—
বিধৃতি যা'তে
বিধায়িত হ'য়ে
তোমাতে-আমাতে
সুনিবিষ্ট হ'য়ে থাকে,
তা'ই করাই কিন্তু ধর্ম্ম,
আর, এই পরিচর্য্যার
নিয়ম-কানুন যা'-কিছু—
তা'ই কিন্তু বিধি,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
বিহিতভাবে
বিধৃতি বজায় থাকে,
ধর্ম্মক্রিয়া সেইগুলি,
প্রতিটি বিশেষই

এই ধর্ম্মের আধান,
এর ভিতর-দিয়েই
ঐ স্বার্থে আমরা
বিশেষ থেকেও
সঙ্গতিশীল বিনায়নে
বিধায়িত হ'য়ে থাকি—
যে যেমন তেমনি করে ;
এই তত্ত্ব-বেত্তৃত্ব
যাঁ'তে প্রতিষ্ঠিত আছে—
বিজ্ঞ বোধবিভব নিয়ে—
এমনতর দ্রষ্টাপুরুষ যিনি
তাঁ'তে
নিষ্ঠানন্দিত অনুচর্য্যী অনুবেদনায়
নিবিষ্ট থাকাই হ'চ্ছে—
ধর্ম্মের শিষ্ট স্থণ্ডিল,
যে-ব্যক্তিত্ব
তা'ই সঞ্চারিত করার
সংবেদনা নিয়ে
সত্তায় বিদ্যমান থাকেন—
তিনি মানুষের ইষ্ট,
তিনি প্রেরিত-পুরুষ
বা অবতার-পুরুষ,
তিনিই অন্তর্দেবতা
যিনি পুরুষোত্তম,
আর, বিজ্ঞান
সেই পুরুষোত্তমেরই গতিপথ,—
অর্থাৎ, ভক্তিপথে বিজ্ঞ হ'য়ে
যে-বিজ্ঞতা অর্জ্জন করা যায়—
সেই বিজ্ঞানই তাঁ'র পথ—
ধৃতি-বিনায়নী তাৎপর্য্যে ;
একায়িত হ'য়ে

একসূত্রে একত্রিত হ'য়ে
ঐ ধৃতির নিয়মনী শিক্ষায়
সংস্কৃত হ'য়ে ওঠার
অধিষ্ঠিতি যা'—
তা'ই হ'চ্ছে গুরুকরণ,
ইষ্টানুগ অনুচলন,
মূর্ত্ত মঙ্গলকে অনুসরণ,
তাই, জীবন যেমন
অস্তিস্থগুিল,
তা'র বিহিত পরিচর্য্যাও সেইরকম
ধৃতিচর্য্যা। ১৫৩।

বৃদ্ধেরা বহুদর্শিতার চাবিকাঠি,
শিশুরা স্বর্গেরই সুষমা। ১৫৪।

ঘটনা-বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হওয়াই
বহুদর্শিতা নয়কো,
ঘটনাগুলির বৈশিষ্ট্যের
সার্থক সঙ্গতিশীল অন্বয়ী-বোধ থেকেই
আসে বহুদর্শিতা। ১৫৫।

সহানুভূতি অনুভবের উদাত্ত সুর। ১৫৬।

জীবন স্বভাবতঃই চিতিপ্রবণ,
চিতিপ্রবণ ব'লেই
তা'র উন্মেষের প্রারম্ভ হ'তেই বোধক্ষম,
আর, এই বোধের সাথেই আসে
যৌক্তিক সঙ্গতি,
এই বোধ ও বিচার-সম্ভূত ভাবসম্বেগের
ভিতর-দিয়ে আসে
সহানুভূতিদীপনা ও কর্ম্মপ্রেরণা,

এই সহানুভূতি ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
সে যতই সুকেন্দ্রিক, সুসংহত ও উপচয়ী হ'য়ে ওঠে—
নিষ্পন্নতার পরিবীক্ষণী
কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে,
ব্যক্তিত্বও তা'র ততই
বিবর্দ্ধনী ক্রমান্বয়িতায়
সুসংহতি লাভ ক'রে
বিবর্ত্তন-বিজৃম্ভী হ'য়ে ওঠে—
প্রসারণ-প্রদীপনায়। ১৫৭।

আস্বাদনযোগ্য বা অনুভবগম্য হ'য়ে ওঠে যা'—
তাই-ই বাস্তব,
বাস্তব যা' তা'ই সত্য,
যা' সত্য তাই-ই রসান্বিত। ১৫৮।

বোধবীক্ষিত তাত্ত্বিকতা
অন্বিত হ'য়ে
সুসঙ্গত বিন্যাস-অভিদীপনায়
সত্তায় প্রকট হ'য়ে ওঠে যখন
অন্তর্দৃষ্টিতে—
বাস্তবে সলীল ও সক্রিয় সংহতিতে,
স্বাদন-সন্দীপনায়,—
রসবোধও উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে তখনই,
ভজন-ভঙ্গিমায় ভক্তিও
আরতি-মণ্ডিত হ'য়ে ওঠে ;
ঈশ্বরই মুক্তি-সম্বেগ,
ভজন-বিনায়নী অনুচর্য্যা,
প্রেমের প্রিয় আরতি। ১৫৯।

পরম পুরুষ
যা'র যা'-কিছু প্রয়োজন

সবাইকে দিয়ে
অন্তরে আত্মগোপন ক'রে রইলেন—
অবজ্ঞাত হ'য়ে ;
আর, অকৃতজ্ঞতার তমসাচ্ছন্ন
ঘনায়িত তিমির-উচ্ছলায়
প্রকৃতির নিষ্ঠুর অভিশাপ
তা'দের আচ্ছন্ন ক'রে রইল—
তা' এখনও ;
তিনি ব্যাকুল আলোকেই
আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকেন। ১৬০ ।

ঈশ্বর সবারই পরম প্রেয়,
কিন্তু প্রতিটি বৈশিষ্ট্য-অনুক্রমিক
বর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
পারস্পরিক অন্বিত সঙ্গতিতে
তাঁ'তে হ'য়ে ওঠে প্রতিপ্রত্যেকেরই উপনতি ;
আর, ঐ প্রতিটি বিশেষের অন্বিত-সঙ্গতির
সার্থক তর্পণী অর্ঘ্য-নিয়মনার ভিতর-দিয়ে
যে-চরিতার্থতা সংঘটিত হ'য়ে থাকে—
একসূত্র সার্থক বাস্তব বিনায়নায়,
ভজন বা ভক্তি-আকূতির সৌষ্ঠব-মিলনে,—
তা'রই অর্থান্বিত সঙ্গতিতে আবির্ভূত হ'য়ে ওঠে
তাঁ'র বিভব-বিভূতি ;
তাই, ঈশ্বরই
সর্ব্বার্থ-সার্থকতার পরম-সূত্র। ১৬১ ।

যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য,
প্রবৃত্তি ও প্রবণতা যা'র যেমন,—
ভক্তির ভাবরূপও হয় তা'র তেমনি,
চলন ও চর্য্যাও তদনুপাতিকই হ'য়ে থাকে,
হওয়া ও পাওয়ার ভিতর-দিয়ে

স্বাদনসম্পদ্‌ও হ'য়ে ওঠে তদনুপাতিক—
অন্বিত সঙ্গতিতে
সার্থক বিনায়নায় । ১৬২ ।

ভক্তির ভিতর জ্ঞান স্বতঃ-অনুস্যূত,
আর, সে-জ্ঞান
অনুভূতির ভিতর-দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে,
ভক্তি অনুভবাত্মক ব'লে তা' বোধপ্রবল,
বাস্তব উপভোগ থাকে তা'র সাথে,
তাই, ভক্তের কাছে ঈশ্বর রসস্বরূপ ;
কিন্তু যুক্তিজাল-সমাকীর্ণ অনুমানকে ভিত্তি ক'রে
যে-জ্ঞান
তা' অনুভবাত্মক হ'য়ে ওঠে না,
তাই, তেমনতর দার্শনিকতার ভিতরে
বাস্তবতার সাথে সমঞ্জস চলন
দেখতে পাওয়া যায় কমই। ১৬৩ ।

ভক্তিকে অচ্ছেদ্য ও অকাট্য ক'রে নাও—
যিনি মূর্ত্ত ঈশ্বর,
নটরাজ যিনি,
তাঁ'কে দেখে
তাঁ'র প্রভাব-পূরিত হ'তে চাও যদি ;
চর্ম্মচক্ষুতে যেমন
সূর্য্য দেখা যায় না—
জ্যোতিতে ধাঁধাঁন ছায়া ছাড়া,
তেমনি জ্ঞানচক্ষুতে
ব্রহ্ম বা ঈশ্বর-জ্যোতিঃ দেখতে পার,
কিন্তু ঐ ভক্তিচক্ষু ছাড়া
ভাগবত আদিত্য যিনি,
যিনি বিশ্বনটরাজ,
পরাৎপর ব্রহ্ম,

পুরাণ পুরুষ,
যাঁ'র অভিব্যক্তি মূর্ত্ত ঈশ্বর
বা মূর্ত্ত ব্রহ্ম,
তাঁ'কে উপভোগ করতে পারবে না—
তোমার সব যা'-কিছু দিয়ে। ১৬৪।

বস্তু ও তা'র অন্তর্নিহিত আত্মিকতার
সার্থক সুক্রিয় সঙ্গতিসম্পন্ন
যে-অনুবেদনা,—
তা'ই হ'চ্ছে মানুষের পরম বিভব,
ঐ জ্ঞানই জ্ঞান,
কারণ, বস্তুসত্তা ও তা'র আত্মিকতা
অবিভাজ্য,
এবং এর একটাকে বাদ দিয়ে
অন্যটার অস্তিত্ব অচিন্তনীয়। ১৬৫।

বোধকে
আঁতিপাঁতি ক'রে দেখে
বিহিত সমীচীন বিচারণায়
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিনায়িত করলেই হয়—
জ্ঞান,
নিবিষ্ট জ্ঞানই
প্রাজ্ঞতার মূলধন—
তা' যে বিষয়সমন্বিত ব্যাপারেই
হো'ক না কেন। ১৬৬।

জ্ঞান যখন জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে জীবনে—
বৈধী বিন্যাসে,
বৈধানিক সত্তায় সঙ্গতিলাভ ক'রে
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,

অভিব্যক্তি লাভ ক'রে জীয়ন্ত বিগ্রহে—
সত্তায় অনুস্যূত হ'য়ে,—
তখন তা'র আর পৃথক ধারণা বা অস্তিত্ব
সচেতন হ'য়ে
বোধিতে জাগ্রত থাকে না,
বৈজী-বিন্যাসে, বোধসত্তায় অনুস্যূত হ'য়ে
নিত্য বোধিসত্ত্ব হ'য়ে ওঠে তা' ;
তাই, জ্ঞানের জ্ঞান নেই,
যেমন কোন অভিব্যক্তির
আলাহিদা অভিব্যক্তির কথা
ভাবা যায় না। ১৬৭।

বোধি মানেই হ'চ্ছে—
ভাবানুকম্পিতার সহিত জানা বা জ্ঞান,
ভাবানুকম্পিতায় সুসঙ্গতিসম্পন্ন যে-জ্ঞান
তা'কেই বোধি বলা যায় ;
এর কোনটাকে বাদ দিয়ে
যখনই কোনটাকে প্রবল ক'রে তুলবে—
তোমার সত্তাসঙ্গত অহং
তা'র দ্বারাই অবষ্টব্ধ হ'য়ে
একটা সমত্বহারা বিকৃত চলৎশীল হ'য়ে চলবে,
তা' তোমার জীবনের মূল ভিত্তিকে
পরিপোষিত না ক'রে
সংঘাতসজ্জায় তোমাকে
শোভিত ক'রে তুলবে ;
অন্তর্নিহিত যোগাবেগে
ভাবানুকম্পিতা-সন্দীপ্ত হ'য়ে
জ্ঞানকে আহরণ ক'রে
জীবনে বাস্তবায়িত ক'রে যদি না তোল—
সত্তাপোষণবর্দ্ধনার অনুদীপী অনুচর্য্যা নিয়ে
যোগ্যতার যজ্ঞ-হোমবহ্নিকে—বর্দ্ধনাকে

আমন্ত্রণ করতে-করতে,—
তা' কিন্তু নিরর্থক,
তা' তোমাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলবে না,
বরং সংহার-প্রস্তুতিকেই
প্রশস্ত ক'রে তুলবে ;
ঈশ্বর যেমন প্রেম-স্বরূপ,
তেমনি জ্ঞান-স্বরূপ। ১৬৮।

যে-সব বস্তু বা বিষয়
বা যা'ই কিছু হো'ক না কেন,
বোধগ্রাহ্য হয় যা'-দিয়ে
সেই হ'চ্ছে অন্তর্নিহিত চেতনা ;
আবার, ঐ চেতনাই
যা'-কিছুকে বোধায়িত ক'রে
বোধকে অনুপ্রেরিত ক'রে থাকে
তেমন ক'রে ;
আর, এই অনুপ্রেরণার
উপলব্ধ যা'-কিছু
তা'ই হ'চ্ছে জ্ঞান,
আর, যা'র ভিতর-দিয়ে
এই আগ্রহ-অনুপ্রেরণা
উদ্দীপ্ত হ'য়ে
কোন-কিছুতে সঙ্গতিলাভ ক'রে
বোধ-বিবেকের উদ্দীপনা নিয়ে আসে,
সেই হ'চ্ছে বোধি ;
চৈতন্য জড়-বিজড়িত হ'য়ে
চেতন-অনুক্রমিক
যে জড়ত্ব লাভ করেছে,
চৈতন্য তা' ছাড়া কি আর কাউকে
চেতনস্পর্শী ক'রে তুলতে পারে ?
বোধযুক্ত ক'রে তুলতে পারে ?

বিবেক-প্রস্রবী করে তুলতে পারে ?
—জ্ঞানদ্যুতির চেতন-দীপনা নিয়ে
প্রীতিস্পর্শনার আগ্রহ ও বীতস্পৃহা
স্বৃষ্টি ক'রে ? ১৬৯ ।

সত্য চিরদিনই বৈশিষ্ট্যপালী, সত্তাপোষণী,
অতীতে সঙ্গতি রেখে
অস্তিবৃদ্ধির
সর্জ্জন-প্রতিভাসম্পন্ন । ১৭০ ।

সত্য যদি অহিত আনে—
তা' অসৎই,
মিথ্যা যদি মঙ্গল আনে—
তা' মঙ্গলই । ১৭১ ।

যা' অস্তিকে সঙ্কীর্ণ করে,
মৃত্যুতে নিভিয়ে দিতে চায়,
তাই-ই অসৎ। ১৭২ ।

অসৎ অর্থাৎ সত্তাকে যা' ব্যাহত করে,
তা' যেখানে তোমার অনুভবযোগ্য নয়,
অর্থাৎ, তুমি যখন সৎ-অসতের বাইরে,
হতাহতের প্রশ্নও সেখানে তোমার
অনুভবের বাইরে। ১৭৩ ।

পরিস্থিতি বা পরিবেশের সংস্থায়নী আকৃতি
ঋষির বোধিকে
সংহত দীপনায়
তেমন উদ্দীপিত ক'রে তোলে,
উজ্জৃম্ভিত বৈধীবাণী
তাঁ'র বাস্তব বোধিবীক্ষণা-অনুস্মৃত হ'য়ে

তেমনতরই অভিব্যক্তি লাভ করে—
সার্থক সমাধানী সঙ্গতি নিয়ে
পর্য্যায়ী অনুক্রমণায়,
যা'র সক্রিয় অনুসরণ ও অনুচরণায়
জীবন
স্বস্তির সংস্থিতিতে উপ্তিলাভ ক'রে
অন্তরায় অতিক্রম ক'রে
বিবর্দ্ধনের দিকে এগুতে থাকে,
আর, তাই-ই ঈশী-নিদেশ। ১৭৪।

ঋষিদের অনুভূত সত্যই বেদ,
যা' সংহত সংস্থিতি নিয়ে
সমন্বয়ী সুসঙ্গতিতে
সত্ত্ববান হ'য়ে চলেছে—
অনুচর্য্যী সর্জ্জন-প্রতিভায়,—
তা'রই অনুপ্রকাশ। ১৭৫।

বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি
সেখানেই সজাগ—
যেখানে এক সামান্যত্ব,
বিভেদত্ব,
আর, ভেদ ও অভেদের
বিনায়নী সূত্র
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
যত বাস্তব তৎপরতায়
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
ত্বরিত বিচক্ষণতায়। ১৭৬।

যা' তুমি জান না,
সুকেন্দ্রিক সার্থক অন্বিত সঙ্গতি-সহ
তা'কে উপলব্ধি করাই বেদের ভূমি ;

আর, ঐ জানাগুলির
সার্থক বিন্যাস-বিনায়নী বিধির
অবগতিই হ'চ্ছে দর্শন ;
সার্থক সুকেন্দ্রিক অন্বিত সঙ্গতিতে
বৈধী বিনায়নী তৎপরতায়
যা'-কিছুকে জেনে
তা'র নিয়ন্ত্রণী বিধিকে
সম্যক্‌ভাবে নিরূপণই হ'চ্ছে—
বেদ-দর্শন ;
তাই, যা'তে বা যে-বিষয়ে
তুমি অজ্ঞ—
সেগুলিকে জান,
আর, ঐ জ্ঞানের
নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থিতির ভিতর-দিয়ে
বিধিকে তোমার দর্শনে নিয়ে আস,
আর, তদনুগ চলনে চ'লে
অমৃতকে উপভোগ কর,
অমৃতলাভের পন্থাই ঐ। ১৭৭।

যা'-কিছুরই হো'ক না কেন
আগে তথ্য সংগ্রহ কর,
পরে বাস্তবতার সংস্পর্শে এস,
ঐ বাস্তবতার সংস্পর্শে
সুসন্ধিৎসু পরিবীক্ষণা,
ঈক্ষণ, চিন্তন ও অনুভবের ভিতর-দিয়ে
তার' তত্ত্বে উপনীত হও,
ঐ তত্ত্ব-বোধায়নী পরিক্রমা
ও বিন্যাসী অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বিশ্লিষ্ট যা'
তা'র সমঞ্জসা সংশ্লেষণী অনুক্রমণায়
সত্যে উপনীত হও,

আর, সত্য মানেই অস্তির ভাব,
তাই, সত্য-নির্দ্ধারণ মানে
কোন্‌টা কেমন ক'রে হ'ল
তা' জানা, উপলব্ধি করা। ১৭৮।

সত্য বোধিমর্ম্মে বিকশিত হ'য়ে
সাত্ত্বিক অভিনন্দনায়
প্রাচীন সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
ভবিষ্যের দিকে চলতে থাকে—
নবীনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যপালী সুসঙ্গত সার্থক তৎপরতায় ;
তাই, সে শাশ্বত,
তাই, সে সনাতন। ১৭৯।

যা'কে তুমি সনাতন সত্য ব'লে মনে কর,
ধর্ম্ম ব'লে মনে কর,
তা'ও যদি অনুধ্যায়ী সন্ধিৎসা নিয়ে
সুপরিবেক্ষণায়
সুসঙ্গত বোধিতৎপর ধৃতির সহিত
বর্ত্তমানে সার্থক অন্বয়ে
সত্তাপোষণী ক'রে
ভবিষ্যতের সৃজনোল্লাসী ক'রে
না তুলতে পার,
তা'ও কিন্তু সত্য হ'য়ে
তোমার বোধিরাজ্যে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে না,
'সনাতন'ও
আজগুবী ধান্ধায় প'ড়ে
বিপন্ন হ'য়ে উঠবে ;
প্রত্যেকটি কর্ম্ম যদি সুসঙ্গত সংহতিতে
ক্রমান্বয়ী তৎপর চলনে

অভিদীপ্ত তপস্যায়
কোন-কিছুকে মূর্ত্ত না করতে পারে—
সত্তার পোষণবর্দ্ধনী উপযোগী ক'রে,—
তা' কিন্তু ঋত নয়কো,
আর, তা' যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হ'য়ে
সত্তাকে পোষণ না করে
তা' কিন্তু সত্যও নয়কো ;
বুঝে রেখো। ১৮০ ।

যথার্থ কথাকেই সত্য ধ'রে নিয়ে
শুধু তা'রই একটা মূঢ় অনুশীলন
নিয়ে চললেই যে
তুমি একটা বড় মানুষ হবে,--
তা' কিন্তু নয়কো,
আর, মিথ্যা কথার ধুরবাজি চাল নিয়ে
একটা আড়ংবাজি খেলোয়াড় হ'য়ে চললেই—
নির্ব্বোধ হামবড়াইয়ের অনুচর্য্যায়
জীবন অতিবাহিত ক'রে চললেই যে
তুমি বড় মানুষ হ'য়ে উঠবে,
তা' কিন্তু নয়কো ;
তুমি সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বকে
বিনায়িত ক'রে
সুকেন্দ্রিক সৎ-সংশ্রয়ী হ'য়ে
সত্তার সংশ্রয়িতার
যথার্থ যা'-কিছুর
তৎ-হিতি-নিয়মনে,
বাস্তব সত্তা-সম্বর্দ্ধনী
বৈশিষ্ট্যানুক্রমিক গণহিতী তৎপরতায়
বহুদর্শিতার সুচয়নী ধী নিয়ে
অনুদীপনী দর্শনের ভিতর-দিয়ে
প্রত্যেককে

তা'র বৈশিষ্ট্যানুযায়ী অনুধাবন ক'রে
আদর্শানুগ অন্বিত সঙ্গতির সুচালনে
তা'র বিহিত নিয়ন্ত্রণে,
সার্থক অর্থনায় উপনীত হ'য়ে
অর্থকে পরমার্থে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে
পর ও অপরের ব্যূহ ভেদ ক'রে
পরাৎপরে যতই
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারবে—
ধারণপালনী ধৃতির উদাত্ত অনুশীলনে
যোগ্যতাকে আহরণ ক'রে,—
তোমার মনুষ্যত্ব সুদীপ্ত সেখানে ততই,
আর, তাই-ই অমৃত-পন্থা। ১৮১।

বিশ্বাস যা'দের ভঙ্গুর,
দর্শনও তা'দের পঙ্গু,
তা'দের দৃষ্টি
প্রত্যয়কে আবাহন করে না। ১৮২।

বিশ্বাসে নিঃশ্বাস
যখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে ওঠে,
সত্তাও তখন সংস্থ হ'য়ে দাঁড়ায়—
তা'র যা'-কিছু সব নিয়ে
অতীতের অভিজ্ঞতা-সহ
বর্ত্তমানে নিজেকে সংস্থ ক'রে,
সৃজনোল্লাসে ভবিষ্যতের দিকে
তখনই সে ছুটতে থাকে। ১৮৩।

তোমার সন্ধিৎসাপূর্ণ, সুবীক্ষণী
অতীতের বহুদর্শিতা
একানুধ্যায়ী শ্রেয়ার্থপরায়ণ তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত বোধি নিয়ে

যখনই বর্ত্তমানকে অন্বিত ক'রে
তোমার নিঃশ্বাসকে নিশ্চিন্ত ক'রে তুলল—
বিশ্বাসে সুসংস্থ হ'য়ে
বিজ্ঞ বোধি-অভিনন্দনায়,—
জীবনের আত্মিক অভিযানও
সুরু হ'ল তখন থেকেই। ১৮৪।

তুমি আছ—
এই থাকা সম্বন্ধে যখন
ব্যতিক্রমহীন বিশ্বাস জন্মাল,
তখন থেকে তোমার স্ফুরণ আরম্ভ হ'ল—
বিভিন্ন বোধিপথ সৃষ্টি করতে করতে ;
আবার, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তোমার কেউ আছেন,
তাঁ'তে অমন ক'রে যখন বিশ্বাস জন্মাবে,
তাঁ'রই অনুপ্রেরণা তোমাতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
বিবর্ত্তন-সম্বুদ্ধ ক'রে তুলবে তোমাকে ;
আর, ঐটেই হ'ল দ্বিজত্বলাভ। ১৮৫।

জীবনে যা'-কিছুই থাকুক না কেন,
সে চায়—
থেকে, বেড়ে
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠতে,
আর, এই চলনার ভিতর-দিয়ে
ছন্দন-গতিতে চ'লে
হওয়ার আবেগে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
উপভোগ করতে সবিশেষকে—
নির্ব্বিশেষ মহিমায়,
সেবানিরত অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
নিজেকে সার্থক ক'রে,
আর, এই-ই হ'চ্ছে তা'র দর্শন-তপনা। ১৮৬।

স্বকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ বহুদর্শিতার
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
একসূত্রসার্থকতায় বোধিমর্ম্মকে উদ্ভিন্ন ক'রে
যে চেতন অভিদীপনায়
সংস্থ হ'য়ে ওঠা যায়,—
তাই-ই কৈবল্য। ১৮৭।

নির্ব্বিশেষ যতক্ষণ পর্য্যন্ত না
অন্বিত সঙ্গতিতে
ব্যক্তাব্যক্তকে অতিক্রম ক'রে
বোধদীপনায় সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
কৈবল্যের কেবল-দীপ্তিতে,
বিশেষেরই নির্ব্বিশেষ বিভূতি নিয়ে,
তোমার সব্যষ্টি সমষ্টির
অর্থান্বিত সঙ্গতিশীল প্রজ্ঞাতে
ঐ নির্ব্বিশেষ
তাত্ত্বিক বিভূতি নিয়ে
বিভবমণ্ডিত হ'তেই পারবে না। ১৮৮।

যে বিশেষ বিনায়নায়
বিশেষের উদ্ভব হ'য়ে থাকে,
সেই তা'র বৈশিষ্ট্য—
তা' প্রকৃতিসম্ভূতই হো'ক
বা তোমাদের নিয়ন্ত্রণ-সঞ্জাতই হো'ক;
প্রাকৃতিক অন্বয়ী তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
যা'দের যেমনতর উদ্গম হয়,
পরিস্থিতিকেও
তা'রা তেমনি ক'রেই
ব্যবহার করতে পারে—
কেবলের স্বতঃস্রোতা স্বাতন্ত্র্যকে
বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিনায়িত ক'রে

বৈধী সন্নিবেশে,
—এই-ই তা'দের বিশেষ বিন্যাস ;
এই বিন্যাসকে ভেঙ্গে
যখন যা'ই করবে—
বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে,
তখন তাই-ই তা'দের বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠবে,
সেই বৈশিষ্ট্য নিয়ে
পরিস্থিতিতে
তা'রা দাঁড়াতে পারুক বা না-পারুক। ১৮৯।

বিষয় বা ব্যাপারের অনুপ্রেরণা
সুসঙ্গত বহুদর্শী বোধিমর্ম্ম ভেদ ক'রে
যে সার্থক সত্যের বাচনিক অভিব্যক্তি
রূপায়িত ক'রে তোলে,—
তা'ই হ'চ্ছে আগমবাণী,
তপপ্রাণ অনুধ্যায়িতা-তৎপর
ঈশ্বরনিষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ইষ্টে
অনুরাগ-অভিদীপ্ত
লোকহিতপ্রবণ, প্রকট মহামানবের ভিতর-দিয়ে
যা' আবির্ভূত হ'য়ে থাকে ;
তাই, আগম কথার মানেই হ'চ্ছে—
শিবের মুখ-নিঃসৃত—আগত বাণী,
'আয়ত' কথার তাৎপর্য্যও ঐ ;
সার্থক সুসঙ্গত বোধিপ্রবৃত্তি নিয়ে
সত্তাপোষণী শুভ
যেখানে সুন্দরে অন্বিত হ'য়ে উঠেছে—
বাক্যে, ব্যবহারে, চরিত্রে, কর্ম্মানুদীপনায়,—
শিবত্বও উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে সেখানে,
আর, সেই মহামানবই
সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকট মূর্ত্তি,
আর, সম্যক্‌ভাবে

বোধিবীক্ষণার ভিতর-দিয়ে
অন্বিত সুসঙ্গতি নিয়ে
যে বোধিবাণীর উদ্ভব হয়েছে,
তা'ই নিগম, বেদ—
মানুষের কল্যাণ-প্রবর্ত্তনী পন্থা—
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন স্বতঃসিদ্ধ বাস্তব সত্য ;
যখনই যেখান থেকে
সে-বাণী নির্গত হো'ক না কেন,
সমতাৎপর্য্যশীলতাই তা'র বিশেষত্ব,
তাই, তা' বিজ্ঞান। ১৯০।

গাছের একটি পাতার উদ্গতির সাথে
যেমন একটা গাছের
বৈধানিক সঙ্গতির বৈশিষ্ট্য
ওতপ্রোতভাবে নিহিত—
তেমনি বিশ্বের
কোন বিশেষ উদ্গমের সঙ্গেও
বিশ্বপ্রকৃতি ও তৎবিধানের বিশেষ সঙ্গতি
ওতপ্রোতভাবে অন্তর্নিহিত থেকেই চলে,
এমন-কি, জীবদেহের
একটি কোষের ক্ষেত্রেও তেমনি ;
এই বিধিনিঃসৃত বৈধানিক বিশেষ উদ্গতি
যেমনতরই হো'ক না কেন,—
সে সবিশেষ হ'য়ে
ঐ নির্ব্বিশেষ বিধিস্রোতেরই
বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
প্রকৃতির বুকে
বিধিস্রোতা ঐ বিশেষ উদ্ভব
ঐ নির্ব্বিশেষ হ'তে
নিজেকে সবিশেষে সঙ্কুচিত ক'রে
সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায়

ঐ নির্ব্বিশেষেই
আত্মপ্রসারপ্রয়াসী হ'য়ে চলেছে—
তা'র উদ্গতি জীবন-সংস্থিতির বৈশিষ্ট্য হ'তে
বহু বৈশিষ্ট্যে সঞ্চরণ করতে করতে—
নানা রূপে,
নানা ভঙ্গিমার
ঐকতানিক ছন্দায়িত নর্ত্তন-তাৎপর্য্যে,
বিলোপ ও আবির্ভাবে
জীবনমরণ ঢেউয়ের মতন,
বাঁচাবাড়ার লীলায়িত সঙ্গম-উপভোগে ;
তাই, প্রতিটি ব্যষ্টির অন্তরালেই আছে
সেই নির্ব্বিশেষ বিশেষত্বের
বহুপ্রকাশী বিবর্ত্তন—
সংঘাত-সঙ্গতি-সংক্রমণের ভিতর-দিয়ে,
সন্ধিক্ষু, সুকেন্দ্রিক শ্রদ্ধায়িত
সক্রিয়, সার্থক চলনে
প্রতিভাত হ'য়ে ওঠে তা'। ১৯১ ।

প্রকৃতি কিন্তু পুরুষেরই—
পুরুষের যেমন প্রকৃতি
সৃষ্টিও তেমনি। ১৯২ ।

প্রকৃতি
পুরুষে অনুশায়িনী উৎক্রমণায়
আনুপাতিক জীবনলাভ করে,
পুরুষ প্রকৃতিতে অনুস্যূত হ'য়ে
মূর্ত্তিতে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠে ;
তাই, স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উভয়ের কাছে
অচ্ছেদ্য, অকাট্য ও অবর্জ্জনীয়। ১৯৩ ।

প্রাকৃতিক সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
যে-চেতনার জাগরণ হয়—
তা'রই সুসঙ্গত অন্বিত অর্থনায়
গজিয়ে ওঠে ধী,
আর, ধী যখন সার্থক সঙ্গতিশীল
প্রাজ্ঞ অভিনিবেশে
ব্যক্তিত্বকে অনুশীলন-অনুদীপনায়
বিনায়িত ক'রে তোলে—
তাত্ত্বিক বীক্ষণী অনুচলনের
সমাহিত প্রত্যয় নিয়ে,
তখনই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ—
স্মৃতিতর্পণার শ্রদ্ধোৎফুল্ল অনুবেদনায়
তোমার বোধিসত্ত্বে
জাগ্রত হ'য়ে উঠে থাকেন,
তুমি তখনই বুদ্ধ,
প্রবুদ্ধ
বা প্রাজ্ঞ,
পূরণ-প্রতাপী পুরুষ তুমি তখনই। ১৯৪।

পুরুষ প্রকৃতির কৃতি-নিয়মনায়
স্ফীত-স্ফুরণে
সঙ্গম-সঙ্গতির গতিভরণে
উপাদান ও উপকরণের
সমবায়ী নিবন্ধনায়
নিজেকে তৎ-সংশ্রয়ী ভাবদীপনায়
আধায়িত ক'রে
যেমনতর অভিব্যক্তি নিয়ে থাকে—
যে বৈশিষ্ট্যে সমাহিত হ'য়ে,
অস্মিতা ঐ সামগ্রিকতার

সহানুধ্যায়ী ভাবঘন বোধদীপনায়
অবস্থিতি লাভ করে—
তা'তে সংস্থিত হ'য়ে ;
ঐ অস্মিতাই তা'র সত্তা—
প্রকৃতির ভাবঘন 'আছিতা'কে অবলম্বন ক'রে,
কারণ, সে থাকে
তেমনি হওয়ায় অভিব্যক্তি লাভ ক'রে ;
তাই অস্মিতা মানেই হ'চ্ছে 'আছিতা',
আর, ঐই অহং। ১৯৫।

প্রকৃতির কৃতিসম্বেগ যেমনতর—
যেমনতর উর্জ্জী তৎপরতা নিয়ে চলে—
তা' যদি
মাঙ্গলিক পরিবেশনে
সুনিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে—
ইষ্টনিষ্ঠায়
অস্খলিত আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তা নিয়ে—
রাগলাস্যদীপনায়
স্বস্তিচর্য্যার তৎপর তাৎপর্য্যে,—
প্রকৃতি তখন
প্রবৃত্তি নিয়ে
কমই হাবুডুবু খেয়ে থাকে,
ইষ্টার্থনন্দনার
স্রোতল অভিব্যক্তি নিয়ে
সে ভাবে, চলে, করে,
আর, এই কৃতিবিন্যাস
সার্থকতার সন্দীপনায়
সব দিয়ে তা'কে
সম্বুদ্ধ ক'রে তোলে। ১৯৬।

হয়, থাকে না—
এ কথা যেমন বাস্তব,
আবার, যা' হয় তা' না থাকলেও
থাকা বা 'আছে'র চলন
কোন-না-কোন প্রকারে
তা'র সংস্থিতি নিয়ে চলেই ;
হয়, থাকে না—তাই ব'লে
থাকার থাকা
একদম নিঃশেষ হ'য়ে যায় না ;
এটা কি সেই আশা নয় যে
এমন দিন আসতে পারে
যখন তোমার থাকাও
ঐ থাকার থাকেই
সুসংশ্লিষ্ট হ'য়ে চলতে পারে ?
তাই, অমৃতসন্ধানী হও—
আর, অমর মন্ত্রে দীক্ষিত কর সবাইকে,
ব্যবহারে, চরিত্রে, আচরণে
তা'রই অনুশীলন ক'রে চল সবাই। ১৯৭।

ঈশ্বর

তাঁ'র অন্তঃস্থ প্রকৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে
তাঁ'রই পৌরুষ-সম্বেগ অর্থাৎ পৌরষ-বীর্য্যে
রজস্-দীপনাকে অবষ্টব্ধ ক'রে
দ্যুতির্ভ প্রকৃতি-সংগর্ভী হ'য়ে
পুরুষান্তরে উদ্গত হ'তে থাকেন,
এমনি ক'রেই বহু পুরুষের উদ্গতি
সম্ভব হ'য়ে উঠল ;
ঐ পৌরুষ-সম্বেগ ও রজস্-দীপনার
সঙ্কর্ষণী সম্বেগ অন্তর্নিহিত থেকে
যে জীবনদীপনায়

বিসৃষ্ট হ'তে হ'তে চলতে লাগল—
নানা আবর্ত্তনী বিজৃম্ভণায়
নানা রকমে,—
তাই-ই বহু পুরুষ ;
কখনও রজস্-দীপনা সুদীপ্ত হ'য়ে
প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠল,
কখনও পৌরুষ-বীর্য্য সুদীপ্ত তাৎপর্য্যে
পুরুষে উদ্ভূত হ'য়ে উঠতে থাকল,
ঐ প্রকৃতিই নারী,
আর পুরুষই পুরুষ ;
সৃষ্টির প্রাক্কাল হ'তে
অণু হ'তে বৃহৎ যা'-কিছু
ঐ নারী-পুরুষের যোগাবেগ-সম্বুদ্ধ
উদ্গতি-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
আরো হ'তে আরোতে
বিসৃষ্ট হ'য়ে চলতে লাগল,
যা'-কিছু সৃষ্ট
তা' ঐ পুরুষপ্রকৃতিরই সুসঙ্গত উদ্গতি—
কোথাও পুরুষ-প্রধান,
কোথাও প্রকৃতি-প্রধান ;
এমনি ক'রেই বিশ্বের যাবতীয় যা'-কিছু
ব্যষ্টিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সংঘাত-সম্বেদনায়
বিশেষ আকার বা রকমে
উদ্গতি লাভ করতে লাগল—
প্রতি ব্যষ্টিতেই
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে বহন ক'রে ;
ঐ পুরুষের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
প্রত্যেকটি উদ্গতিতে অনস্যূত থেকে
পরস্পরের ভিতর
সঙ্গতি-সমঞ্জস বিনায়নে

প্রত্যেকের বিশিষ্ট চলনকে
বিনায়িত, স্বস্থ রেখে
সঙ্গতি-নিবন্ধনে
নিবদ্ধ ক'রে চলতে লাগল ;
এই শৃঙ্খলা-সমন্বিত ব্যবস্থিতি-বিনায়না
যা'কে বিশৃঙ্খল ব'লে মনে হয়,
তা' আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল হ'য়েও
সুশৃঙ্খল সমন্বয়ে অন্বিত হ'য়ে
এক-নিবন্ধনে
সার্থক-সন্দীপনার আকৃতি বহন ক'রে
উদ্‌গময়ক চলৎস্রোতা হ'য়ে চলতে লাগল ;
এই ব্যাহৃতির গোড়ার ব্যাপারই হ'চ্ছে—
ঐ পুরুষের অন্তঃস্থ প্রকৃতির
আকর্ষণ-বিকর্ষণী আবেগ-অনুগমন,
যা'র ফলে, ফুটে উঠল সৎ,
ফুটে উঠল চিৎ,
ফুটে উঠল আনন্দের স্পন্দন ;
এই সৎ, চিৎ
যখন যেখানে যেমন স্তিম্যমান,
সেখানেই ঐ চিৎ-ধা যিনি,
তাঁ'কে এ হ'তে
ভিন্ন বা অভিন্ন ব'লে
পরিমাপিত করা যায় না,
তাই, তিনি প্রমিত না হ'য়েও স্বতঃসিদ্ধ,
কারণ, যে অস্তি-চেতনা-সমীক্ষা
নিজের স্মৃতি বহন ক'রে থাকে
তাই-ই সেখানে স্তিম্যমান ;
ঐ অদ্বিতীয় পুরুষ,
যিনি ঈশ্বর,
তাঁ' হ'তেই এই বহু পুরুষের উদ্‌গতি—
নানা বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব নিয়ে,

ঐ তাঁ' হ'তেই
আধার ও আকর্ষণ-অনুক্রমায়
ঐ সম্বেগ-দীপ্তির বিভিন্ন প্রকাশ—
ঐ তাঁ'রই প্রকৃতি-সংগর্ভী আত্মিক অবদান—
প্রত্যেকটি প্রত্যেক রকমে,—
এ যেন একটি প্রদীপ থেকে
বহু প্রদীপ জ্বালানো ;
তাঁ'র ঐ সম্বেগ নিত্য ও সনাতন,
নিত্যই তা'
নব-নব রূপে রূপায়িত হ'য়ে চলেছে,
ঐ সম্বেগ-উৎসারণায় অনুসৃষ্ট যা'
তা' কিন্তু ঐ তাঁ'রই দান,
তাই, জীব তাঁ'র নিত্য দাস,
সে যতই ঐ উৎসকেন্দ্রিক হ'য়ে চলে,
ততই সত্তায় স্বস্থ থেকে
বর্দ্ধনার পথে চলতে পারে,
আর, বিকেন্দ্রিকতায়
স্বীয় শক্তির অপচয়ে
বিলুপ্তির পথেই চলতে থাকে ;
আবার, ঐ সম্বেগ হ'তে উদ্গত যা'
তা'র মধ্যে এক-এক জাতীয়কে নিয়ে
এক-একটি গুচ্ছ—
সংস্কার ও বৈশিষ্ট্যের ভেদ-অনুক্রমায়
অর্থাৎ, ঐ উদ্গতি-বিনায়নী করণ ও নিয়মনের
তারতম্যানুপাতিক,
এই অনুক্রমী তাৎপর্য্যকে জানাই হ'চ্ছে—
বেদ বা জ্ঞান,
আর, যে-বিধায়নার ভিতর-দিয়ে
এই অনুক্রমগুলি রূপায়িত হ'য়ে উঠল,
তা'ই হ'চ্ছে বিধি ;
ঈশ্বর বিধিস্বরূপ,

তিনি "রসো বৈ সঃ",
তিনিই রসায়নী রস-স্বরূপ। ১৯৮।

তেজস্ক্রিয় উদ্বেলনের
বীচি-উচ্ছ্বাসই হ'চ্ছে—
প্রাণন-দীপ্তি। ১৯৯।

প্রাণন-সম্বেগ-সম্বোধ নিয়ে যে-সংস্থিতি
তা'ই সত্তা,
ঐ সম্বেগই হ'লো আত্মা,
আর, সত্তা-অনুস্যূত বোধিসংঘাতই চিৎ,
ঐ চিৎ হ'তেই চিত্ত বা মন। ২০০।

তোমার চিত্ত যেমনতর সংস্কারে
জমাট হ'য়ে উঠবে—
সক্রিয় তৎপরতায়,
সঙ্গতির সার্থক অন্বয়ে,
কেন্দ্রায়িত বিন্যাস-বিভূতির
সাত্বত বিভবে,
ভালমন্দের সংযুক্তিতে
যেমন সম্ভব—
পরিণাম-সত্তাও কিন্তু তোমার
তাই-ই ;
করবে যেমন, হবেও তেমন। ২০১।

তোমার সত্তায়
তুমি যতই ফুটন্ত হ'য়ে উঠতে লাগলে—
বাস্তব চেতনা নিয়ে,—
দুনিয়াটাও তোমার কাছে
তোমার বাস্তব বোধনার আওতায়
তেমনি চেতনদীপ্ত হ'য়ে উঠতে লাগল—

ক্রমপর্য্যায়ী
বৈশিষ্ট্য-বিন্যাসী তৎপরতায় ;
তুমি যে সত্তায় আছ,
তা' সত্য হ'য়ে
স্বতঃ-প্রদীপ্তিতে
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে লাগল
তখন থেকেই—
ঐ ক্রমবর্দ্ধনায়। ২০২।

সত্তার আত্মপোষণী সলীল আকূতি
ভোগলিপ্সায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
ঐ ঈপ্সাই আবার
তীক্ষ্ণ আবেগে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
যখন জটিল-জমাট-নিবদ্ধ হ'য়ে
স্থিতিলাভ করে,
তা'কেই বলা যায়
অন্তর্নিহিত বৃত্তি বা প্রবৃত্তি ;
আবার, ঐ ঈপ্সা-আকূতি
পারিবেশিক সংঘাতে
সন্দীপ্ত প্রতিক্রিয়ায়
যে-ধাঁজে
যেমন ক'রে অভিব্যক্তি লাভ করে,
ইন্দ্রিয়ও
তদনুগ পর্য্যায়ে অভিব্যক্ত হয় তেমনি—
কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ে
বিকশিত হ'য়ে
আত্মপালী আধিপত্য-সম্বেগে। ২০৩।

যেমন পিতৃত্ব বা মাতৃত্বকে
অস্বীকার করার উপায় নেই,
তেমনি পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব

ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সত্ত্ব যা'
তা'কেও অস্বীকার করার উপায় নেই—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমন,
সমষ্টিগতভাবেও তেমন ;
তাহ'লে যে-আধিপত্যের অনুশাসনে
এগুলি সত্ত্ববান—
তা'কেও অস্বীকার করবার উপায় নেই,
নিজেকে যদি জানতে চাই
উদ্গতির মরকোচ-সহ,—
তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে
জানতে হবে সেই আধিপত্যকে
যা'র বিধায়নে
সমস্ত সংস্থিতি সত্ত্ববান হ'য়ে উঠেছে,
আর, তাই-ই ঈশিত্ব,
আবার, ঐ ঈশিত্বের অভিব্যক্তি যেখানে
তিনিই ঈশ্বর। ২০৪।

সৃষ্টির স্রষ্টা—
পিতা,
আর, পরম স্রষ্টা যিনি—
তিনি পরমপিতা ;
স্রষ্টা নিজেই
বহুধা-বিভক্ত হ'য়ে
বহুতে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে পড়েছেন ;
বহুর প্রত্যেকটি
যদি তা'র বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
বিনায়িত হ'য়ে ওঠে—
অস্খলিত নিষ্ঠানন্দনার ভিতর-দিয়ে,—
সে আপনা-আপনি
সংহতির পরম পোষক হ'য়ে ওঠে,

ব্যক্তিত্বও তা'র তেমনি
উর্জ্জনাসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
বোধ ও দূরদৃষ্টির
ক্ষিপ্র তাৎপর্য্য
বিনায়নী তৎপরতায়
তা'কে দ্যুতিমান ক'রে তোলে,
এমনি ক'রেই সে
মহানের আশ্রয়ে
অনুসেবনী তাৎপর্য্যে
মহত্তরই হ'য়ে উঠতে থাকে। ২০৫।

প্রাকৃতিক উপসর্গ অর্থাৎ উপসৃষ্টি
সংগর্ভী সন্দীপনায়
সত্তার ধাতুকে
যে-বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সত্তায় বিধৃত করে,—
তদনুগ শিষ্ট বিনায়নায়
তা'কে বিশেষভাবে বিশেষিত ক'রে
তদ্রূপে রূপায়িত ক'রে থাকে,
যদিও ঐ বিনায়না
সাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্বে
সংক্রামিত হ'য়ে
ঐ প্রকৃতি-সংগর্ভে
বৈশিষ্ট্যের বিশেষ শিষ্টতায়
উপনীত হ'য়ে
উদ্গতি লাভ করে। ২০৬॥

সুকেন্দ্রিক বোধিবীক্ষণী সঙ্গতি নিয়ে
মানুষ যখন
সার্থক কেন্দ্রায়িত সলীল সঙ্গতিতে
আলম্বিত হ'য়ে চলে,—

তখন সে
ঐ কেন্দ্রেরই বিবিধ উদ্দীপনা নিয়ে
তৎস্বার্থে অভিনিবেশনিবদ্ধ হ'য়ে
ভর-দুনিয়ার প্রতিটির ভিতর
ব্যক্ত-বৈশিষ্ট্যের উদ্গমে
প্রত্যক্ষভাবে তাঁ'কেই বোধ করতে থাকে,
আর, ঐটেই হ'চ্ছে
বিশ্বরূপ দেখার ভিত্তি ;
বোধিদৃষ্টিতে এটা দুই রকমেই দেখা যায়,
একটা হ'চ্ছে প্রসারণী প্রদীপনায়,
আর একটা আকুঞ্চনী আকর্ষণে,
আকুঞ্চনী আকর্ষণ যখন,
তখনই 'কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ',
আর, প্রসারণী প্রদীপনায়
সৃষ্টির স্বাদন-লীলা। ২০৭।

বোধবিদীপ্তি যখন
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে বিনায়িত হ'য়ে
অন্তরে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে—
শারীর তাৎপর্য্যে,
সেই বোধ-বিনায়িত সঙ্গতির
যে ভাববিভূতি—
তিনিই
আরাধ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন
আমাদের কাছে,
যাঁ'র ভিতর
বোধ-তাৎপর্য্যগুলি
সঙ্গতির শিষ্ট নিয়ন্ত্রণে
তদনুগ গুণগরিমায় আবির্ভূত হ'য়ে
আমাদের অধিস্থিতিতে

মানসপটে
আবির্ভূত হ'য়ে ওঠে,—
এমন কি,
বাস্তব নন্দনায় পরিস্ফুট হ'য়ে
দর্শন-দীপ্তিতে এসে
বিহিত বিনায়নী বিদীপ্তিতে
নিজেদের অন্তঃস্থ অভিব্যক্তিকে
বা চাহিদাকে
শিষ্ট সম্বুদ্ধ ক'রে
তদনুগ কৃতি-সন্দীপনার
মূর্ত্তনী বিভায়
উপস্থিত হন,
বাড়েন, করেন,
দেখিয়ে দেন—পথ,—
দৈববাণীর বিভায়িত বিনায়নে
মূর্চ্ছনার ব্যক্ত বিভব-অভিসারে
শিষ্ট বিভূতি নিয়ে,
আমরা তা'কেই ব'লে থাকি—
আরাধ্য-দর্শন। ২০৮।

বোধায়নী চিতি-দীপনা
ক্রমস্রোতা হ'য়ে
যখন ভাববীচিমালার সৃষ্টি করতে করতে চলে—
নানা রূপে, নানা রঙে, নানা রকমে,
সৌরত সম্বেগে,—
তা'কেই মন বলা যায়,
মন তাই মনন-তৎপর,
আর, এই মনকেই বলে অন্তঃকরণ। ২০৯।

তোমাদের
অন্তঃকরণের

বিধায়নী মস্তিষ্ককে
এমনই সুন্দর, শিষ্ট
ও সক্রিয় ক'রে রাখ—
যা'তে তোমাদের অন্তঃকরণের
অশিষ্ট লেখা যেগুলি,
দুর্ব্বল ধৃতিহারা
সংরেখনী তাৎপর্য্যে
সংগ্রথিত যেগুলি,
সেগুলির সমীচীন তিরোধানে
নিষ্ঠানন্দিত আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের
অনুকম্পনী অনুনন্দনা
এমনতর তীব্র পরিচর্য্যী হ'য়ে ওঠে,
যা'তে সেগুলি
বিহিতভাবে
বিন্যাস-বিনায়িত হ'য়ে
ঐ ইষ্টার্থ-স্থণ্ডিলে
হোম-আহুতির দীপ্ত উচ্ছলায়
উজ্জ্বল সক্রিয়-তাৎপর্য্যে
বিধায়নী বিনায়নায়
সুধী শিষ্ট সঙ্গতিশীল
কুলাচার-নিঃসৃত নিষ্ঠার
হোমবহ্নিকে
উচ্ছল ক'রে তোলে ;
স্বস্তিসাধনার সিদ্ধি তো তা'ই—
যা' স্বস্তিজলে সিক্ত ক'রে তোলে
সবাইকে। ২১০ ।

আকাশের দিকে তাকাও,
প্রথম দৃষ্টিতেই দেখবে—
এলোমেলো জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ছড়িয়ে আছে
আকাশ জুড়ে,

আবার, দুনিয়ার দিকে তাকাও—
অমনতর এলোমেলোই দেখতে পাবে ;
সুধী বিনায়ন-তৎপর হ'য়ে
বিন্যাস-অনুবেদনা নিয়ে
সুসঙ্কল্পী তৎপরতায় দেখ,
দেখতে পাবে—
যা' ছিল এলোমেলো,
সেগুলি ক্রমশঃই তোমার কাছে
বোধিদীপনায় বিন্যাসলাভ ক'রে
গুচ্ছীকৃত হ'য়ে উঠছে,
দুনিয়াতেও তা'ই ;
তাই, যা'ই দেখ না কেন—
অমনতর আকৃষ্ট অনুবেদনী তৎপরতায়
বোধ-অনুপ্রাণিত চক্ষু নিয়ে
সবগুলি দেখ, ভাব, বোঝ,
কিছু করার থাকলে তা' কর—
নিখুঁতভাবে,
ক্রমশঃই অর্থশীল সঙ্গতি
ভেসে উঠবে তোমার বোধদৃষ্টিতে ;
তাই, যা'কেই সমালোচনা কর না কেন,—
সম্যক্ তৎপরতায়
বিনায়ন-বিভা নিয়ে যদি না দেখ,
তা'র ভিতর সামঞ্জস্য খুঁজে পাবে না,
পাবে একটা কিম্ভূতকিমাকার কিছু,
তোমার দর্শন
অর্থ-সঙ্গতিহীন এলোমেলো হ'য়ে
বুঝতে পারবে না—
কেন কোন্ পথে কী হ'চ্ছে,
আর, কোন্ পথেই বা তা'র
কতখানি উন্নতি করা যেতে পারে ;
তোমার ঐ দর্শন

অন্বয়ী তৎপরতায়
যদি সুসঙ্গত বিনায়নদীপ্ত
হ'য়ে না উঠল—
অর্থনার সূত্র নিয়ে,—
সে-দর্শনসঙ্গতি
কা'রও কিছু করতে পারবে না—
মন্দ ছাড়া ;
সমীচীনভাবে দেখ,
আর, করায় অনুপ্রাণিত ক'রে তোল,
তা'তে সবাই পাবে সম্বর্দ্ধনী সম্বেগ,
অস্তিবৃদ্ধির সঞ্জীবনী সৌধ রচনা করতে
তা' হবে অমৃত-প্রেরণা ;
নইলে সব ছেঁড়া কাগজের
এলোমেলো টুকরোই হ'য়ে থাকবে,
এদিক-ওদিক হাওয়ার হিল্লেয়
বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ছিটকে
আবর্জ্জনাই সৃষ্টি করতে থাকবে ;
তাই, যা' কর,
অতটুকু দায়িত্ব নিয়েই ক'রো। ২১১।

আকাশের দিকে তাকাও,
চোখ বুঁজে দেখ—
তুমি তা'কে দেখতে পার কিনা !
দেখতে পারলে
তা'কে বোধ করতে পার কিনা !
বোধ যদি কর,
ঐ দেখ—
আকাশ ফেটে
তোমার অন্তস্তলে
আশিস্-নির্ঝরের মতন
শব্দ নেমে আসছে—

স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

অন্তঃকরণে
সেটা গেঁথে নাও,
অস্খলিত নিষ্ঠানিবেশ-নন্দনায়
তা'কে আলিঙ্গন কর,
আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগের
শ্লেষণ-দীপ্তিতে
ভরপূর হ'য়ে চল,
আর, তোমার পূর্ণ কৃতিসম্বেগ
প্রত্যেকের অন্তঃস্থিত
এই আকাশকে যেন
জ্যোতিষ্কখচিত ক'রে তোলে,
আর, তোমার অন্তঃকরণ
সব যা'-কিছুকে
অমনি ক'রে ধ'রে
উপভোগ ক'রে চলুক—
নন্দনার পরাগ-নির্ঝরে। ২১২ ।

মনের লাগামই হ'চ্ছে—
ইষ্টনিষ্ঠা,
তাঁ'র প্রতি আনুগত্য,
কৃতিসম্বেগ,
শ্রমসুখপ্রিয়তার উচ্ছল নর্ত্তন,—
যা' সাফল্যকে আবাহন ক'রে
শুদ্ধ-বুদ্ধ তৎপরতায়
শিষ্ট, সুষ্ঠু
ও সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে ;
তোমার ঐ লাগাম
যেমন ঠিক থাকে,—
মনকেও তুমি তেমনতর
আয়ত্ত করতে পারবে ;

অভ্যাসে অটুট হ'য়ে চল,
যদি ব্যর্থকামও হও—
ছেড়ো না,
ঐ করতে করতেই,
আয়ত্তী শক্তি যতই বাড়বে—
সিদ্ধিও আসবে তেমনি। ২১৩।

তোমার জীবন
যে-যে ঘটনা-বৈচিত্র্য-সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
যে-উপাদান সংগ্রহ ক'রে
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চলেছে,
সংস্কার হ'য়ে সেগুলি
নানাপ্রকার গ্রন্থি সৃষ্টি ক'রে
তোমার অন্তরের সূক্ষ্মতম প্রদেশে লুক্কায়িত আছে,
ইষ্টার্থপরায়ণ আত্মবীক্ষণায়
সেগুলি যতই তোমার কাছে
স্ফুটতর হ'য়ে উঠবে,—
তুমি তা'দের সাক্ষাৎকার লাভ করবে ততই,
আর, তোমার পূর্ব্বজীবন বা জাতিজ্ঞানও
তেমনতর স্ফুটতর হ'য়ে উঠবে—
একটা ঐতিহাসিক অনুবন্ধ নিয়ে,
তাই, শাস্ত্র বলেন—
'সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্'। ২১৪।

মানুষের সহজাত সংস্কার-নিয়ন্ত্রিত
অনুক্রমিক মস্তিষ্কলেখার বিন্যাস যেমনতর—
মনও তা'র তেমনতর,
আর, ঐ সম্ভূত সংস্থিতি
যা' মস্তিষ্কে নিবদ্ধ হ'য়ে
যে-পর্য্যায়ে অবস্থিত হ'য়ে চলেছে,
মোক্তা কথায়, তা'কেই মন বলা যেতে পারে;

এই পর্য্যায়-অনুপাতিক
বিন্যাস যা'র যেমন,
মানসিকতাও তা'র তেমন। ২১৫।

সত্তার চেতন-দীপনা
জীবন-আগ্রহে
আত্মপোষণী সম্বেগ
যতই আহরণশীল হ'য়ে উঠতে লাগল যেমনতর—
সত্তার ব্যতিক্রমী যা' তা'কে ব্যাহত ক'রে,—
তা'র ঐ জীবন-সংস্থিতির ভিতরে
সংস্কারও গজিয়ে উঠতে লাগল তেমনি,
আর, সে
অসৎ-নিরোধীও হ'য়ে উঠতে লাগল
অমনি ক'রেই। ২১৬।

তোমার অবচেতনার অন্তরালে
ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়,
আশা-নিরাশার সংঘর্ষ
বা বিবেকদেবতার নিদেশ
নানা পর্য্যায়ে
চিন্তন-মূর্ত্তনায়
স্বপ্নে আবির্ভাব হ'য়ে থাকে। ২১৭।

তথ্যের সুসঙ্গত বাস্তব বিনয়ন
ও সক্রিয় সুব্যবস্থ সমাধান
মানুষের বোধিকে
পরিপুষ্ট ও প্রদীপ্ত ক'রে তোলে—
চিত্তকেও পোষণ-প্রবৃদ্ধ ক'রে। ২১৮।

বোধিসত্তার
চুম্বকক্রিয় আকর্ষণ-বিকর্ষণে

আকুঞ্চন-প্রসারণী বিচ্ছুরণের ভিতর-দিয়ে
চৈতন্য জাগ্রত হ'য়ে উঠল,
প্রেরণা সাড়া পেতে রইল
তখন থেকেই। ২১৯।

স্মৃতি ও চেতনার অপলাপের
নিদর্শন হ'চ্ছে—
ভ্রান্তি ও অবিবেকিতা। ২২০।

তুমি যে ভ্রান্তির জগতে বসবাস করছ,—
তা'র নিয়ামকই হ'চ্ছে অজ্ঞতা,
এই অজ্ঞতা তোমার স্মৃতিকে
মুহ্যমান ক'রে রাখে—
অবধায়িনী সম্বেগকে অলস ক'রে ;
তাই, যা'ই কর না কেন,
বিশেষভাবে অবহিত হ'য়ে তা' করবে ;
ভূয়োদর্শন-প্রবণতাকে পরিত্যাগ ক'রো না,
সঙ্গতিশীল অভিধ্যায়িতায়
যা'-কিছুকে সুবীক্ষণী সন্ধিৎসার সহিত
বেশ ক'রে ধীইয়ে নিয়ে
সমঞ্জস সন্নিবেশের সহিত
তা'কে বিন্যাস ক'রে
চেতন থেকো তা'তে—
সাবধান সন্দীপনায়
সাম্য-সমীক্ষু তৎপরতায় ;
আবার, এই করতে গিয়ে
অযথা ব্যস্তবাগীশ হ'য়ে উঠো না,
পাগ্‌লাটে ব্যস্তশীল হ'য়ে
মানুষের ঠাট্টার পাত্র হওয়া ভাল নয় ;
তাই, ধীর ধী নিয়ে
সু-সমীক্ষায়

সতর্ক সন্দীপনী পরিবীক্ষণ-তৎপরতায়
ভূয়োদর্শনে
নিজেকে সক্রিয় রেখে চ'লো ;—
ভুল হবে কম,
ঠকবে কম,
হারাবেও অনেক কম,
স্মৃতি ও ভূয়োদর্শিতা তোমাকে
অনেক রকম প্রস্তুতিতে
চেতন রেখে দেবে ;
মনে রেখো—
ঈশ্বর চিরচেতন,
তিনি চিরজাগ্রত—
অবধান-তৎপর—
উৎক্রমণশীল স্মৃতি-চেতনার সার্থক আধার—
বোধিসত্ত্ব। ২২১।

কেন্দ্রায়িত হ'য়ে কেন্দ্রপুরুষকে
ভূমায় উপভোগ করা—
নিরন্তরজীবনে চেতনস্মৃতি নিয়ে
সার্থক ক'রে যা'-কিছু তাঁ'তে—
তা'তেই হ'চ্ছে জীবের পরমার্থ,
বিলীন ব্যাপনে নয়কো। ২২২।

দেহবিন্যাস তোমার যেমনতর,—
চেতনদীপ্তিও তোমার তদনুরূপ,
আর, জীবনচলনাও ঐ সম্বেগসম্বদ্ধ,
তাই, শরীরটাকে এড়িয়ে
তোমার চেতনসত্তার আলাদা স্থান কোথায় ? ২২৩।

যে-চেতনা
বোধিমর্ম্মকে ভেদ ক'রে

প্রীতিসন্দীপনায় প্রজ্ঞাদীপ্ত হ'য়ে উঠেছে—
তা' ফুটন্ত উত্থানে
সর্ব্বজ্ঞতার বীজবাহী হ'য়ে
অনন্তে আত্মবিস্তার ক'রে চলে—
ভূমা-বিচ্ছুরণী মূর্ত্ত বিগ্রহের
সার্থক আলিঙ্গন-উপভোগে
নিজেকে বিচ্ছুরিত ক'রে। ২২৪।

বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত পারিবেশিক প্রেরণা
অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যমাফিক সত্তাসংস্থিতির সংস্কারে
সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
তদনুস্যুত বোধিকে উত্তেজিত ক'রে
সহানুভূতি ও ক্রিয়া-তৎপর ক'রে তোলে,
ঐ প্রেরণার বিন্যাস বা বর্জ্জনে
সত্তা-সংস্থিতি স্ববৈশিষ্ট্যে পুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
আবার, যথাযথ বিন্যাস বা বর্জ্জনের অসামর্থ্যে
ক্ষীয়মাণ হ'য়ে চলে—
তা' ব্যষ্টিগতভাবে, পারিবেশিকভাবে
বা জাতিগতভাবে ;
আর, ঐ পোষণী সম্বেগে
বৈশিষ্ট্য স্থিতিবান হ'য়ে
পারিবেশিক অনুপ্রেরণা, অনুবর্দ্ধন ও বোধ
আহরণ ক'রে
নিজের অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে চলতে থাকে—
সত্তাকে উৎক্রমণশীলতায় নিয়োজিত ক'রে ;
এমনি ক'রেই ঐ বৈশিষ্ট্য
তা'র পক্ষে অসৎ যা'
তা' পরিহার ক'রে
পরিবেশ হ'তে আত্মপোষণী যা'-কিছু
সচেষ্টভাবে সংগ্রহ ক'রে

নিজের পোষণ-তৎপর হ'য়ে চলতে থাকে—
বাঁচায়, বাড়ায় প্রযত্নশীল হ'য়ে
যোগ্যতামাফিক। ২২৫ ।

অন্তর-অনুস্যূত আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ,
যা' লীলায়িত ভঙ্গিমায়
ছন্দে-ছন্দে বিকশিত হ'য়ে উঠে চলেছে—
সেই অবগমী তাৎপর্য্যই বোধি-উৎস। ২২৬।

মানুষের অবচেতন বোধভূমি হ'তে
যে বোধগুলিকে
চেতন ভূমিতে আনতে হয়,
আর, ঐ চেতন ভূমিতে এনে তা'কে
চিন্তা ক'রে প্রকাশ করতে হয়,—
সুসঙ্গতি নিয়ে
উপযুক্ত বিহিত বিন্যাসে,—
এ দুইয়ে সময়ের ব্যবধান যতটুকু,
বোধিসঙ্গতির বিকাশ নিয়ে
উপস্থিতবুদ্ধিরও বিকাশ বা প্রকাশের
ব্যতিক্রম বা বিভবও ততখানি ;
ঈশ্বর বোধিস্বরূপ,
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সুসঙ্গতি নিয়ে
তাঁ'কে যতখানি
অন্তরে রাগদীপ্ত রাখতে পারবে,—
বোধপ্রতিভা ফুটন্ত চলনে চলবে তেমনি। ২২৭।

ধ্যান মানে কিন্তু
ভাব-অনুগত চিন্তন,
ভাল চিন্তায়ও
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
চিন্তা করতে হয়,

মন্দতেও কিন্তু তা'ই ;
চিন্তায়
ভাব যেমনতর
পরিপুষ্ট হ'য়ে ওঠে—
সুদীপ্ত আগ্রহ-অনুকম্পায়
করার আবেগ তেমনি
উদ্দীপ্ত উৎসর্জ্জনায় জেগে ওঠে,
ঐ জেগে-ওঠাটাই
কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে থাকে—
কা'রো অর্দ্ধেক,
কা'রো বা তিনপোয়া ক'রে—
ক্রম-নিষ্পাদনী তাৎপর্য্যে ;
তা'র অন্তঃস্থ ভাবদীপনাও অমনতরই,
তাই, নিষ্পাদনও তেমনতরই হ'য়ে ওঠে ;
ভাবের অভিদীপক যিনি—
তাঁ'তে নিষ্ঠা রাখ,—
অনুরাগ-অনুগতি
ও কৃতিসম্বেগ নিয়ে,
সঙ্গে-সঙ্গে
শ্রমপ্রিয়তাকেও যেন তাচ্ছিল্য ক'রো না :
এমনতর রকমে
ভাল কর তো ভালই হবে,
আবার, মন্দ করলে—
তা'ও তেমনি
তামসত্যুতি নিয়ে
অমনতরভাবে
উৎক্ষিপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে ;
হওয়ার আবেগে করা আসে,
আর, করার নিষ্পাদনই হয়—
পাওয়াতে ;
তাই, সুনিষ্ঠ তাৎপর্য্যে কর—

নিষ্ঠানন্দিত অনুপ্রাণনা নিয়ে
অনুশীলন-তাৎপর্য্যে নিষ্পাদন ক'রে
তুমি কৃতী হ'য়ে ওঠ। ২২৮।

ভাবানুকম্পিতা যেখানে
বোধবাহী নয়কো—
যুক্তিযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে,
তা' অনর্থকই বুদ্ধিবৃত্তির কাছে। ২২৯।

ভাব
প্রকৃতিকে নিয়মন করে,
আর, প্রকৃতিই
অন্তঃস্থ ভাবের অভিব্যক্তি ;
ভাব মানেই 'ভূ'— হওয়া—
যা' প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হয়,
তাই, ভাবকে নিয়ন্ত্রিত করতে হ'লেই
করতে হবে তোমাকে
হাতেকলমে তা'—
মানস-উদ্দীপনায় সংস্থ হ'য়ে। ২৩০।

নিষ্ঠানিপুণ অন্তর্নিহিত চিন্তার
সংস্থিতি ও সংহতি
যেমনতর শিষ্ট,—
ভাবদীপ্তও
তদনুপাতিক
তেমনিই হ'য়ে থাকে। ২৩১।

যে-ভাবই হো'ক,
স্বার্থলুব্ধতাই যদি তা'র নিয়ামক হয়,
তা' কিন্তু নারকীয় ;
আর, শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিত্ব-গুণ-মুগ্ধ

অচ্ছেদ্য কৃতিচর্য্যা-পরায়ণ যদি হয়,
তা' কিন্তু স্বর্গীয়। ২৩২।

ভাবালুতা
যদি বাস্তব যুক্তিবাদকে
সমর্থন না করে,
বাস্তব সঙ্গতিশীল ক'রে না তোলে—
বিনায়িত নিয়মনায়,
সেগুলি
পাগলামিরই এক-এক রকমের রূপ ;
বুঝে চ'লো। ২৩৩।

বাস্তবতাকে এড়িয়ে ভাবুক হ'তে যেও না,
বাস্তবতার সহিত যে-ভাবের সঙ্গতি আছে,—
তদনুধ্যায়ী আবেগ নিয়ে চলা ভাল ;
নয়তো, তুমি আত্মনিয়মনী কর্ম্মসঙ্গতি
ও বোধবিন্যাস-তৎপরতাকে
ছন্ন ক'রে তুলবে,
তোমার ব্যাক্তিত্বও আকাশকুসুমধারণায়
অবশ হ'য়ে
বৈধী বিবর্ত্তনাকে হারিয়ে ফেলবে কিন্তু ;
ঈশ্বর ইচ্ছাময়,
বোধিসত্ত্ব,
বিধি-বিনায়িত বিবর্ত্তন-সম্বেগ। ২৩৪।

যে-ভাবে প্রভাবিত হ'য়ে
যেমনতর তৎপরতায় যা' করবে—
তা' অন্তঃস্থ বিভাবনায়
ক্রমান্বিত উদ্বেলনী

ভাব ও কৃতিতে
বিনায়িত হ'য়ে
তোমাকে
তজ্জাতীয় ক'রে তুলবে,
ভাব ও কৃতির
সঙ্গতিশীল তৎপরতাই
মানুষকে
আর, যা'কেই হো'ক—
তেমনতরই ক'রে তুলে' থাকে,
সে ভাবেও তেমনি—
সুখেই হো'ক
বা দুঃখেই হো'ক,
আর, তা'র সৃষ্টিও কিন্তু তেমনি। ২৩৫।

মস্তিষ্ক ও মনের বিকার—
যা' সত্তাকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,—
তা' করতেই পারে না কেউ,
যা' পারে না,
তা' সে করে—
বিক্ষোভবিদগ্ধ হ'য়ে
ভাববিকৃতির বিভ্রান্ত আচারে ;
তা'র মানেই—
তা'র জীবনদাঁড়া
অক্ষুব্ধ হ'য়ে নেইকো,
সে নিষ্ঠানন্দিত নয়কো,
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
তা'র নিষ্ঠাকে
পরিচর্য্যা করতে চায় না,
শ্রমসুখপ্রিয়তার আনন্দ তা'তে নেই ;
তামসগতি তা'কে
সংক্ষুব্ধ করবেই কি করবে। ২৩৬।

বিশেষ কোন অবস্থার সংঘাতে
ভাববৃত্তি ও মেধার সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
অন্তর্নিহিত নিষ্ঠা-অনুগতি
ও কৃতির উদ্দীপনী অভিভূতি নিয়ে
যেমনতর রকমে উপনীত হওয়া যায়—
তা'কেই বলে ভাবসিদ্ধি
বা স্বপ্নসিদ্ধি ;
স্বতঃসন্দীপ্ত ভাবদীপনায়
প্রবৃত্তির সঙ্গতি পেয়ে
বীজদেহের ভিতর যেগুলি
রেতঃসত্তায় সঙ্গতিশীল ছিল,
সেগুলি একটা বোধদীপ্তি নিয়ে
যে-বিষয়ের ভিতর-দিয়ে
প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল,—
তা'ই হ'ল বিভূতি,
তবে তা' সব যা'-কিছুকে নিয়ে নয়কো,—
বিশেষ রকমে বিশেষ দীপনায়
যা' হ'ল তাই-ই ;
তাই, কা'রও বিভূতি হ'তে পারে—
কিন্তু তা' জীবনকে বিন্যস্ত ক'রে তোলে
কমই ;
কারণ, তা'
আচরণের ভিতর-দিয়ে গজিয়ে ওঠেনি,
অনুধ্যায়নী অনুবেদনার
উৎক্রমণার ভিতর-দিয়ে
গজিয়ে ওঠেনি—
সর্ব্বতঃ-সঙ্গতি নিয়ে ;
স্বপ্নেও কা'রও কা'রও ও-রকম হয়,
তা'কে স্বপ্নসিদ্ধ বলে ;
তা'র পেছনেই থাকে
ঐ আগ্রহ-উদ্দীপ্ত নিষ্ঠা,

অনুকম্পী আনুগত্য,
আর থাকে কৃতি-সন্দীপনা,
যা' তা'কে সেই বিষয়ে
সুনিষ্ঠ আনুগত্যপূর্ণ কৃতি-অভিদীপ্ত ক'রে রাখে,
এই হ'চ্ছে ভাবসিদ্ধ
বা স্বপ্নসিদ্ধের বিশেষত্ব। ২৩৭।

ভাবের উন্মাদনাই
মানুষের অন্তরকে
ভাব-উদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
ভাব মানেই হ'চ্ছে—
হওয়ার আবেগ ;
তুমি যে-ভাবকে
যেমনতরভাবে
তোমার অন্তরে
সংস্থ ক'রে রাখবে—
অন্তঃস্থ সেই ভাবই
তোমার প্রবৃত্তিকে
তেমনতর উস্কে দিয়ে
তা'ই করাবে ;
করতে হ'লে চাই—
ভাব-উন্মাদনা,
সেই ভাব-উন্মাদনাই হ'চ্ছে
করার আবেগ ;
এই ভাবকে রাখতে হ'লে
ভাবেতে যদি
শিষ্ট নিষ্ঠা না থাকে,
দক্ষ উদ্দীপনা না থাকে,
আবেগভরা অনুবেদনা না থাকে,
সে ভাব
কৃতিকে

সন্দীপ্ত ক'রে তুলতে পারবে না,
করার আবেগকে
সংবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারবে না ;
করার ভিতর-দিয়েই
মানুষ হয়,
তুমি যেমনতর যা' হ'তে চাও—
তেমনতর তা'তে
ভাবী হ'য়ে চল,
করার যে-ফল—
সেই ফলই
সুরভিত হ'য়ে উঠে
সন্দীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে—
কৃতি-অনুপাতিক তাৎপর্য্যে ;
ভালই চাও যদি—
শিষ্ট সুষ্ঠু ভাবমুখী হ'য়ে চল,
আর, করও তেমনি
অনুশীলনী উৎসর্জ্জনায়। ২৩৮।

শুধু ভাবালু হ'লেই হবে না কিন্তু,
নিষ্ঠানন্দিত
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগে
তা'কে দক্ষ
স্ফীতি-সন্দীপ্ত ক'রে তোল—
শ্রমপ্রিয় তাৎপর্য্যে
উচ্ছল ক'রে ;
যা' করতে হবে,
সেগুলি
হাতেকলমে নিষ্পাদন কর—
যেখানে যেমন ক'রে তা' প্রয়োজন ;
তোমার নিষ্ঠা কিন্তু
এই ভাবসন্দীপনী তৎপরতাকে

প্রদীপ্ত ক'রে রাখে,
অনুগতি-তৎপর ক'রে রাখে,
কৃতিসন্বেগী ক'রে রাখে ;
এমনি ক'রেই
চলতে থাক—
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
বিহিত বিবেচনা ক'রে ;
এই হ'চ্ছে—
পারগতার জীবনসন্দীপী দীপ্তি—
—যে-দীপ্তি
তোমার আচার-ব্যবহার,
চালচলন যা'-কিছুকে
তেমনই শিষ্ট,
নিষ্ঠ,
সুষ্ঠু, সুন্দর ক'রে
প্রত্যেকের হৃদয়কে স্পর্শ করে ;—
—যে-স্পর্শে তা'রা
তোমার ভাবে
ভাবান্বিত হ'য়ে
উচ্ছল-উদ্যম হ'য়ে ওঠে—
নিজেকে
শুভ-সন্দীপনায় সঞ্চারিত ক'রে ;
এই কিন্তু পারগতার তুক ;
করণ ও কার্য্যে
সবার ভিতর-দিয়ে
যদি এমনতর
মিতালি ক'রে না তুলতে পার—
হওয়া কিন্তু
সুদূরেই প'ড়ে রইবে ;
ভাব-সন্দীপনায় উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
কৃতি-সন্দীপনায় সক্রিয় হ'য়ে ওঠ,

নিষ্পাদনায়
সেগুলি ইষ্টার্থে আহুতি দাও ;
দেখবে—
হিরণ্যগর্ভ
তোমার শরীর ও মনকে
সুসঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে
কী বিভব-বিভূতিতে
সক্রিয় উদ্দাম ক'রে তুলছেন ! ২৩৯ ।

'স্ব' যে-ভাবে
যে-রকমের ভিতর-দিয়ে উদ্ভাসিত হ'য়ে
তোমার সুসঙ্গত, একানুধ্যায়ী,
সন্ধিৎসু বোধিবীক্ষণায়
পরিধৃত হ'য়ে উঠেছে,
তা'ই কিন্তু 'স্ব'-এর স্বরূপ,
তা' যেখানে যেমনতর ক'রেই হো'ক না কেন ;
রূপ মানেই কিন্তু আকৃতি, ব্যক্তভাব। ২৪০ ।

অস্তিত্বের স্বভাব আছে,
তাই, স্বভাবেরই আছে প্রকৃতি,
তা'র মানে—
অস্তিত্বের স্বভাবই প্রকৃতি ;
প্রকৃতিকে তুমি
হওয়ার আগ্রহ নিয়ে
যেমনতর বিন্যাস ক'রে তুলবে —
তোমার চলন-চরিত্র,
বোধবিবেচনাও
তেমনি হ'য়ে উঠবে ;
যে উৎসর্জ্জনায়
তুমি-সহ ভরদুনিয়াটার সৃষ্টি হয়েছে—
তা'ও তা'র প্রকৃতি,

আর, প্রকৃতির যা' স্বভাব—
সেই স্বভাবেই তুমি অধিষ্ঠিত ;
আমি বলি —
প্রতিটি সত্তাই বিভু,—
যিনি বিহিত স্থলে
বিহিতভাবে
যেমন হ'য়ে থাকেন ;
আর, বিধাতা হ'চ্ছেন তিনি—
যেমন ক'রে
যে-সংবেদনায়
তিনি সবাইকে ধারণ ক'রে আছেন ;
আর, বিধি হ'চ্ছে তা'ই—
যে-বিধিরই
ঐ অস্তিত্বকে
যিনি যেমন ক'রে
ধারণ-পালন ক'রে থাকেন ;
তাই, বিধি মানে বি—ধা,
বিহিতভাবে ধারণ করা ;
এই বিধি যিনি—
তিনি সত্তায় বিভু ;
সাত্বত বিধিবিনায়িত হও—
উৎক্রমণশীল তাৎপর্য্যে,
তুমি হয়তো অমরত্ব পেতে পার ;
আর, ঐ বিধিকে যদি
ব্যতিক্রমত্বষ্ট ক'রে তোল—
তা' যতটুকু হো'ক না কেন—
অস্তিত্ব হ'তে
তুমি ব্যর্থও হবে ততটুকু ;
বোঝ,
আর বুঝে যা' ভাল হয়—
তা'ই কর। ২৪১।

সত্তার প্রকৃতি
স্বভাবে উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ স্বভাবই
নিজেকে হইয়ে করিয়ে তোলে,
এই হইয়ে তোলার ব্যাপার হ'তেই
যা'-কিছু হ'য়ে ওঠে,
কিন্তু তা'র অন্তরে নিহিত থাকে—
ঐ সাত্ত্বিক সম্বেগ,
ঐ ধারণপালনী সম্বেগ ;
এই সত্তাকে
নিবিষ্ট নিয়মনায়
আরোতে উদ্দীপ্ত হ'তে হ'লেই
ঐ নিজ প্রকৃতিতেই
আরব্ধ হ'তে হবে,
আরব্ধ হ'য়ে
আরোতে পর্য্যবসিত হ'তে হবে,
এমনি ক'রেই
হওয়ায় হ'য়ে চলেছে ভর-দুনিয়াটা ;
যদি সত্তায়
প্রকৃতি না থাকত—
তবে স্বভাবেরও
কোন প্রয়োজন ছিল না,
আর, স্ব-এর ভাবই
স্ব-কে
নানারকমে
পর্য্যবসিত ক'রে তুলেছে ;
স্ব-এর ভাব যেখানে
সাত্বত নন্দনা-মণ্ডিত,—
সেখানে তা'
সার্থক শীলসম্পদের
সৃষ্টি ক'রে থাকে ;

তা' যেখানে নয়—
তদনুগ যেমনতর
সৃষ্টি হওয়া উচিত,
তাই-ই হ'য়ে থাকে ;
আর, ঐ হওয়াই
সেই সত্তাকে
নানারকমে পরিপ্লাবিত ক'রে
এক হ'তে বহুতে
পর্য্যবসিত হয়েছে ;
সত্তা—
চিরদিনই স্থাস্নু,
প্রকৃতি—
চিরদিনই চরিষ্ণু ;
কিন্তু সত্তারই প্রকৃতি,
তিনি স্থির থেকেও
তাঁ'র প্রকৃতির উৎসারণী তাৎপর্য্যে
বহুতে পর্য্যবসিত হ'য়ে
বহু রকমারি রকমে
নিজেকে বিনায়িত ক'রে
উধাও উদ্দীপনায়
অনন্তের দিকে চলৎশীল ;
এই চলৎশীলতা—
ঐ চর যিনি
ঐ প্রকৃতি যিনি—
তাঁ'কেই কিন্তু আশ্রয় ক'রে,
আর, প্রকৃতিতেই থাকেন তিনি নিবিষ্ট ;
এই নিবিষ্ট প্রকৃতিই
উপযুক্ততা-অনুসারে
যেখানে যেমন বিহিত—
তেমনিভাবেই
হ'য়ে থাকেন

ও বৰ্দ্ধিত হ'তে থাকেন ;
এই হওয়াই
বর্দ্ধনায় বিভূষিত হ'য়ে
বিরাট বিভবের সৃষ্টি ক'রে চ'লে থাকে ;
তুমি তাঁ'তে নিবিষ্ট হও,
ঐ তাঁ'রই প্রকৃতি
তোমাকে সাহায্য করবে—
তাঁ'তে সংহত হ'তে ;
তুমি স্বস্থ হ'য়ে উঠবে,
সন্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে—
জীবনীয় তাৎপর্য্যে
অমৃত-প্রসারিণী হ'য়ে ;
প্রসাধন হবে তোমার—
বিধিবিনায়িত জীবনীয় তাৎপর্য্যে
তাঁ'কে
বিহিত সম্বর্দ্ধনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
সম্বুদ্ধ ক'রে
শম্ভুত্বে সন্দীপিত হ'য়ে ওঠা,
এই শম্ভুকেই তো আমরা
শিব ব'লে থাকি,
আর, শিব তো স্বয়ম্ভু,—
এই ব'লেই জানি ;
আর, স্বয়ম্ভু তিনি—
যিনি স্বতঃ-সন্দীপনায়
শুভ তৎপরতায়
নিজে-নিজেই গজিয়ে ওঠেন—
তাঁ'রই অন্তঃস্থ প্রকৃতির পরিচর্য্যায় ;
আর, তাইতো আমাদের কাছে
শিব-দুর্গা—
পিতামাতা,

শিব—
বিশ্বপিতা,
দুর্গা—
জগজ্জননী। ২৪২।

অন্তঃস্থ হওয়ার আবেগকেই
ভাব বলে,
যখন যেখানে যেমনতর সংঘাত পায়—
ভাবও তেমনতর
শরীর ও মনকে
বিনায়িত ক'রে থাকে—
যেমনতর সে পারে যেখানে,
বিধানের সম্বেদনে
আগ্রহ-উন্মাদনায়
অস্তিত্বকে
তেমনতরই বিনায়িত ক'রে থাকে—
ভাবদীপ্ত তাৎপর্য্য
যখন যেখানে যেমনতর;
তাই, সত্তা নিয়ে চলতে হ'লে
ভাবশুদ্ধির অত প্রয়োজন,
বোধবিনায়নী তৎপরতা
যেমন যা'র আছে—
তা'ই নিয়ে
তেমনিভাবেই সে
অস্তিত্বকে বিনায়িত করে;
ভাবশুদ্ধি মানেই হ'চ্ছে—
ঐ ভাবসম্বেদনায়
নিজেকে সুসংশ্লিষ্ট ক'রে
তা'রই উৎসারণী তাৎপর্য্যে
কৃতিতপা হ'য়ে
যেমনতর যেখানে বিধান

সেই কৃতকার্য্যতার সহিত
তা'কে নিষ্পাদন ক'রে চলা,
ব্যতিক্রমের খাদ থাকলে
বোধবৃত্তিও
খাদসমন্বিত হ'য়ে ওঠে,
তা'র অনুচলনেও থাকে
তেমনতর খাঁকতি,
প্রচলন ও ফলেরও খাঁকতি
তেমনতর হ'য়ে থাকে ;
তাই, মনীষীরা, ঋষিরা
ভাববৃত্তিদেবতার কথা
অর্থাৎ, ভাববৃত্তিদ্যুতির কথা
দীপ্ত স্ফুরণায়
অনেক রকমে
অনেক কিছু বলেছেন,
তাই, ভাব মানেই হ'চ্ছে—
হওয়ার আবেগ,
হওয়ার আগ্রহ—
কৃতিসন্দীপ্ত অনুচলনে,
বোধদ্যুতির বিনায়নী উৎসারণায়। ২৪৩।

মহৎরা ব'লে থাকেন—
'যা'র যৈসে ভাব ঐসে উত্তম
তটস্থ হঞা বিচারিলে—আছে তর-তম',
তটস্থ মানে আমি বুঝি—
তীরস্থ, নিকটস্থ,
যেখানে দাঁড়িয়ে
যা'র যা'-কিছুকে দেখা যায়—
বিহিত বিবেকী তাৎপর্য্য নিয়ে ;
ভাব মানেই—

হওয়ার আবেগ,
যে যেমন হ'তে চায়—
করার আগ্রহ-অনুচলন তেমনতরই হয় ;
যা' হয়েছে—
যেমন ক'রে হ'তে হয়
তাই-ই হয়েছে,
তা'কে দেখতেই যদি চাও—
তা'কে বুঝতেই যদি চাও—
বিবেক-বিচারণায়
উপলব্ধি করতে চাও—
তা' শোনাতেও হবে না,
শুধু দেখাতেও হবে না,
তটস্থ যদি না হও—
তটস্থ হ'য়ে
তা'র সার্থকতাকে যদি না বোঝ—
তা'র অস্তিত্বকে
উপলব্ধি যদি না কর—
হওয়ার বিকিরণাগুলিকে
দেখে-শুনে-বুঝে
বিহিতভাবে বিনায়িত ক'রে
সার্থক তাৎপর্য্যে
তা'কে যদি
যথাযথ নিতে না পার—
তা'কে বিচার ক'রে দেখা হবে না,
বিবেচনায় বিন্যাস ক'রে দেখা হবে না,
তাৎপর্য্যের বিকিরণাগুলিকে
উচ্ছল অনুবেদনায়
অনুভব ক'রে
সার্থক হ'তে পারবে না,
সন্দীপনী উর্জ্জী তাৎপর্য্যগুলিকে
বোধ ক'রে

নিজে বিধায়িত হ'য়ে উঠতে পারবে না ;
তাই, যা'ই কেন হো'ক না,—
যদি দেখতে চাও
বুঝতে চাও
ধরতে চাও—
তা'কে তটস্থ হ'য়েই বোধ কর,
বিচার কর,
তবে তো দেখা হবে !
তবে তো বোঝা হবে !
তারতম্য যা'-কিছু আছে—
তা'কে তো তখন
তেমনি ক'রে
অনুধাবন করতে পারবে !
দৃষ্টির ঢিল ছুঁড়ে দেখলেই
দেখা হয় না,
নিবিষ্ট তাৎপর্য্যে
হৃদ্যতা নিয়ে
যদি না দেখ—
না নিকটে থাক—
দাঁড়াও—
কী বুঝতে কী বুঝবে
তা'রই ঠিক নেইকো !
তাই বলি—
প্রীতিসন্দীপনা নিয়ে
উল্লোল অনুবেদনা নিয়ে
সেগুলিকে অনুভব কর—
তবে তো ?
তা' না হ'লে হবে—
'দেখে এলাম কলাগাছে
কাঁঠাল ফলেছে থোকা-থোকা' । ২৪৪ ।

ভাব যদি
সক্রিয় শিষ্ট না হয়—
সুষ্ঠু সন্দীপনা নিয়ে,—
যা' তোমাকে
স্থিরকর্ম্মী ক'রে রাখে,
বা অন্যেরও সদ্-বান্ধবতা
তোমার সাথে অক্ষুণ্ণ ক'রে রাখে,—
নিজেকে এমনতরভাবে
যদি বিনায়িত ক'রে না তোলে—
তাহ'লে, আজ দয়া পেয়ে
দুদিন পরে আর পেলে না,
আজ দয়া আছে,
কাল তা' নাই,
তোমার ভাবালুতা
অক্রিয় আবেশ নিয়ে চলে মাত্র—
যা' লোকহৃদয়কে
উদ্বুদ্ধ ও নন্দিত ক'রে তোলে না,
সংরক্ষণী পালন-তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
'দয়া'-শব্দের ধাতুগত অর্থ—
যা' সক্রিয় হ'লেই 'দয়া' বলে। ২৪৫।

যে-সম্বেগ
জীবন-চেতনাকে
বা জীবন-গতিকে
এক-কথায়-বিধানকে
সঞ্জীবিত রাখে,
সচেতন রাখে—
সংরক্ষণায়,
পালন-পোষণায়,
পুষ্টি সংগ্রহ ক'রে—
তা'ই তো দয়া;

দয়া মানেই হ'চ্ছে—
ঐ গতি,
ঐ সংরক্ষণা,
ঐ পরিপালনা,
ধারণ-পালনী অনুগ্রহ-উৎসর্জ্জনা,—
অর্থাৎ, বস্তুকে
যা' অধিকার ক'রে
বাস্তব ক'রে রাখে ;
আর, তা'র উৎসই দয়াময়। ২৪৬।

দয়া ক'রেই
দয়া কুড়িয়ে নিতে হয়,
তোমার দয়ার আন্তরিকতা
যতই সক্রিয়—
অন্তঃকরণও তেমনতরই
অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
ঐ অভিদীপনাই হ'চ্ছে—
দয়ালের তেমনতর আবির্ভাব
তোমার ভিতরে ;
দয়া ক'রে যদি দয়াকে
কুড়িয়ে নিতে না জান—
কৃতিহীন ক্লীব দয়ার চাহিদা
তোমাকে
সেবারাগশূন্য ক্লীবত্বেই
পরিণত ক'রে তোলে ;
তাই, দয়া যদি চাও—
তোমার অন্তঃস্থ দয়ার অবদান
লোককে দাও,
কর,—
চর্য্যানিপুণ তৎপরতায়
শিষ্ট অনুবেদনা নিয়ে,

ইষ্টার্থপরায়ণ পরিচর্য্যা নিয়ে,
দয়া উচ্ছল হ'য়ে উঠবে তোমাতে,
আর, দয়ার বিভব-বিভূতিও
তেমনি জমায়েত হবে
তোমার ব্যক্তিত্বে ;
আবার, ঐ সার্থকতায় অর্থান্বিত হ'য়ে
হয়তো অনেক ভাগ্যবান
দয়ার অধিকারী হ'য়ে উঠবে ! ২৪৭ ।

যিনি দয়াল—
তোমরা যাঁ'কে দয়াল ব'লে জান—
নিবিষ্ট নিষ্ঠায়
যদি তাঁ'কে অনুসরণ না কর,
তাঁ'র নিদেশ পালন না কর,—
তাঁ'র দয়ার দ্যুতি
তোমার ব্যক্তিত্বের
ব্যাহৃতি-বিভবগুলি
সংগ্রাহী তাৎপর্য্যে
সন্দীপিত ক'রে
তোমাকে বোধবিৎ ক'রে তুলবে না,
ধীমান ক'রে তুলবে না,
এলোমেলো
ব্যতিক্রমদুষ্টই হ'য়ে উঠবে ;
তাঁ'র প্রতি অস্খলিত নিষ্ঠা নিয়ে
মান-অপমান-তাড়ন-পীড়ন-ভর্ৎসনায়
নিটোল নিবিষ্ট হ'য়ে
লাগোয়া থাকা তাঁ'তে—
ঐ পথেই তো
দয়ার স্রোত ভেসে আসে,
আর, তা'
তোমার ব্যক্তিত্বকেও

তেমনই ক'রে তোলে,
তুমি সার্থক হ'য়ে ওঠ—
তাঁ'তে। ২৪৮।

তুমি ভেবো না,
পরমপুরুষ যিনি—
নিজেই দয়ী,
দয়াই তাঁ'র উৎসর্জ্জনা,
দয়া তাঁ'র ভিতর নিহিত আছেই ;
আমরা দয়াকে যখন
পঙ্কিল ক'রে তুলি,
বিকৃত ক'রে তুলি,
বিধ্বস্ত ক'রে তুলি—
দয়ার আশা
আমাদের অন্তস্তলে
খিন্ন হ'য়ে ওঠে,
দয়া
স্বতঃসন্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না,
জীর্ণ জাগরণে দিন কাটিয়ে থাকি,
অনবদ্য উর্জ্জনার উচ্ছ্বাস হ'তে
বঞ্চিত হই ;
আমাদের বিধান
বহুল ক্রিয়াশীল হ'লেও—
একায়িত
উৎসর্জ্জনী উদ্দীপনা নিয়েই
মানুষ
হ'য়ে উঠেছে,
এই মনুষ্যত্বের বিকৃতি
যতই তিরোহিত হ'তে থাকবে,—
সুকৃতিতে

মানুষও ততই
স্বস্থ হ'য়ে উঠবে ;
আমি মনে করি—
তা'তে দয়ার প্লাবনও
অঢেল হ'য়ে উঠবে। ২৪৯।

তোমার অন্তর্নিহিত অনুকল্পনা
যা' সুসঙ্গতি নিয়ে
প্রত্যয়ের ভিত্তিতে দাঁড়িয়েছে,
অথচ বাস্তবায়িত হয়নি,
তা'কে সুসঙ্গত নিষ্পন্নতায়
বোধায়িত অভিব্যক্তিতে
বাস্তবে মূর্ত্ত করাই হ'চ্ছে —
সেই অনুকল্পনার সার্থকতা ;
নয়তো, তা' ব্যর্থ, অসঙ্গত, ভ্রাম্যমাণ চিন্তা ছাড়া
আর কিছুই নয়। ২৫০।

তোমার
লক্ষ্যহারা কত বাসনাই
ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছে,
আর, তা'
তোমার কৃতিকেও
অমনতরভাবে
বিনায়িত ক'রে রেখেছে
বা তুলছে ;
তুমি সব দিক-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে
ইষ্টনিষ্ঠ হও—
আনুগত্য কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তার
স্রোতদীপ্ত বীচি-উৎসর্জ্জনায়,

আর, তা'
সার্থক ক'রে তোল—
তোমার ঐ শ্রেয়নিষ্ঠ ঊর্জ্জনার
সার্থক অনুদীপনায়,
এমনি ক'রেই
সুষ্ঠু বাসনাগুলিকে
সার্থক ক'রে তোল,
আর, কাজেও তেমনি ক'রে চল ;
এমনতর করতে করতে
দেখতে পাবে—
তোমার বাসনাগুলি
লক্ষ্যহারা হ'চ্ছে না,
বিপথে বিভ্রান্ত হ'য়ে উঠছে না,
সুযুক্ত সন্দীপনায়
শ্রেয়-সার্থকতায়
সেগুলি বিনায়িত হ'য়ে
স্বস্তির শুভ আরতিতে
তোমাদিগকে নন্দিত ক'রে তুলছে ;
ভ্রান্তির ছলনায়
তুমি ভুলবে কমই। ২৫১।

যখনই দেখবে—
কোন চিন্তানুদীপনা
বাস্তবতাকে
সুচারুভাবে
বিনায়িত করতে পারছে না—
যথাযথ তাৎপর্য্যে,
বাস্তব নিষ্পন্নতার
বিকৃত সঙ্গতি সৃষ্টি ক'রে,
নানা রকমারির আমদানী করে,—

তা' কিন্তু
বিকৃত চিন্তারই লক্ষণ। ২৫২।

কোন সংঘাত যখন
চিৎকে আন্দোলিত করে—
তখনই আসে চিন্তা,
ঐ চিন্তা যখন কোন বিষয়ে
ব্যাপৃত হ'য়ে
ঘনীভূত হ'য়ে উঠতে থাকে—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তখনই হয় ভাব,
আর, ভাব মানেই হওয়া ;
এই ভাব ব্যক্তিসত্তাকে
রঙ্গিল ক'রে তুলে
তৎক্রিয়াসম্পন্ন ক'রে তোলে—
অন্তরে-বাহিরে
সুসঙ্গতি উদ্দীপন-অনুস্রোতা হ'য়ে ;
তখনই চরিত্রে
চলৎ-দীপনায় তা' ফুটন্ত হ'য়ে থাকে ;
এই চরিত্রই হ'চ্ছে—
ব্যক্তিত্বের প্রকৃষ্ট স্ফোটনা,
আর, সত্তায় পরিশোষিত হ'য়ে
যখনই তা' ঘনায়িত হয়,
ব্যক্তিত্বে ঐ ভাব তখনই
প্রকৃষ্টভাবে সিদ্ধিলাভ ক'রে
অভ্যস্ত হ'য়ে
সংগ্রথিত হয়। ২৫৩।

কুচিন্তা ও কুকর্ম্ম
বিধানের বিধৃতিকে
ব্যত্যয়ী ও বিকৃত ক'রে

অর্থাৎ, ক্ষতিগ্রস্ত ক'রে
অল্পবিস্তর বৈধানিক বিকৃতি সৃষ্টি করে—
যেখানে যেমনতর সম্ভব,
যা'র ফলে, আয়ুকেও
সঙ্গতিহারা বিকৃতির মাধ্যমে ফেলে
জীবনকে দুঃস্থ
ও অল্প দিনেই বিনাশশীল ক'রে তোলে—
বিন্যাসের স্বতঃসঙ্গতিকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে ;
তাই, সাত্বত চিন্তা,
সাত্বত চলনকে
ইষ্টায়িত অনুস্রোতা ক'রে
আত্মনিয়ন্ত্রণ করাই
স্বস্তিলাভের প্রশস্ত পন্থা। ২৫৪।

আন্তরিক চিন্তা-অনুভব
নিষ্ঠানিপুণ অনুরাগের সহিত
বোধদীপ্ত হ'য়ে
যখন বিহিত তাৎপর্য্যে
ভাবদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তখনই
বাস্তব পরিপ্রেক্ষা নিয়ে
যে-সমস্ত বিষয়
অন্তশ্চক্ষুর বাস্তব ভাবদীপনায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
তা'ই তা'র অন্তর-আবির্ভাব—
বিহিত বিন্যাস-সহ,
অন্তর-ঊর্জ্জনার
দীপন তাৎপর্য্যে,
যা'র ফলে—
যা' তা'র উপাস্য

তা' প্রতিভাত হ'য়ে
অন্তর-দৃষ্টিতে
তেমনি তাৎপর্য্যে
অনুভূত হয় বা দেখা যায় ;
ঐ তো—
অন্তরদেবতার
ভাবনিয়মনী বিকাশ। ২৫৫।

বোধবিনায়নী তাৎপর্য্যে
তোমার মানসগতিগুলিকে
বিনায়িত ক'রে
সংশুদ্ধ ক'রে নাও,
সেই বিনায়িত মানসগতি—
যা' তোমার অন্তরে
বিক্ষোভ সৃষ্টি করছিল
সেগুলিকে
ক্ষুব্ধ ক'রে না তুলে
শিষ্ট সম্বেদনায়
সরল ক'রে তোল—
লোকহিতী তাৎপর্য্যে,
এমনি ক'রেই
তোমার সহ্যশক্তিকে বাড়িয়ে তোল,
অন্তঃকরণের অভিশপ্ত যা'-কিছু
সেগুলিকে
শিষ্ট বিধিবিধায়িত ক'রে
তোমার সুস্থি-সম্পদ্‌কে বাড়িয়ে তোল,
এবং লোকের সাথেও
ক্ষুব্ধ ব্যবহার না ক'রে
আশাসন্দীপনী তৎপরতায়
যা'তে তা'রা শিষ্ট হ'য়ে ওঠে

এমনতরভাবে বিনায়িত কর—
বিহিত পরিচর্য্যায় ;
দেখবে—
স্বস্তি ক্রমেই
তোমার দিকে এগিয়ে আসছে,
আর, সংক্ষুব্ধতাও
ক্ষুব্ধ সম্বেগ এড়িয়ে
স্বস্থ হ'য়ে উঠছে,
আর, এগুলিকে করবে
কৃতি-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে,
তাহ'লে—
ব্যতিক্রমী অনুচলনগুলি
ঐ চেষ্টার ফলে
ক্রমহারা হবে কমই,
তৃপ্তিও পাবে তুমি। ২৫৬।

মানুষ যা' চিন্তা করে—
যা' তা'র কাছে
সুখের, বেদনার—
সেই সুখ বা বেদনার বিন্যাস-বিভূতি
যা' তা'র পক্ষে
মাঙ্গলিক ব'লে মনে করে,
লোভনীয় ব'লে মনে করে,
নিবিষ্ট হ'য়ে ওঠে যা'তে—
ভাবদ্যোতনায়
মজুত হয় সেগুলি সব,
সেই ভাবস্ফীতি আবার
কৃতিসম্বেগকে উস্কে তুলে
বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করে,
আর, যা' তা' নয়—
তা' সুখই হো'ক

আর, বেদনাই হো'ক—
আগ্রহশীল কৃতিসম্বেগে
সেগুলি তা'র কাছে উপস্থিত হয় না,
সে করেও না তেমন ;
কতকগুলি মুখে বলে,
আবার এমনও আছে
যে, তা'ও বলে না,
তাই, ভাব মানেই হ'চ্ছে—
হওয়ার আবেগ,
ভাববিনায়িত তাৎপর্য্যে
যা'
হওয়ার আবেগে উপস্থিত হয়,
সেগুলি
বাস্তবে মূর্ত্ত ক'রে
সে তৃপ্তিলাভ করে,
এমনি ক'রেই
আগ্রহের সহিত
সে আরো-আরোর পথে
চলতে থাকে,—
এটা যেমনতর তা'র অন্তরে
নিবিষ্ট হ'য়ে থাকে—
তেমনতরভাবে
বোধবিকাশ নিয়ে ;
তাই, ভালকে সুষ্ঠু ক'রে
মন্দকে শুভে বিনায়িত ক'রে
সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
তোমার ভাবকে
শুদ্ধ ক'রে তুলো,
করায়
সেগুলিকে সিদ্ধ ক'রে তোল—
সুন্দর সন্দীপনায়,

উৎসৃজনী নন্দনায়,
নজর রেখো—
সেগুলি
অন্যের পক্ষে আবার
তুষ্ট না হ'য়ে ওঠে ;
তোমার ঐ সিদ্ধ ভাব
শিষ্ট হ'য়ে
তোমাকে নন্দিত করবে,
পরিবেশকেও
আপ্যায়িত ক'রে তুলবে,
স্ফীত-সুন্দর ক'রে তুলবে। ২৫৭।

মানুষ,
মানুষ কেন ?—
যে-কোন প্রাণীরই হো'ক না কেন—
কিছু চাইতে গেলে
বা করতে গেলে
মনে তজ্জাতীয় চিন্তা এসেই থাকে,
ঐ করার ঝোঁককে
বা পাওয়ার ঝোঁককে
বা হওয়ার ঝোঁককে
সে
অন্তরে মূর্ত্ত ক'রে তোলে—
একটা বাস্তব ভাবসম্বেগসিদ্ধ ক'রে,
তা' একলহমা হ'তে
চিন্তা তা'র যত দূরে যায়—
হয় ভাল
না-হয় মন্দ—
যা'ই হো'ক না কেন
সে তা' চিন্তা ক'রেই থাকে,

সে-ভাবের ছবি
তা'র অন্তরে
ক্রমশঃই পুষ্ট হ'তে থাকে,
পরিচ্ছন্ন হ'তে থাকে,
আর, ঐ আবেগ থেকেই আসে
করা—
তজ্জাতীয় ভজন-উদ্দীপনা,
এর ফলেই
তা'র অন্তরে
সেই রকমের প্রতিফলনও হ'তে থাকে,
সে-প্রতিফলন
যতই আপ্তীকৃত হ'য়ে ওঠে—
ততই সে তা'তে
সম্বুদ্ধ সম্বেগ নিয়ে চলতে থাকে—
একটা করার ঝোঁকে
বা পাওয়ার ঝোঁকে
বা হওয়ার ঝোঁকে,
আর, তদনুগ ভাবেই
সে করতে যায়,
ক'রেও ফেলে—
তা' যে যেটুকু
যে-পরিমাণ পারে ;
সেই অন্তঃস্থ ভাবদ্যুতি
যে-মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে
তা'র অন্তরের ঐ সম্বেগকে
বিনায়িত ক'রে তুলে থাকে—
তা'তে সে তৃপ্তি পায়
বা বেদনারও অধিকৃতি এসে
তা'কে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে ;
এই ভাব-অনুগ
বিদীপ্ত স্মিত-সন্দীপনার ভিতর-দিয়েই

সে অন্তরে তা'কে
সংস্থাপিত করে,
এমন একটা প্রত্যক্ষ ক'রে ফেলে—
বহিশ্চক্ষুতে যা' দেখে,
তা'র অন্তরেও তা'ই পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে—
সুব্যক্ত সন্দীপনা নিয়ে
বাস্তব তাৎপর্য্যে,—
তা' ভালরই হো'ক
আর মন্দেরই হো'ক ;
তাই, কিছু করতে গেলেই
মননের প্রয়োজন,
মননের ভিতর-দিয়েই
সে বিবেচনা করে,
বিবেচনা যদি
কুৎসিত রাগরঞ্জিত হয়—
সে কুৎসিত পথে চলে,
আর, শুভপন্থী যদি হ'য়ে ওঠে—
সে শুভের পথেই চলতে থাকে,
ভাবদ্যুতি
এমনি ক'রেই
তা'র অন্তরে উদ্দীপ্ত হ'য়ে
তৃপ্তি বা ক্ষতির কারণ হ'য়ে ওঠে ;
এই ভাবই
কৃতিপথে
তা'র অর্থ ও প্রাপ্তির সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে
পুণ্যসন্দীপী ক'রে তোলে,
কিংবা পাপপঙ্কিল ক'রে
মানুষকে
জাহান্নমের দিকে টেনে নিয়ে যায় ;
তাই, ভাবকে শুদ্ধ কর,

সে যেন কোনরকমেই
ব্যতিক্রমতুষ্ট না হয়,
ব্যতিক্রমতুষ্ট হ'লেই
তুমিও ব্যতিক্রান্ত হবেই—
তা'তে সন্দেহ কমই আছে। ২৫৮।

দুঃখই
সুখের চেতনা এনে দেয়। ২৫৯।

আনন্দ যদি আসে,
দুঃখও আসবে—
যদি তা'কে নিরোধ না কর
বৈধী বিধায়নায়
বিহিত ব্যবস্থা নিয়ে—
কি-অন্তরে কি-বাহিরে। ২৬০।

আধিভৌতিক, আধিদৈবিক,
আধ্যাত্মিক দুঃখদ যা'-কিছুকে
বিনায়িত ক'রে
পূরয়মাণ স্বস্তিপ্রসূ ক'রে তুলে
পরমপুরুষে অর্থান্বিত ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির
পরম পন্থা,
আর, তা'ই হ'চ্ছে পরমপুরুষার্থ। ২৬১।

শ্রেয়ার্থসন্দীপী দুঃখ
সুখ-সম্বেগকে সক্রিয় ক'রে তোলে,
আর, বিরহ
মিলন-আকূতিকে উদ্গ্রীব ক'রে তোলে,
আবার, এই সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলনের ভিতর-দিয়ে
উদ্দীপ্ত আগ্রহ-অনুরতি

ব্যক্তিত্বকে বিশাল ক'রে তোলে—
বোধায়নী তাৎপর্য্যে,
কৃতি-সন্দীপনায় ;
নতুবা, ঐ সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ
জীবনের জৈবী-সংহতিকে দীর্ণ ক'রে
বিদারণশীল ক'রে তোলে। ২৬২ ।

তোমার সমস্ত করা,
সমস্ত বলা,
সমস্ত জীবন,
সমস্ত প্রচেষ্টা
সবগুলি যখন সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
পরমপুরুষে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
অর্থবান হ'য়ে ওঠে,
তা'র থেকে পুরুষার্থ আর কী আছে ?
তা'তে লাখ দুঃখের ভিতরও
জীবন আনন্দোচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ তো পরমানন্দ। ২৬৩ ।

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি
বা সুখে অনন্ত স্বর্গবাস—
জীবনের কাম্য কিন্তু তা' নয়,
জীবন চায়
শ্রদ্ধোষিত উচ্ছল তর্পণায়
সুকেন্দ্রিক অনুশীলন-তৎপরতার ভিতর-দিয়ে
সুসঙ্গত আত্মনিয়মনী তাৎপর্য্যে
যা'-কিছুকে
সম্বর্দ্ধনার পথে পরিচালিত ক'রে
সার্থক নন্দনায়
আপূরিত ক'রে তুলতে নিজেকে
ঈশ্বরে—

অনুকম্পী আত্মনিবেদনী
অভিসারী দীপ্ত সম্বেগের ভিতর-দিয়ে,
তৎপর জীবন-যাগ-হোমের
উচ্ছল আত্মাহুতিতে ;
আর, উপভোগ ঐখানেই,
আনন্দ ঐখানেই,
কর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও বোধির
সাম্য-সংহত দীপনজ্যোতি ঐখানেই ;
তাই, রাগদীপনী অনুবেদনা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
তোমার সমস্ত প্রবৃত্তি,
সমস্ত শক্তি,
সমস্ত অনুকম্পী আবেগকে
সুসংহত তৎপরতায়
ইষ্টানুধ্যায়ী তত্ত্বপচয়ী অনুশীলনায়
নিয়োজিত কর,
আর, তা' হ'তে যা' আসে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে আহরণ কর—
অর্থান্বিত ক'রে যা'-কিছুকে
পারস্পরিক যোগসূত্র-নিবদ্ধতায়,
উদ্দীপ্ত আবেগ নিয়ে,
সুকেন্দ্রিকতায় সার্থক হ'য়ে ;
ঈশ্বরই পরম আবেগ,
ঈশ্বরই পরম হোতা,
ঈশ্বরই পরম হোম,
আর, ঈশ্বরই সব যা'-কিছুরই জীবনসূর্য্য। ২৬৪।

প্রাণন-স্পন্দন
যেখানে যেমনতর
স্মিতোচ্ছল হ'য়ে ওঠে,

তৃপণস্রোতা হ'য়ে ওঠে—
সাম্য-অধিগমনে,
মানুষ তখনই তা'কে
সুখী ব'লে মনে করে ;
আর, যখনই তা'র উল্টো হয়—
বিক্ষুব্ধ ব্যতিক্রমে
অধ্যুষিত হ'য়ে ওঠে,—
তা' ছোটরকমেই হো'ক
আর, বড় রকমেই হো'ক,
তখন বোধ করে—
সে দুঃখিত,
দুঃখের পারাবারই তা'র বসতি ;
সুখে যেমন সত্বরই
সময় অতিবাহিত হ'য়ে যায়,
দুঃখে সে সময়টুকু
অত্যধিক দীর্ঘ
ও বেদনাক্লিষ্ট ব'লে মনে হয় ;
আবার, সুখ-দুঃখের সঙ্গতি যেখানে
সমান্তরাল চলছে,—
তখন মনে হয়—
আশা-নিরাশার সঙ্গমে
সে যেন হাবুডুবু খাচ্ছে । ২৬৫ ।

সাত্ত্বিকতা
সংহিত হ'য়ে
সুকেন্দ্রিকতায় সংহত হ'য়ে ওঠে—
তা'র যোগাবেগ-সঙ্গত
ঔপাদানিক সংশ্রয় নিয়ে,
আবার, সত্তার ধাতা বা ধারয়িতাই হ'চ্ছে
ধর্ম্ম,
এই সত্তানুচর্য্যাই হ'চ্ছে ধর্ম্মানুচর্য্যা,

তা' হ'তেই আসে স্বস্তি ও স্বচ্ছন্দ চলন—
বোধায়নী পরিক্রমায়,
অসৎ-নিরোধী অনুক্রমণায়,
এই ধর্ম্মের সুসঙ্গত পূরণ-পোষণী
পরিবেষণ-প্রকীর্ত্তিই হ'চ্ছে
পূর্ত্তনীতি বা রাজনীতি,
আবার, এই ধর্ম্মের আদর্শই হ'চ্ছেন—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তা-পুরুষ,
এই বেত্তাপুরুষে সব্যষ্টি সমষ্টির
সদীক্ষ অনুচর্য্যাশীল সঙ্গতি হ'তেই
সমষ্টিজীবনের উদ্ভব,
এই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বেত্তাপুরুষকেই
আপ্ত ব'লে ধরা হয়,
আর, তাঁ'রই প্রবর্ত্তিত
বিধিনিষেধগুলিই হ'চ্ছে আপ্তবাক্য,
এই আপ্তবাক্যের
অনুসরণী সম্বেগ থেকেই আসে
সব্যষ্টি সমষ্টির বৈশিষ্ট্যানুগ যোগ্যতা,
এই যোগ্যতাই নিয়ে আসে শক্তি,
এই শক্তি থেকেই এসে থাকে রাষ্ট্রিক চেতনা
ও সত্তাপোষণী জাগরণ ;
যোগ্যতার সমবেত সম্মিলনী পরিক্রমা
ও আদর্শনিবদ্ধ অনুচলন-উৎক্রমণার ভিতর-দিয়েই
জীবন বিবর্ত্তনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
ঈশিত্বের বিভা বিকীর্ণ ক'রে,
আর, ঐ ঈশ্বরেই আসে
সব্যষ্টি সামগ্রিক জীবনের সার্থকতা,
ঐ সার্থকতা
প্রাপ্তিতে অনুস্যূত থেকে
জীবনকে অমৃতনিষ্যন্দী ক'রে তোলে—
সুখদুঃখের উদ্বেলন-অববেলনী

সংঘাতের ভিতর-দিয়ে,
বোধায়নী বিধৃতি-বিন্যাসে,
যোগ-সমাধির সম্যক্ অধিগমনে। ২৬৬।

দেবতা বা মন্দির প্রদক্ষিণ করার
যে-প্রথা আছে
তা'র তাৎপর্য্যই এই—
আমি যেন ঐ বিহিত অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে
আমাকে প্রতিপদক্ষেপেই
এমনতর ভাবিত ক'রে তুলতে পারি—
যা'তে ঐ দেবতা বা মন্দিরকেই কেন্দ্র ক'রে
আমার জীবন-চক্র চলন্ত হ'য়ে চলে ;
আবার, বিবাহে
কন্যা বরকে প্রদক্ষিণ করে সাতবার,
তা'র মানেই হ'ল—
কন্যার অন্তর্নিহিত সপ্তলোক-সহ
তা'র সত্তাওয়ালা জীবন-চক্র যেন
ঐ স্বামীকে কেন্দ্র ক'রেই
চলন্ত হ'য়ে চলে ;
ঐ অনুষ্ঠানের সার্থকতাই হ'চ্ছে—
জীবনে ঐ অমনতর আচরণ,
আমি যা' বুঝি তা' এই। ২৬৭।

বোধগুলি সার্থক সুসঙ্গত হ'য়ে
সামঞ্জস্যে
যা'তে যেমনতর দানা বেঁধে ওঠে,—
বোধি-ব্যক্তিত্বও সেখানে তেমনতর। ২৬৮।

যদি বোধ না কর,
আর, ঐ বোধগুলিকে যদি
সার্থক অন্বিত সঙ্গতিতে

বিনায়িত না ক'রে তোল—
সুকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণী তৎপরতায়
সক্রিয় সমীক্ষা নিয়ে,
তোমার ব্যক্তিত্ব বোধিসত্ত্বে
উপনীত হ'য়ে উঠবে না,
বিজ্ঞান-বিনায়িত হবে না তুমি,
প্রবুদ্ধ হবে না তুমি ;
তোমার শ্রেয়-সংশ্রয়ী উন্মাদনা
যখনই যেমন মন্থর হ'য়ে উঠবে—
বা স্তিমিত হ'য়ে উঠবে—
তৎ-সংশ্রয়ী নিয়ন্ত্রণও তোমার
ততই শ্লথ হ'য়ে উঠবে,
আর, তা' বিপর্য্যয়েরই
আগমনী ইঙ্গিত ;
ঈশ্বরই পরম বুদ্ধ,
তিনিই জ্ঞানস্বরূপ,
বোধিস্রোতা তিনিই। ২৬৯ ।

বুঝের দায়ে বোধ হারাতে যেও না,
বোধ যে-বুঝ এনে দেয় বিষয়-সাক্ষাৎকারে—
যা' সার্থক হ'য়ে ওঠে
বৈশিষ্ট্যকে বিন্যাস ক'রে
ঔপাদানিক সংস্থিতিতে—
সেই বোধই বুঝ—বাস্তবে,
আর, তা' প্রকৃতি-সঞ্জাত। ২৭০ ।

বিপত্তির ভিতর-দিয়ে
সঙ্গত তৎপরতায়
যোগ্যতার কুশল-তাৎপর্য্যে
বজায় থাকবার যে-আবেগ,—
তাই-ই মানুষের বোধিবিজ্ঞতার নিয়ামক। ২৭১ ।

উৎস-অনুশায়ী বোধিসংজ্ঞা,
যা' প্রবাহ-প্রকরণের ভিতর-দিয়ে
চেতায়িত বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
প্লবমান প্রবাহ-পরিক্রমায়
নিরবচ্ছিন্ন চলৎশীল,—
ঈশ-প্রজ্ঞা সেইখানে ;
আর, তা'
স্বকেন্দ্রিক তপতৎপরতার ভিতর-দিয়েই
উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকে—
সার্থক অন্বিত বোধি নিয়ে। ২৭২।

অস্তি-অনুস্যূত বোধি
প্রেরণা-সংঘাতে চেতনস্রোতা হ'য়ে উঠল,
ঐ চেতনাই
অনুপ্রেরিত ক'রে তুলল অস্তিকে
বর্দ্ধনার পথে—আনন্দে,
সৎ-অনুস্যূত বোধি
চিৎ-অভিদীপ্ত হ'য়ে
আনন্দ-অভিযানে
জীবন-পুষ্টি-সন্দীপনায়
উৎক্রমণে বিবর্ত্তিত হ'তে লাগল অমনি ক'রেই—
ব্যতিক্রমকে ব্যাহত ক'রে। ২৭৩।

বোধদীপ্ত হও,
তোমার বোধ যেন
উপলব্ধ ও অনুমেয় বিবেচনার
সার্থক অন্বিত সঙ্গতি চুইয়ে গজিয়ে ওঠে,
যা'র ফলে, ধারণা
বাস্তব ধৃতি নিয়েই
প্রকট হ'য়ে ওঠে তোমার অন্তরে ;
ঐ বোধগুলি যেন আবার ন্যায়-নিয়ন্ত্রিত হয়,—

তুমি অন্তরাসী যা'তে
তেমনতর বিনায়নে অর্থান্বিত হয়—
ঐ সঙ্গতির তালিমেই ;
তাই, সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক, শ্রেয়নিষ্ঠ
উপচয়ী রাগদীপনী কর্ম্ম-বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
বিবেচনা চুইয়ে
যে-বোধের আবির্ভাব হয়,
ভ্রান্তির স্থান সেখানে কম,
আর, তা'কেই বিবেক বলে ;
দ্বন্দ্ব যেমন ওখানে—
বোধ ও ধারণায় ভ্রান্তিও সেখানে তেমনতর,
বিবেকও বিক্ষোভী সেখানে তেমনি। ২৭৪।

নিষ্ঠানন্দিত বোধবিভূতিগুলি
সার্থক সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
শিষ্ট বিনায়নে
ভাব-বিভবে
মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
আর, যখন ঐ
মূর্ত্ত অনুপ্রেরণার
নিক্কণ-রেখাগুলি
রেতঃসত্তার
গতি-উচ্ছল
উৎসৃজনী আবেগের সহিত
সঞ্জাত হ'য়ে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলে,
তখন ঐ বোধ-বিভূতির
আবির্ভাব হয়—
ঐ অমনতর বিন্যাসশীল তাৎপর্য্যে ;
আর, তাই হ'চ্ছে—

তা'র গুণান্বিত
বাস্তব আবির্ভাব। ২৭৫।

পরিস্থিতির সংঘাত-সংক্ষুব্ধ চাপের
অনুক্রম ও ব্যতিক্রমে
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক
যেমনতর মুদ্রিত হ'য়ে উঠেছ তুমি
যে-ধাঁচে,
সত্তার সলীল ছন্দে,
বোধিদীপা হ'য়ে,—
ঐ পরিস্থিতির সমাবেশী সংঘাত নিয়ে
বিভিন্ন ছাঁচে মুদ্রিত হ'য়ে
তদনুপাতিক বোধিদীপা উৎক্রমণে
তুমি স্ফুরিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারতে না—
ঐ ছন্দপদবিক্ষেপে,
যদি ঐ সমাবেশসমূহ
একই জাতীয়, সমগুণ ও সমক্রিয় হ'ত ;
তুমি আছ,
তোমা হ'তেই উদ্ভূত তোমার সন্তান-সন্ততি,
তা'দের প্রত্যেকে
পরিস্থিতির সমষ্টির সাথে
সঙ্গতি রেখে
ঐ তাৎপর্য্য-তৎপরতায়
বিশেষ উদ্‌গতিতে উদ্‌গম লাভ ক'রে
অল্পবিস্তর ঐ তোমারই গুণে গুণান্বিত হ'য়ে
এককক্রমিকতার সূত্রকে বজায় রেখে
পরিস্থিতির জীবন-বিকিরণী
গুচ্ছীকৃত ছন্দ-আবর্ত্তনে
বোধিদীপন পথে
বিভিন্ন ক্রমে বিভক্ত হ'য়ে
বহু বিশেষ ব্যষ্টির উদ্ভব

সম্ভবপর হ'ত কিনা সন্দেহ—
যদি কিনা পরিস্থিতি একজাতীয়,
একই গুণান্বিত ও তদনুপাতিক ক্রিয়মাণ হ'ত ;
এমনি প্রত্যেকেই,
তাহ'লে, অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত বোধিদীপ্তিও
ঘায়েল হ'য়ে
ঐ একসা অভিভূতি নিয়ে ফুটে চলত,
কিংবা থেমেই যেত ;
তাই, তোমারই বিবর্ত্তনের জন্য
বৈচিত্র্যের বিচিত্র সংঘাত
অতখানি আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে,
এবং এটা দুনিয়ার প্রতিপ্রত্যেকের জন্যই,
তাই, ব্যষ্টি ও তদন্বিত গুচ্ছ
নিজেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন ক'রে
ভিন্ন মুদ্রণে মুদ্রিত হ'য়ে চলেছে ;
আবার, অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতি
যে-গুণান্বিত—
সেই গুণই কর্ম্মের অনুপ্রেরক,
ঐ সংস্থিতি হ'তে যে-গুণ বিকীর্ণ হয়েছে
সেই গুণই হ'চ্ছে তা'র বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন—
তা' ক্ষীণই হো'ক আর প্রদীপ্তই হো'ক,
এই ব্যষ্টি-সমাবেশ যত খাঁটি হ'য়ে উঠবে—
আমাদেরও খাঁটিত্বের উদ্দীপন তেমনি ;
তাই, ঐ বৈশিষ্ট্যগুচ্ছগুলির অপনোদন
তোমার জীবন ও বৃদ্ধির পক্ষে
কতখানি সাংঘাতিক—
বিবেচনা ক'রে দেখতে পার। ২৭৬।

অন্তরাবেগকে
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলার মানেই হ'চ্ছে—
জৈবী-উপকরণগুলিকেও সুসংহত ক'রে তোলা,

কারণ, ঐ উপকরণের বিকিরণী তাৎপর্য্যই
সম্বেগের উদ্গাতা,
আর, ঐ সমাবেশই
জীবজগতের বিবর্ত্তন-বিধায়ক। ২৭৭।

রজঃ ও বীজের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি-সহ
যোগেপ্সা বা যোগ-আবেগ-নিবদ্ধ যে-সংস্থিতি
তা'রই স্ফুরিত তাৎপর্য্য যা'
তাই-ই জীবের সহজাত সংস্কার,
এই সংস্কারই
চিতিসম্বেগে সংঘাত-প্রাপ্ত
বস্তু, বোধ বা ভাবের বিন্যাস ও নিয়মনে
বোধিকে অঙ্কুরিত ক'রে তোলে,
আবার, ঐ বোধি যতই সুকেন্দ্রিক অনুশাসনে
সংগঠিত হ'য়ে ওঠে,—
জীবনের বিবর্ত্তনও এগিয়ে আসে ততই। ২৭৮।

মানুষের অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতি
যা' রজোবীজের আগ্রহ-আবেগে
একীভূত হ'য়ে
জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
সেই আগ্রহ-আবেগকেই
যোগেপ্সা,
যোগাবেগ বা সৌরত-সন্দীপনা বলা যেতে পারে,
চলতি কথায় যা'কে
আদিরস ব'লে থাকে,
মানুষের যে-অভিব্যক্তি
প্রীণন-পরিচর্য্যী প্রীতি
শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরাগ ব'লে আখ্যাত হয়,
বা ইন্দ্রিয়-ভোগলিপ্সায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,—
তা' ঐ যোগেপ্সা, যোগাবেগ

বা সৌরত-সন্দীপনারই বিভিন্ন আত্মপ্রকাশ,—
জীবনের বিবর্ত্তন-বীজও ওখানে ;
আবার, এই যোগেপ্সা-নিবদ্ধ জৈবী-সংস্থিতি
যেখানে যত সুকেন্দ্রিকতায় জমাট,—
উন্নত আবেগ ও একাগ্রতাও সেখানে তত প্রখর,
কিন্তু, এই সংস্থিতি যেখানে যত শ্লথ,—
মানসিকতাও তা'র
তেমনি অব্যবস্থ ও অভিভূতিপ্রবণ। ২৭৯।

সৌরত-লাস্য যাতে যেমন
সৌন্দর্য্যও তা'তে তেমনি,
যা'র সৌরত-লাস্য
যা'কে যেমন উল্লসিত ক'রে তুলতে পারে—
সে তা'র মধ্যে
সৌন্দর্য্যও অনুভব করে তেমনি,
আবার, ঐ তা' যত সুকেন্দ্রিক হয়
মহিমাময়ও হয় তা' তেমনি। ২৮০।

জীবন যত উদ্গতিশীল হ'য়ে উঠতে লাগল,—
সৌরত-সন্দীপনাও তেমনি
বোধায়িত হ'য়ে উঠতে থাকল,
আবার, এই সৌরত-সন্দীপনা
শ্রদ্ধাপ্রীতিতে উদ্গতিলাভ করল,
আর, এই শ্রদ্ধাপ্রীতি
সত্তাকে বিবর্ত্তিত ক'রে
আরোতর প্রয়াসশীল হ'তে লাগল,
আর, যা'-কিছু বৈষম্যকেও
সবৈশিষ্ট্যে বিন্যাস ক'রে
বোধসঙ্গতিতে
আপ্তীকৃত ক'রে নিতে লাগল,
আর, তা'র থেকেই থাকবার প্রয়াস হ'ল,

এবং চিরকাল থাকবার বা বাঁচবার
ফন্দী-ফিকিরও জাগ্রত হ'তে লাগল,
আর, এই আকূতি বা ইচ্ছা
অমৃতসন্ধানী হ'য়ে উঠল,
এই আত্মসংরক্ষণী সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে
জীবন
বিবর্ত্তনে আরো হ'তে আরোতে
হাত বাড়াতে লাগল তখন থেকেই ;
বোধায়িত সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
নিজেকে ভূমায় বিস্তারশীল ক'রে তুলতে
অদম্য প্রলোভন নিয়ে চলতে লাগল সে
তখন থেকেই—
বাধা-বিপত্তিকে নিরোধ ক'রে
বিন্যাস ক'রে
ব্যাহত ক'রে—
ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে ;
তাই, সে এই বিবর্ত্তনী আত্মসংস্থিতির জন্য
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
নিজেকে বজায় রেখে
আরো হ'তে আরোতরে
জাগরূক স্মৃতিবাহী চেতনায় অটুট থেকে
বিবৃদ্ধ হওয়ার অদম্য উৎসাহকে
এড়িয়ে থাকতে চাইল না,
আর, এই হ'চ্ছে জীবনের তাৎপর্য্য। ২৮১।

অনুরাগ-উদ্দীপ্ত কৃতিদ্যোতনাই হ'চ্ছে—
ঐশী আশীর্ব্বাদ,
ও তা'রই ধারণপালনী প্রভাবনির্ঝর—
আধিপত্যের পরম উৎস,
ইষ্টার্থ-অনুপোষণী ঊর্জ্জী নিষ্ঠাই হ'চ্ছে
তা'র উৎস,

ঐশী বিভবেরও বিভূতি ঐখানে ;
আর, বিভব মানেই হ'চ্ছে—
বিশেষভাবে নিজেকে
ঐ হওন-তপে উদ্দীপ্ত ক'রে তোলা,
যা'র ফলে,
বিভব তোমার কাছে
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে আসে—
বাস্তব কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োগে। ২৮২।

তৃষ্ণা থেকে কর্ম্ম আসে,
কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই
সত্তা নিজেকে উপভোগ করে,
আর, তাই-ই সাত্বত লীলা ;
কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়
সমীচীন নিষ্পন্নতায়,
আর, কর্ম্মই হ'চ্ছে তৃষ্ণার তরঙ্গ—
প্রেরণা ;
যখন কর্ম্ম সমীচীনভাবে নিষ্পাদন করি—
সঙ্গতিশীল সার্থকতায়,
ইষ্টানুগ অনুনয়নে,
তখনই হয় মোক্ষ
অর্থাৎ, ঐ তৃষ্ণার মোক্ষ ;
মোক্ষ মানে, সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিত্বের
প্রাজ্ঞ বোধনা। ২৮৩।

ঈশ্বর মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেন
কিন্তু তোমাতেই—
তোমার উপযুক্ত বিভূতি নিয়ে
কৃতি-তপনার মাধুর্য্যের
মধুর বিভায়,

নয়তো, তিনি নিরাকার
চৈতন্যস্বরূপ ;
তা' ছাড়া
জীবন-ঊর্জ্জনা যা'তে যত কম,
কৃতিতপা বিভূতি
অকিঞ্চিৎকর যেখানে যেমন,—
ব্যক্তিত্বের মূর্ত্ত ঐশ্বর্য্যও
তা'তে তেমনি! ২৮৪।

যে-অনুদীপনা বোধিকে উৎচেতিত ক'রে
কর্ম্মে অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে
তাই-ই ইচ্ছা,
আর, ঐ বোধি-উৎচেতনী অনুপ্রেরণাই
ইচ্ছাশক্তি ;
ইচ্ছা কথার মানেই হ'চ্ছে—
গমন, পুনঃ-পুনঃ করণ—
চাহিদামাফিক ;
ঈশ্বর ইচ্ছাময়। ২৮৫।

বোধায়নী গতিসম্বেগই ইচ্ছা,
যা'র ইচ্ছা যে-বৃত্তিকে অবলম্বন ক'রে
সার্থক হ'তে চায়,—
তেমনিই হ'য়ে ওঠে তা'র সত্তা,
এই বৃত্তি-আবিষ্ট সত্তাই হ'চ্ছে—
ঐ ইচ্ছার রূপায়িত সৃষ্টি,
ঐ আবেশ যা'র যেমন ঘন বা পাতলা—
সে তেমন অজ্ঞ বা বিজ্ঞ,
আবার, ঐ ইচ্ছার সম্বেগ,
উৎস বা অধিপতিই হ'চ্ছেন—
ঈশ্বর,
তিনিই বিধিস্রোতা হ'য়ে

বিশেষ বৈশিষ্ট্যে অধিরূঢ় থেকেও
জীবনদীপনায় প্রভান্বিত,
ঈশ্বর জীবন-স্বরূপ ;
আবার, ঐ ঈশ্বরের প্রতি যে যেমন
ঈশ্বর ভজনাও করেন তা'কে তেমনি,
প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যেই তিনি অনুস্যূত,
বৈশিষ্ট্যবিধৃত এষণা বা ইচ্ছাই
ঐ বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব,
তাই, তাঁ'কে ধরতে হ'লে
বৈশিষ্ট্যনিহিত বিশেষ ইচ্ছা নিয়েই
ধরতে হবে,
সেখানে ঐ নির্ব্বিশেষ তাঁ'র হাত নেই,
হাত ঐ বিশেষের,
তাই, তাঁ'কে তুমি ধর ও চলও তেমনি। ২৮৬।

ঈশ্বরের ইচ্ছাই ভাবো,
আর, তোমার ইচ্ছাই ভাবো,
ইচ্ছার অন্তর্নিহিত সম্বেগেই আছে গতি,
পুনঃ-পুনঃ করণ,
আর, করা বা করণের অন্তরেই আছে—
কারণ-সন্নিবেশ, অনুষ্ঠান,
অনুষ্ঠানকে যা' ব্যাহত করে
তা'র নিরোধ বা হনন,
আবার, যে-বিধান বা রকমের ভিতর-দিয়ে
এইগুলি করতে হয়,—
তা'ই বিধি,
আর, এই বিধিকে যা' বা যিনি ধ'রে রাখেন
বা নিয়মন করেন,—
তিনিই বিধাতা ;
তোমার সুনিষ্ঠ অনুরাগ-উন্মাদনা
সন্ধিৎসাপূর্ণ ধ্রিয়মাণ তৎপরতা নিয়ে

কি ক'রে কী করতে হয়—
সুবীক্ষণায় তা'কে উদ্ভিন্ন ক'রে,
বোধায়নী কর্ম্ম-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
কারণকে উদ্ভিন্ন ক'রে,
করণ-অনুপ্রেরণায়
অনুষ্ঠান-নিয়োজনের ভিতর-দিয়ে,
আর, এই অনুষ্ঠানকে যা' নিরোধ করে
বা ব্যাহত করে
বা করণ বা কারণের সমাবেশে
যা' বিঘ্ন ঘটায়—
তা'কে নিরোধ ক'রে বা ব্যাহত ক'রে
যা' করল—
অনুবন্ধনী বোধনিঃসৃত অনুবেদনায়,
অনুপ্রেরণী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ
কর্ম্মনিয়ন্ত্রণার ভিতর-দিয়ে
তা' তুমি ঘটিয়ে তুললে—
বোধবিকিরণার দর্শনদীপ্তিতে
দেখে শুনে ক'রে,
অনুষ্ঠানের ভিতর-দিয়ে নিষ্পন্ন ক'রে
বা নির্ম্মাণ ক'রে
আর, এর ভিতর-দিয়ে ফুটে উঠল তোমার
যোগ্যতা বা আধিপত্য,
ঈশ্বরের ইচ্ছা এমনি ক'রেই প্রবাহিত হয়—
হওয়ার পথে,
তোমার ইচ্ছাও চাহিদা-সম্বেগে
অমনতরই ক'রে
হওয়ায় প্রবাহিত হয়,
আবার, আধিপত্য যেখানে যেমন
ঈশিত্বের স্ফুরণাও সেখানে তেমনি ;
ঈশ্বরই বোধস্বরূপ,
ঈশ্বরই কর্ম্মানুপ্রেরণা,

ঈশ্বরই নির্ম্মাণের সংহত ঔপাদানিক সংশ্রয়,
আর, তিনিই ভূতমহেশ্বর। ২৮৭ ।

তুমি ক্রমাগত যেমন আগ্রহ বা বিরূপতা নিয়ে
যা'র সম্মুখীন হও—
যেমনতরভাবে,
কিংবা তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও
বারংবার যেমনতর সঙ্ঘাতের মধ্যে গিয়ে পড়—
যেমনভাবে,—
তা' তোমার মস্তিষ্ককোষসমূহ,
শুধু ঐ কোষসমূহ কেন,
বৈধানিক কোষসমূহ
ও তা'র অন্তর্নিহিত ঔপাদানিক সংস্থিতির
স্থিতিস্থাপক সংহতির
সহজ অনুস্থাপনী বিন্যাসকে
তদনুযায়ী পরিবর্ত্তিত ক'রে
তেমনতর রকমারিতে আবর্ত্তিত ক'রে তোলে,
যা'র ফলে, তদনুগ প্রবণতা ও কর্ম্মসন্দীপনা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে তোমাতে,
এক কথায়, তুমি ওতেই অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠ,
ওই অভ্যাসের ফলে
বৈধানিক ব্যতিক্রম বা উন্নতি
যেখানে যেমন হওয়া উচিত
তেমনিতর হ'য়ে ওঠে
তেমনিতর বোধিদীপনা নিয়ে ;
বিকেন্দ্রিক চলনে
সহজ বৈধানিক বিন্যাস ব্যাহত হ'লে
সুকেন্দ্রিক সংহিত স্বস্থ অবস্থায়
যেমনতর সাড়ায় যে-বোধ
উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠত,—
তা' আর তেমনতর হ'য়ে উঠতে চায় না,

বোধায়নী সক্রিয় সন্দীপনাও
তেমনি বক্রগতিসম্পন্ন হ'য়ে ওঠে,
খানিকটা বিবশ হ'য়ে ওঠে,
মনে হয়, বোধদীপনার বিরুদ্ধে
এমন একটা নিরোধী চাপ সৃষ্টি হ'য়ে আছে—
অর্থাৎ, অজ্ঞতা ও অকর্ম্মের
এমন একটা পলি প'ড়ে আছে—
যা'কে অতিক্রম করাই দুরূহ,
শ্লথসম্বেগী ইচ্ছা কিছুতেই যেন
উদগ্র প্রচেষ্টাশীল হ'তে দেয় না ;
তাই, মানুষ অকম্পিত অনুরাগ নিয়ে
শ্রেয়-সঙ্গ ও শ্রেয়-অনুচর্য্যায়
সুচিন্তিত ও সক্রিয় হ'য়ে না উঠলে
ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ও তদনুগ বিন্যাসও
কঠোরই হ'য়ে ওঠে,
সত্তা-সংহত আধিপত্যও বিক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়ে,
মানুষ
বিবর্দ্ধনে বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠতে পারে না ;
ঈশ্বরই শ্রেয়,
ঈশ্বরই আত্মিক সম্বেগ,
অন্তর্নিহিত যোগাবেগের প্রাণন-সন্দীপনা। ২৮৮ ।

বোধবিদীপ্ত চতুর প্রস্তুতি-সহ
হাতেকলমে
উপযুক্ত ক্রিয়াকুশলতার
প্রয়োগ বা নিয়োগে
যা' করবে,—
তা'তে তুমি অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে,
আধিপত্যও গজাবে তাতে তেমনি ;
আর, ধারণ-পালনী তাৎপর্য্যের

অন্তরদেবতাই হ'চ্ছে
আধিপত্য—
ঐশী বিভূতি। ২৮৯।

অনুভব-আবেগের উত্তেজনা হ'তেই
আসে অভিব্যক্তি,
আবার, এই অনুভব-আবেগ আসে—
বৈধানিক বিন্যাস-সম্ভূত চিৎ-দীপনা
যখন সংঘাত প্রাপ্ত হয়—
যে-কোন প্রকারে ;
অভিব্যক্তিকে অবলম্বন ক'রে
নির্দ্ধারণ করতে চেষ্টা কর—
অন্তর্নিহিত আবেগ ও অনুভবকে,
—তা' ভালই হো'ক
আর মন্দই হো'ক,
—বিশ্লেষণী তাৎপর্য্যে ;
এমনি ক'রেই
তোমার অনুধায়নী বোধিচক্ষু
অন্তর্ভেদী হ'য়ে উঠবে ;
ঈশ্বরই সাত্ত্বিক সম্বেগ,
সুসঙ্গত বিধানে তিনি স্বস্থ-চিতী। ২৯০।

বাস্তবের সংঘাতে
বোধিসত্তা, চিতিদীপনা
যে সার্থক সঙ্গতি লাভ ক'রে
অন্বিত হ'য়ে
বৈশিষ্ট্যকে
সুবিন্যাসে অভিব্যক্ত ক'রে তোলে—
জীবনে, বর্দ্ধনে,—
মনোবিজ্ঞানের বিজ্ঞ বিন্যাস-তাৎপর্য্যই
সেখানে ;

আর, যা' ঐ বিজ্ঞানকে উল্লঙ্ঘন ক'রে
সঙ্গতিহারা, অবান্তর
উচ্ছৃঙ্খল বিক্ষোভের সৃষ্টি ক'রে তোলে—
বোধিকে বিকৃত ক'রে,—
যা'র সাথে বাস্তবতার সার্থক সঙ্গতি নেইকো,
বাস্তব যা' তা'কে সুনিয়ন্ত্রিত করা যায় না,—
এমনতর যা'-কিছু,
সেইগুলিই ছন্ন দর্শন বা বিজ্ঞান। ২৯১।

মানুষের মনের চেতন বা অবচেতন ভূমিতে
যেমনতর ধারণা
কাল্পনিক বা বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে
অনুস্যূত বা নিরুদ্ধ হ'য়ে থাকে,
মনকে খালি ও বিবশ ক'রে
কোন লক্ষ্যে আলম্বিত থেকে
স্বতঃলিখন-তৎপর হ'লে,
সেই লিখনের ভিতর-দিয়ে
ঐ অনুস্যূত বা নিরুদ্ধ ধারণাগুলি
ঐ লক্ষ্যানুপাতিক আত্মপ্রকাশ করতে থাকে—
কোথাও বিচ্ছিন্ন, কোথাও বা বিন্যস্তভাবে ;
ঐ লিখায়
অন্তর্নিহিত গুপ্ত সংহিত ধারণার
অনেকখানি অভিব্যক্তি পাওয়া যেতে পারে,
কিন্তু তা' প্রায়ই
বাস্তবতায় সুসঙ্গতি লাভ করে না—
মন বা জানার অন্তরালে যা' থাকে
তা'র দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় ;
তাই, সার্থক সুসঙ্গতিসম্পন্ন বাস্তবতায়
ব্যাখ্যাত হয় না যা'—
তা'তে নির্ভরশীল হ'য়ে
অযথা পস্তাতে যেও না। ২৯২।

বিষয় বা বস্তুর সাত্বিক সঙ্গতি যেখানে—
জীবনও সেখানে,
আর, তা'র অন্বয়ী বিবর্ত্তনই বিবর্দ্ধন। ২৯৩।

জীবন মানেই হ'চ্ছে—
চিদায়নী সম্বেগশীল অনুযাপনী আবর্ত্তন,
ঈশী-উৎস-অনুস্রোতা হ'য়ে
বোধায়নী পরিক্রমায়
যে বা যা' বিবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হ'য়ে চলে—
লীলায়িত ভাবভঙ্গীর লাস্য-উপভোগে ;
ঈশ্বরই জীবন-উৎস,
বিবর্ত্তনের পরম বর্ত্ম। ২৯৪।

মরণই
জীবনকে স্থায়িত্ব-আকাঙ্ক্ষী
ক'রে তোলে। ২৯৫।

জীবনের তিরস্কার হ'ল মৃত্যু,
আর, পুরস্কার—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণে
অচ্যুত আনতি বা ভক্তি। ২৯৬।

বেঁচে থাকার সার্থকতাই হ'চ্ছে
ইষ্টে বা ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে ওঠা,—
জীবনের যা'-কিছুকে সুনিয়ন্ত্রণ-সামঞ্জস্যে
সব ভাবে সব দিক্-দিয়ে
সব-কিছুকে নিয়ে
সঙ্গতির সহিত
সেই সৎ-এ সার্থক ক'রে তোলা—
স্বস্তিতে-সেবায়-উপভোগে—
সম্বর্দ্ধনার সানন্দ অভিযানে। ২৯৭।

যে-মৃত্যু
ইষ্ট, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠা ক'রে
উচ্ছল অমর সংহতি নিয়ে আসে,—
তা' ঈশ্বরের অঙ্কশায়ী হ'য়ে
অমৃতনিষ্যন্দী শান্তিকেই উপভোগ করে। ২৯৮।

সত্তায় থাকে আত্মিক-সম্বেগ,
প্রবৃত্তি-অনুচর্য্যা যেখানে
সত্তাকে খিন্ন ক'রে তোলে,
ঐ ক্ষীণ-প্রদীপ্ত আত্মিক-সম্বেগ
যেখানে সঙ্কুচিত ও শক্তিহারা হ'য়ে ওঠে,—
অজ্ঞ তমোদ্যোতনার মতন
ভীতিও এগিয়ে আসে সেখানে ;
ঐ ভীতি
প্রাণন-আবেগকে শঙ্কিত ক'রে
আর্ত্ত ক'রে
শক্তিহীন ক্ষীণতেজা বোধিকে
উৎকণ্ঠ ক'রে তোলে—
প্রাণন-সংরক্ষণে ;
তাই, ঐ আত্মিক-সম্বেগের অপসারণা যেখানে,—
সেখানেই দয়াল
ভয়াল ব'লে প্রতীয়মান হন ;
ঈশ্বর
অস্তিবৃদ্ধির যোগবাহী জীবন-সম্বেগ,
মরণেই তিনি বিশ্লিষ্ট। ২৯৯।

বপ্তার জীয়ন-প্রেরণাকে
তা'র প্রকৃতি
উপযুক্ত দক্ষ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
আধায়ন-তৎপরতায়

সম্যক ও সমীচীন
কৃতি-পরিবেষ্টনী পরিবেষণায়
যতই সৌষ্ঠবমণ্ডিত মূর্ত্তনায়
ব্যক্ত ক'রে তুলতে পারে,—
ঐ অভিব্যক্তি অন্তর ও বাহিরের সংঘাতকে
প্রতিহত ক'রে
বিনায়িত ক'রে
তেমনতরই জীবন ও আয়ুর
অধিকারী হ'য়ে থাকে ;
আর, ঐ সংঘাতগুলিকে
নিরোধ ও প্রতিহত যে না-করতে পারে—
সম্যক ও সমীচীন কৃতিমূর্ত্তনার অভাবে,—
সে ততই শক্তি ও সম্বর্দ্ধনায়
অপুষ্ট হ'য়ে ওঠে,
সহজেই তা'র শরীর বা জীবনপ্রবাহ
সঙ্গতিহারা অনুচলন-পরামৃষ্টতায়
রোগবিকারগ্রস্ত হ'য়ে
মৃত্যুর কবলে পতিত হয় । ৩০০ ।

জীবজন্তুই হো'ক, আর মানুষই হো'ক,
তিরোহিত হওয়ার সময়
যে
যে-রকমে, যে-বৃত্তিতে
সমাহিত হ'য়ে দেহত্যাগ করে,—
বিধি-বিচার-নিয়ন্ত্রণে
তদনুকম্পী পিতার ভিতর-দিয়ে
মাতার গর্ভে উপ্ত হ'য়ে
তেমনতরভাবেই শরীর পরিগ্রহ ক'রে থাকে সে,
ঐ হ'চ্ছে নবীন অভ্যুদয়, পুনরুত্থান বা
কায়েম অর্থাৎ পিণ্ডীকৃত হবার দিবস ;

মানুষের কর্ম্মানুসৃত প্রবৃত্তি
সত্তার উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে
সত্তাকে তদনুস্যূত ক'রে রাখে,
তা'র ভালমন্দ, পাপ-পুণ্য
ঐ বিধি-বিচারেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
উদ্গত হ'য়ে থাকে তেমনিভাবেই ;
তোমার কর্ম্ম ও প্রবৃত্তিগুলি
একানুধ্যায়িতায় সুসঙ্গত হ'য়ে
সার্থক অন্বয়ে
সত্তায় অভিদীপ্ত হ'য়ে রইবে যেমনতর,—
তুমি জীবনও পাবে তেমনতর,
জীবত্বও মানবতায় বিবর্ত্তিত হয় অমনি ক'রেই,
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম-বিভ্রান্তি
জীবনকে বিকার-বিজৃম্ভিতই ক'রে তোলে। ৩০১।

আমার মনে হয়—
গুণান্বিত রূপায়ণের সহিত
শারীর সঙ্গতি নিয়ে
যা'দের জন্ম হয়,—
তা'রা
যা'র শারীর সঙ্গতির সহিত
তদনুপাতিক গুণদীপনী তাৎপর্য্যে
আরূঢ় বা অবরূঢ় হ'য়ে
সমীচীনভাবে
সম্মিলিত বা সংগঠিত হ'য়ে
জীবনে চলন্ত থাকে --
সেই বিহিত সঙ্গতি যেখানে
যেমন সংস্থিতিশীল হয়,
তা'র মানেই হয়তো—
অমুকের পুনর্জ্জন্ম। ৩০২।

কোন-কিছুর গতিসম্বেগই
তা'র শক্তি,
আত্মবিদিতিই হ'চ্ছে বোধ,
বিনায়নী সঙ্গতিই হ'চ্ছে রূপ,
অন্তঃস্থ স্ফুরণাই কিন্তু গন্ধ,
আর, সেই স্ফুরণার
স্বাদন-অভিব্যক্তিই হ'চ্ছে
তা'র রস,
আর, তা'র আত্মম্ভরি
অভিমান-সন্দীপনাই হ'চ্ছে—
মূঢ়তা । ৩০৩ ।

শুধু রূপ দেখলেই চলবে না,
রূপ যদি
গুণ-অন্বিত না হয়,
সে-রূপের রূপত্বই কিন্তু
একটা কুৎসিত রকম সৃষ্টি করবে,—
তাই, তা' পরিবেশের তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে চলবে না,
তা'র ফলে,
রূপের বিকাশ
গুণপ্রাগতায়
যেমন বিভান্বিত হ'য়ে ওঠে—
তা' আর হবে না ;
প্রেয়নিষ্ঠা
গুণবিভান্বিত রূপ,—
গুণবিকাশেই তা'র মর্য্যাদা ;
ঐ গুণবিকাশ যদি না থাকে—
রূপমাহাত্ম্যও
অনুভবে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠবে না,
রূপ থেকেও
সে কুৎসিতই হবে । ৩০৪ ।

ব্যক্তি বা বস্তুর
অন্তঃস্থ বিভব-বিকিরণা
যা' বোধিতে উৎসারিত হ'য়ে ওঠে,
তা'ই হ'চ্ছে গুণ—
তা' ভালই হো'ক
আর মন্দই হো'ক ;
যা' ভাল লাগে,
শুভসন্দীপনার সৃষ্টি করে,
যা' জীবনীয়,
তা'ই হ'চ্ছে ভাল গুণ,
আর, যা' মন্দ সৃষ্টি ক'রে থাকে,
অশুভ ক্রিয়াকে আমন্ত্রণ ক'রে থাকে,
তা'ই মন্দ গুণ ;
আবার, সুনিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
মন্দ যা' তা'কেও
সত্তাপোষণী ক'রে তোলা যায়,
আর, ব্যতিক্রমী চলনে
শুভ যা' তা'ও
অশুভপ্রসূ হ'য়ে উঠতে পারে। ৩০৫ ।

মনুষ্যত্বের ভিত্তিই হ'চ্ছে—
আপূরয়মাণ-বৈশিষ্ট্যপালী-শ্রেয়ার্থকেন্দ্রিকতা,
তাই, সৎ-ত্ব বা সতীত্বের উপর দাঁড়িয়েই
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে যে-মানবতা
তা'ই মনুষ্যত্ব,
আবার, জীবত্ব যে
মানবতায় বিবর্ত্তিত হ'য়ে উঠল—
তা'ও ঐ পথে,
আর, এ বাদ দিয়ে
যে-মনুষ্যত্ব বা বিদুষীবিভা
তা' বর্ব্বর। ৩০৬ ।

সম্ভাব্যতা সবারই আছে—
কিন্তু তা' বৈশিষ্ট্য ও সত্তাসংস্থিতিমাফিক,
আর, অনুকূল পরিবেশেই তা'র উদ্গতি ! ৩০৭ ।

কোন সত্তা-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতা যেমন,—
তা'কে তদনুপাতিকই
পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত করতে পারা যায়,
ঐ সম্ভাব্যতার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে
তা'র জন্য যা'ই কিছু কর,—
তা' তা'র কাজে লাগবে না ;
আবার, এই সম্ভাব্যতা
নির্ভর করে সেখানে তেমনি
যেখানে আত্মপোষণবর্দ্ধনী সম্বেগ যেমনতর,—
যা' পরিবেশ হ'তে
আত্মপোষণবর্দ্ধন-অনুপাতিক
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
নিজেকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে—
ঐ নিজের বৈশিষ্ট্যের সাথে
যে-উপকরণের যেমন ঐক্য আছে
তা'কে গ্রহণ ক'রে ;
এমনি ক'রে বৈশিষ্ট্য
বিশেষ উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
বংশানুক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে
চলন-পরিক্রমায়
বিশেষ সংস্কৃতি আহরণ ক'রে,
কিন্তু ওর ব্যত্যয় যেখানে—
সেখানে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না,
বর্দ্ধিতও হ'তে পারে না,—

এই হ'চ্ছে স্বভাবের সাবলীল পরিক্রমা ;
এই যদি ঠিক হয়,
তাহ'লে ভেবে দেখ—
বৈশিষ্ট্যপালী পোষণের ভিতর-দিয়ে
একটি সত্তানুস্যূত চিৎকণার
বৃহৎ-বর্দ্ধনার সম্ভাবনা কতখানি,
আবার, এর ব্যতিক্রমে
তা' কতখানি ক্ষুণ্ণ হ'তে পারে। ৩০৮।

জীব-জীবনের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ
যে অনুধ্যায়ী আগ্রহ নিয়ে
অন্তরাস-অনুশীলনে চলতে থাকে,—
বিধানের কৌষিক উপাদান-সংস্থিতিও
ধীর পদবিক্ষেপে
তদনুগ-বিন্যাসে অন্বিত হ'তে থাকে,
ফলে, তা'র চরিত্রেও তদনুগ গুণের
বিকাশ হ'তে থাকে—
তা'র পরাবর্ত্তনে অনুক্রমণশীল
অনুধায়িনী রূপ নিতে-নিতে ;
এতেই দেখতে পাওয়া যায়
কোন বিশেষের ভিতর
বিশেষ প্রকৃত অনুবেদনা
বৈধানিক পরিবর্ত্তন সৃষ্টি ক'রে চলেছে—
তদ্‌গুণে গুণান্বিত হ'য়ে
তা'র রূপের আভাতে প্রভান্বিত হ'য়ে
এই হ'চ্ছে অযৌন জনন-ক্রিয়া
বা প্রত্যয়নী প্রক্রিয়ার বিধি ;
আর, এমনি ক'রেই,
কোথায়ও হঠাৎ
অন্তর্নিহিত অতিশায়িনী যোগাবেগ হ'তেই
অজ্ঞাতসারে

অসাধারণ পরিবর্ত্তন সংসাধিত হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, বুঝতেই পারা কঠিন হয়—
কোথা হ'তে,
কেমন ক'রে কী হ'য়ে
কী রূপে এর আবির্ভাব হল ;
তাই, জীবন-সম্বেগ যখন
শ্রেয়নিষ্ঠ অনুরাগ-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ক্রিয়মাণ ছন্দ-বিনায়িত হ'য়ে চলে—
বৰ্দ্ধনায়,—
জৈব-বিধানও বিধি-বিনায়নায়
তদনুপাতিক
বিধায়িত ও রূপায়িত হ'য়ে ওঠে—
তদর্থানুচলনী অন্তর-বাহিরের
এই যোগ-সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে ;
লীলালাস্যের
সলীল সঙ্গমে
এমনি ক'রেই সেই পরম যিনি
রূপ হ'তে রূপে
আবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে চলেছেন—
বিধিনিয়মনী ছন্দায়িত সাম-সঙ্গীতে,
বিরমণ ও উদ্গতির
সংসৃজনী যাজ্ঞিক হোম-অনুসৃত পথে ;
ঈশ্বরই বিবৰ্দ্ধনার আধার,
ঈশ্বরই বৰ্দ্ধনা,
ঈশ্বরই বিবর্ত্তনের ধাতা। ৩০৯ ।

ঐশী দ্যোতনা—
যা' সব-কিছুর অন্তঃস্থ সম্বেগে সংগ্রথিত—
ধারণপালনী তাৎপর্য্যে,
তা' যখন
শাতনের তমাকীর্ণ কুজ্ঝটিকায়

আবৃত হ'য়ে ওঠে,—
তখনই
ব্রাহ্মী-উদ্বেলনা—
যা' প্রাণন-স্পন্দনের ভিতর-দিয়ে
সব-কিছুকে
শিষ্ট সম্বেগে
সংগ্রথিত ক'রে চলেছে—
তা'কে তেমনতর সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে ;
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য, কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তার
বৈধী তর্পণে
যখন তা' অনুরঞ্জিত হ'য়ে থাকে—
স্বস্তি-আচারকে আশ্রয় ক'রে—
জীবনীয় কুলাচারগুলিকে সুসংহত ক'রে
সুদীপ্ত ক'রে
সম্বেগসিদ্ধ তাৎপর্য্যে—
তখনই ঐ কুয়াশাচ্ছন্ন তমসা
ক্রমেই বিদূরিত হ'তে থাকে,
কারণ, সব-কিছুরই ক্রম থাকে—
বিভিন্ন রকম-সকমের ভিতর-দিয়ে,
বিকৃতি তখন
ব্যতিক্রমদুষ্ট হ'য়ে
তা'কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না,
আসল জীবন-মূর্চ্ছনা
যা' ভরদুনিয়ার
প্রতিপ্রত্যেকটির ভিতর
ক্রমবিস্তার ক'রে
সুদীপ্ত হ'য়ে থাকে
প্রীতিনন্দনী তাৎপর্য্যে,—
সবগুলি সুসঙ্গত হয়
সঙ্গতির বাঁধনে ;

প্রীতির আবেগ-উচ্ছল
অনুকম্পী তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে ফুটন্ত ক'রে তোল,
তুমি যদি তা' না পার -
তুমিও ঠকবে,
অন্যেও ঠকবে,
আর, জীবনকেও জর্জ্জরিত ক'রে
নিঃশেষের দিকে টেনে নিয়ে যাবে ;
বোঝ,
সাবধান হও। ৩১০।

তোমার আদিম সত্তা স্থাস্নু,
চরিষ্ণুপ্রকৃতির সাম-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
তুমি উদ্ভিন্ন হয়েছ,
তাই, তুমি স্থির থেকেও চর,
বীর্য্যবান হয়েও স্থৈর্য্যশালী,
আবার, স্থির থেকেও
বর্দ্ধনশীল অনুচলনায় চলন্ত। ৩১১।

চরের যদি
স্থিরের প্রতি
স্বভাবসিদ্ধ অনুগতি না থাকত,
অর্থাৎ, চর যদি স্থিরের প্রতি
আকৃষ্ট না হ'ত,
তাহ'লে অস্তিত্বশালী সৃষ্টি
সম্ভবই হ'ত না ;
আবার, স্থিরের যদি চরের প্রতি
আকর্ষণ না থাকত,—
স্থির কখনই চলৎশীল সত্তায়
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারত না। ৩১২।

স্থাস্নু-চরিষ্ণুর লীলায়িত
আলিঙ্গন ও গ্রহণের ভিতর-দিয়ে
যে একায়িত উদ্দীপনা—
এক অদ্বিতীয়ের সলীল-বিভঙ্গী,
সেই সলীল উৎসৃজনই হ'চ্ছে
যা'-কিছুর আদিম তথ্য,
আর, অমনি ক'রেই
বহুর একায়ন-গতি
বহু বিভঙ্গীতে উৎসৃষ্ট হ'য়ে
বৈশিষ্ট্য-বিনায়িত বিশ্বে
পরিব্যাপ্ত হ'য়ে চলেছে—
ঐ একায়িত আবেগ নিয়ে
সুক্রিয় তৎপরতায়,
অস্তিবৃদ্ধির উদয়নী অরুণ-উৎসারণে। ৩১৩।

ঐশী বিচ্ছুরণায়
দীপন-সম্বেগ—
স্থাস্নু-চরিষ্ণুর আবর্ত্তনী সংঘাত
যা' পরিমাপনী আবর্ত্তনে
ঘূর্ণায়মান হ'য়ে
সেই আবর্ত্তনের ভিতর
সংহত উৎসৃজনী বিবর্ত্তনে
প্রকট হ'য়ে
নানারকমে বিসৃষ্ট হ'য়ে
সমীচীন স্বতঃ-পরিণতিকে
সুসংশ্লিষ্ট করে
সংস্রোত-সন্দীপনায় চলেছে,
ঐ বিবর্ত্তনের ভিতরে যে-সংস্থিতির
সংসৃষ্ট জীবনীয় সম্বেগ,
তা'ই তো যা'-কিছুর জীবনের
জীবনস্রোত ;

আর, ঐ ঐশী বিচ্ছুরণাই—
যা' স্থাস্নু-চরিষ্ণুর আবর্ত্তন-সংঘাতের
ভিতর-দিয়ে
বিবর্ত্তন সৃষ্টি ক'রে তোলে,—
তা'র অন্তঃস্থ ধারণ-পালন-পোষণ-সম্বেগ-সম্বৃদ্ধ
ঈশ্বরের
পরিমাপনী সংগর্ভস্থ
ধারণ-পালনী জীবনধারা ;
তাই, ঈশ্বর সব যা'-কিছুর ভিতরে
নিজেকে ঐ মূর্ত্তনায়
উদ্দীপ্ত ক'রে
ঐ ধারণ-পালনী স্রোতদীপনায়
নিজেকে উদ্দীপ্ত ক'রে রেখেছেন—
ভাববৃত্তি-বোধনত্যুতির কৃতিসম্বেগে
অধিরূঢ় হ'য়ে ;
আর, এর বেত্তাপুরুষ যিনি
তিনিই পুরুষোত্তম—
ব্যক্ত ঈশ্বর ;
তাই, তোমার সাত্বত সম্বেগই হ'চ্ছে—
ধারণ-পালন-আকূতি-অভিদীপ্ত
ঐ তাঁ'রই
জীবনীয় অভিসার। ৩১৪।

স্থির-চরের
সামীপ্য-সঙ্গতি
যেমন হ'য়ে চলল—
বাগ্‌বীচিও
তেমনি তাৎপর্য্যে
আত্মপ্রকাশ করতে লাগল,
সৃষ্টির
আদি দীপন-দ্যোতনা

বাক্-এ উচ্ছল হ'য়ে উঠে
নানাপ্রকার সঙ্গতি লাভ করল—
ক্রম-তাৎপর্য্যে,

স্বষ্টি

নানাপ্রকারে উদ্ভব হ'য়ে
ক্রমেই তা'র বিহিত বিন্যাসে
বিভিন্নে
পর্য্যবসিত হ'তে লাগল,—
যদিও উৎস এক,
সেই উৎস হ'তেই স্বষ্টি হ'ল ঐশ্বর্য্যের,
ঐশ্বর্য্যের
অবশায়িত নন্দনাই হ'চ্ছে
ঈশ্বর,
আর, সেই ঈশ্বর হ'চ্ছেন,
ধারণপালনী সম্বেগ,
সেই জন্যে,
আমরা ব'লে থাকি তাঁ'কে ঈশ্বর ;
ঐ সম্বেগই হ'চ্ছে
তিজী দ্যোতনা,
স্বষ্টির আত্মিক মেরু। ৩১৫।

স্পন্দন

প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল শব্দে,
আর, শব্দই স্বর বা বাক্,
আর, ঐ বাক্ই হ'চ্ছে—
পরমপুরুষের মূর্ত্তন-বিভা,
আর, ঐ বিভাতেই অন্তঃস্যূত হ'য়ে আছে
স্পন্দদ্যুতি,
আর, তা' হ'তেই আস্ল—
ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্য ;

এমনি ক'রেই
গোটা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হ'য়ে উঠল—
নানা রকমে,
নানা ছন্দে,
সংঘাত-সঞ্জিত
সিঞ্চিতস্রোতা
অনুকম্পনের ভিতর-দিয়ে,
বাস্তবতার
বিস্তৃত বিশাল বিধানে
বিধায়িত হ'য়ে ;
আর, তিনিই আদিপুরুষ,
তিনিই পরমপুরুষ,
তিনিই পুরাণপুরুষ ;
অভিধায়না নিয়ে
নিবিষ্ট বিশাসনে
বিধায়িত বিদীপনায়
তাঁ'রই আরাধনা কর,
অস্তিত্বকে
সহজ ক'রে তোল,
সতেজ ক'রে তোল ;
আর, শাতন হ'চ্ছে—
ঐ স্পন্দনার
ছেদ নিয়ে আসে যা'তে,
ব্যভিচার-ব্যতিক্রম নিয়ে আসে যা'তে—
দুষ্ট অলৌকিকতার সৃষ্টি ক'রে ;
ওঠ,
জাগো,—
তপঃকৃতিতে
ঐ অনুস্পন্দনকে অনুভব ক'রে,
বিধাতা-বিভবে
বিভবান্বিত হ'য়ে ;

আর, ঐ পথেই নিয়ে এস—
অমৃতস্রোত। ৩১৬।

আবার বলি,
উদ্বর্ত্তনী অসীমের সমাবর্ত্তন হ'তে
প্রারম্ভেই সৃষ্টি হ'ল
বাক্ বা শব্দ—
বিহিত স্পন্দন-বিদীপনায়,
আর, ঐ বাক্ই হ'চ্ছে
সৃজনকেন্দ্রের প্রথম পদক্ষেপ
বা সৃজনপ্রগতির
উদ্বর্ত্তনী তরঙ্গদীপিকা,
আর, সেই বাক্ই হ'চ্ছে
সমস্ত কারণের কারণস্বরূপ ;
এ হ'তেই
অস্তিত্বের আরম্ভ বেরিয়ে এল,
আর, এই অস্তিত্বই হ'চ্ছে
সমস্ত সৃষ্টির প্রারম্ভিক কারণ ;
সেই বাক্ই
অনন্তশায়িত উৎসারণার
উচ্ছল উদ্ভাবনী
নানা সৃজনের সৃজনকেন্দ্র ;
এমনি ক'রেই
ক্রমশঃ সব যা'-কিছুর
আবির্ভাব হ'তে লাগল—
দ্যোতন-তাৎপর্য্যে ;
এমনি ক'রেই ঐ বাক্
পৃথিবীতে
নানা গুণদীপনী তাৎপর্য্যে
আবির্ভূত হ'য়ে উঠল,—
যদিও সেই একই হ'চ্ছে

বহুর সাত্বত সমাবেশ,
যদিও প্রতিটি প্রত্যেক বিভিন্ন ;
ঐ বাক্ হ'তেই
যা'-কিছুর আবির্ভাব হ'ল—
যা' শরীর ও সত্তা নিয়ে
উদ্ভূত হ'য়ে চলতে লাগল,
আর, এমনি ক'রেই
সেই অসীম
প্রতিপ্রত্যেকের ভিতর সীমায়িত হ'য়ে
চলতে লাগল—
বিভিন্ন ব্যতিক্রমের সঙ্গতি নিয়ে,
প্রত্যেকেই
প্রত্যেকেরই বিভিন্ন দ্যোতনায়
বোধবিজৃম্ভী তাৎপর্য্যে বিনায়িত হ'য়ে,
প্রতিটি নিজে
অন্যের
অন্য-অবশায়িত সাত্বত দীপনার
জীবনকেন্দ্র হ'য়ে ;
অসীমের
ঐ আশিস্‌দীপনী বাদই
বিধায়িত হ'য়ে উঠল
প্রতিপ্রত্যেকের—
অমনতর ক'রে
রকমারি তাৎপর্য্যে,
এই তো হ'ল মোক্তা কথা। ৩১৭।

সৃজন-স্পন্দনের উৎসই হ'চ্ছে—
দোল,
যেখানে এই স্পন্দন—
দোলই হয় তা'র উৎস,
ঐ দোলনক্রিয়ার ভিতর-দিয়েই আসে

শব্দরাগ,—
যা'
সৃজন-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
নানা রকমে
নানা ভঙ্গীতে
উপযুক্ত যা'-কিছুতে পর্য্যবসিত হ'য়ে
সৃষ্টির ভিতর-দিয়ে
মাধুর্য্য সৃষ্টি ক'রে
জীবনকে সঞ্জীবিত রেখে দিয়েছে ;
তা'র গোড়ার দেবতাই হ'চ্ছেন—
শ্রীকৃষ্ণ,
যিনি
আকর্ষণ-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
যা'-কিছুকে
বিশেষভাবে বিনায়িত ক'রে
সমষ্টির অঢেল উৎসারণায়
বিশ্বকে ব্যাপৃত ক'রে রেখেছেন ;
আবার, ঐ আকর্ষণের অনুগ্রহই হ'চ্ছে—
প্রীতি ;
পারস্পরিক
প্রীতিপরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
মানুষ যতই এগিয়ে চলবে
আরো আরোর পথে,
তা'র অন্তর উপভোগ করবে—
ঐ দোলন,
রাস বা শব্দ বা গতি-কম্পনের
বিহিত ব্যাবর্ত্ত
স্রোতল দীপনা,—
যা'র ভিতর-দিয়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠলেন—
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

এবং মহিমান্বিতা শ্রীরাধা ;

রাধা—

প্রকৃতির অনুরঞ্জনায়

অভিব্যক্ত হ'য়ে

আবীর-উৎসর্জ্জনায়

ঐ শ্রীকৃষ্ণের সাথে

দোলদীপালীতে

উর্জ্জী তৎপরতায়

প্রাণের আকুল স্পন্দন-নন্দনায়

মিলিত হ'তে যান—

ঐ শ্রীকৃষ্ণেরই

আকর্ষণী অনুদীপ্তিতে,

আর, নানা রকমে বিবর্ত্তিত হ'য়ে

ধারা সৃষ্টি ক'রে

ধৃতিদীপনাকে

পরিপ্লুত ক'রে তোলেন ;

এই প্লুত-দীপনী তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—

দোললীলার পুণ্য দীপনা,

যা'র ভিতর-দিয়ে

নিষ্ঠাসন্দীপ্ত আনুগত্য-কৃতির

পরিপ্লাবনী খেলায়

এই বিশ্বটা

বিশ্ব হ'য়ে উঠেছে ;

তাই বলি—

স্মরণ কর তাঁ'কে,

নমস্কার কর তাঁ'কে,

স্তুতি কর তাঁ'কেই,—

যিনি

এই দোললীলার পরম উৎস,

পরম উৎসর্জ্জনা,

পরম উদাত্ত উদ্দীপনী অনুচলনা,—

যাঁ'কে আশ্রয় ক'রে
নিষ্ঠা-আনুগত্য-কৃতির সহিত
শ্রমসুখপ্রিয়তার
পরিব্যাপনী উল্লোল উদ্দীপনা
মানুষকে
প্রীতি ও কৃতিমুখর ক'রে
শিষ্ট সুন্দরের আভাসবিভায়
বিদীপ্তির তৃপ্তিমধুর সন্দীপনা নিয়ে
সুখ ও দুঃখের তাৎপর্য্যকে
বিনায়িত ক'রে
সৎসন্দীপ্ত ক'রে তোলে ;
জান,
বোঝ,
দেখ,
আর, তোমার ইষ্ট যিনি—
শিষ্ট সন্দীপনী
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ নিয়ে
শ্রমসুখপ্রিয়তায়—
তাঁ'রই সেবা করতে থাক—
তাঁ'রই বিশ্বে—
তাঁ'কে ;
আর, প্রার্থনা করি তাঁ'র কাছেই—
ঐ সাধুপ্রভাব
তোমাদিগকে
সুষ্ঠু, সুন্দর ও সন্দীপ্ত ক'রে
অঢেল ক'রে তুলুক ;
আমার হৃদয়স্থ যিনি—
তোমাদের হৃদয়স্থ যিনি—
প্রতিপ্রত্যেকের
ঐ এক ধারা সৃষ্টি ক'রে
সবাইকে আপ্লুত ক'রে তুলুন। ৩১৮।

গাছে ফুল ফোটে,
গাছের হ্লাদিনী-উৎসর্জ্জনা
তা'র উপাদান-উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
বিহিত বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
সক্রিয় তাৎপর্য্যে
সেগুলি বিন্যস্ত ক'রে
ফুলের যা'-কিছু
সংগ্রহ ক'রে থাকে—
তা'র পরিস্থিতি ও পরিবেশের
বিহিত সুব্যবস্থ সন্দীপনায়,
নীরবে
তা'র গন্ধ ও রূপের বিকিরণায় ;
যে-সময়ে
যে-অবস্থায়
তা'র ফুটন্ত হওয়া উচিত—
তেমনতরই হয়,—
তা' একটু আগেই হোক্
আর পরেই হোক্—
ঐ উপাদান-সংস্থিতির
সুব্যবস্থ অনুশাসনে,
তা'দের প্রকৃতিই
স্বতঃক্রিয় সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
তা' ক'রে থাকে,
তা'দের ছোট-বড় বিকাশও
ঐ ওরই আহৃতির
বিহিত বিন্যাসে ;
তাই বলি—
তোমার অন্তর্নিহিত
হ্লাদিনী-আগ্রহ-উন্মাদনা
তোমার সত্তাকে
এমনতরই আলোড়িত ক'রে তুলুক—

ঐ উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
বিনায়িত বিন্যাসে—
যা'তে তুমি
সত্তায় সংস্থিত হ'য়ে
প্রতিটি সত্তার ভিতর
তোমার ঐ সুষমা
সাগ্রহ-সুন্দরে
সম্প্রসারিত ক'রে
তোমাকে
পরিব্যাপ্ত ক'রে তুলতে পার
প্রত্যেকের অন্তরে—
ঐ হ্লাদন-ক্রিয়াকে সজাগ ক'রে তুলে,—
যা'র ফলে,
যে যেমনতর
তেমনি ক'রেই
তা'র উৎসর্জ্জনী সম্বেগ
ও উপাদান-উপকরণের
বিহিত বিন্যাসে
সে অমনতরই ফুটে ওঠে—
হ্লাদন-দীপনা
প্রত্যেকের ভিতর সঞ্চারিত ক'রে ;
আবার বলি—
হ্লাদন-সঙ্গতির ভিতর-দিয়েই
যে-যে উপাদান সংগ্রহ ক'রে
গাছ ফলপ্রসব করে—
ফলে সংরক্ষিত হয় তা'র বীজ,
যে-বীজ
মৃত্তিকার
সহযোগ-সঙ্গতির পরিচর্য্যায়
আবার ঐ জাতীয় গাছেরই
উদ্ভব ক'রে থাকে ;

আবার, বায়ুর বিচ্ছুরণে
গাছ তা'র বীজগুলিকে
বিচ্ছুরিত ক'রে থাকে—
তদনুগ বৃক্ষকে
উৎসর্জ্জিত ক'রে
আবহাওয়ার পরিচারণায় ;
তাই বল—
'অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়',
দীপ্ত হ'য়ে ওঠ—
ছুনিয়ায়—
ছুনিয়ার প্রত্যেকটি অন্তস্তলে—
দীপ্ত উর্জ্জনায়,
তারস্বরে সবাই ব'লে উঠুক—
'অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়'—
নন্দনার
বিন্যাস-বিভূতি নিয়ে—
অমরার অমৃত-উৎসারণায়,
আর একসাথে গেয়ে উঠুক সবাই—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্',
এমনি ক'রেই
স্বর্গ
মর্ত্ত্যের প্রতিটি হৃদয়ে নেমে এসে
ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাসে
হ্লাদিনী নন্দনায়
উদ্দীপিত হ'য়ে উঠুক
সজাগ হ'য়ে উঠুক—
অচ্ছেদ্য আলিঙ্গন-বন্ধনে বদ্ধ হ'য়ে—

প্রতিটি বিভিন্ন
ভিন্ন থেকেও
একায়িত উর্জ্জনায়। ৩১৯।

দোলায়মান আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ
আকর্ষণ-বিকর্ষণ-সঙ্গর্ভী যোগাবেগ-সম্ভূত
ঝঙ্কার-প্রাবৃট্‌-পরিক্রমায় তরঙ্গায়িত হ'য়ে
সংহিত সংঘাতে
তদনুপাতিক বিন্যাস লাভ ক'রে
ছন্দ-অনুক্রমণায় ধ্বনায়িত হ'য়ে
মঞ্জুল তালে
বোধবেদনায় যেখানে উদ্দীপ্ত হ'তে লাগল—
চেতনদীপনী শব্দ ও জ্যোতি-নিক্কণে,
বিচ্ছুরিত শ্বেত-বিভায়,
অপ্রমেয় উদাত্ত চেতনায়,
অস্ফুট স্ফুরণে,
মণ্ডল সৃষ্টি ক'রে,—
সেই হ'চ্ছে নির্ম্মল চৈতন্যভাণ্ডার—
দয়ী দেশ,
আর, চিদ্‌-অণুর প্রাক্‌-প্রকাশ ওখান থেকেই ;
ঐ কম্পন-সম্বেগ-সংঘাত হ'তেই আসে
শব্দ ও জ্যোতি,
আর, ঐ আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগের প্রতিক্রিয়ায় হয়
আকর্ষণ, বিকর্ষণ,
ঐ প্রসারণা যখন চরম-সীমায় উপস্থিত হয়,—
তখন থেকেই
আকুঞ্চনী আবেগ আরম্ভ হ'তে থাকে ;
আবার, ঐ আকুঞ্চন বা সঙ্কোচন
যখন চরম সীমায় উপস্থিত হয়,
আর যখন আকুঞ্চিত হ'তে পারে না
এমনতরভাবেই জমাট বেঁধে ওঠে,

তখন থেকেই তা'র অন্তঃশায়ী
প্রসারণী সম্বেগ সুরু হ'তে থাকে ;
আর, এর ভিতর-দিয়েই
অমনি ক'রেই প্রত্যেকটি স্তরেরই
দুটি মেরু সৃষ্টি হ'য়ে ওঠে,
তা'র নাম দেওয়া যা'ক
একটি ঋজী অর্থাৎ স্থাস্নু মেরু,
আর একটি রিচী অর্থাৎ চরিষ্ণু মেরু,
ঐ ঋজী ও রিচীর লীলায়িত রসলোলুপ
সংশ্রয়ণী সম্বেগকেই
শক্তি বলা যেতে পারে,
এই রিচী-মেরু হ'চ্ছে
একটা পরম সঙ্কোচনী জমাট অনুবন্ধ,
যা' হ'তে প্রসারণ-সম্বেগ
সৎ-সন্দীপনায় উদ্দীপিত হ'য়ে চলে ;
আর, এই আকুঞ্চন-প্রসারণের মাঝখানেই আছে
বিরমণ,
এই বিরমণ-অবস্থার থেকেই
মেরু হ'তে আরো প্রসারণী
বা সঙ্কোচনী সম্বেগ সংগৃহীত হ'য়ে
আরো হ'তে আরোতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলতে থাকে ;
এই সৎলোক বা সত্যলোক
নির্ম্মল চৈতন্যের জমাট আধারেরই
একটি সঙ্কোচনী পরিণাম,
যেখান থেকে আবার সুরু হ'ল প্রসারণী সম্বেগ,
ঐ প্রসারণী আবেগ
প্রসারণায় সম্যক্-সম্বেগী হ'তে না পেরে
খানিকটা আকৃষ্ট হ'তে লাগল
সেই আদিমেরু বা নির্ম্মল-চৈতন্যভাণ্ডারের দিকে,
সৎলোকের দিকে,

এ যেন একটা ডিমের ছুটো মেরু ;
ওর ফলেই ঐ প্রগতি
জমাট আকুঞ্চনী কেন্দ্র হ'তে
প্রসারণী সম্বেগের ধাক্কা পেয়ে
আর এক ধাপ নীচেয় নেমে আসল,
এখানেই অস্তি
অহংবোধিতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল—
ঐ চৈতন্যভাণ্ডারের ঝঙ্কার-অনুবন্ধনায়,—
যে-শক্তি পেয়ে
সে সত্যলোকের নীচে
আর এক ধাপ নেমে আসল—
শ্বেত হ'তে শ্যামলী বর্ণে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ;
ঐ সত্যলোকের প্রতি আকর্ষণ থেকে
সে যখন আর নীচে নামতে পারল না,
লীলায়িত জীবন-জলুস নিয়ে
সৎপুরুষেই আকৃষ্ট হ'তে লাগল,
তখন ঐ শ্যামলী ধারার সঙ্গে
পুনরায় নেমে এলো
একটা পীতাভ প্রদীপনা ;
সংনিবদ্ধ সমাবর্ত্তনী অনুক্রমণায়
চলন্ত হ'য়ে উঠল ব'লেই
তা'কে ধারা বলা হয়,
এই শ্যাম ধারা ও পীত ধারার
সহজ আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ-সংঘাত নিয়ে
মিলন-বিরহের উচ্ছ্বাস-সঙ্গমে
সে ব্রহ্মাণ্ড-সৃজনী অভিসম্বেগ নিয়ে
চলতে লাগল—
স্তর-পারম্পর্য্যে ;
এর কেন্দ্রপুরুষই হ'ল 'সোঽহংপুরুষ'
—সাধকরা ব'লে থাকেন,—
সংখ্যান-সম্বেগী ব'লে একে অনেকে

কালপুরুষ বলেন ;
আর, প্রত্যেক স্তরের কেন্দ্র বা মেরুই হ'চ্ছে
তা'র নিয়মন-পুরুষ ;
আবার, যমন বা সঙ্কোচনের সম্বেগ
যেখানে যত গাঢ়,
অনুভূতিও সেখানে তত খিন্ন—
অন্তরাবেগী,
তীব্র তমসাও সেখানে তত বেশী,—
যা' প্রত্যেকটি মণ্ডলের শেষসীমায় দেখা দেয়,
আবার, নূতন স্তর বা মণ্ডল বিকাশোন্মুখ যত
অনুভূতিও সেখানে স্ফোটন-সম্বেগী তত,
শব্দ ও দ্যোতন-দীপনাও
ক্রমশঃ স্ফুটতর হ'তে থাকে
তেমনি ;
এখানে ঐ ব্যোম-বিজৃম্ভী চিদ্-অণুগুলি
সঙ্কলিত হ'য়ে
নানাগুচ্ছ সৃষ্টি ক'রে
সমবিপরীত তাৎপর্য্য নিয়ে
সম্মিলনী পর্য্যায়ে
ভাঙ্গাগড়ার বিচিত্র বিন্যাসে
সন্নিবেশিত হ'য়ে
নানা স্তর সৃষ্টি করতে লাগল ;
যে-কেন্দ্র বা রন্ধ্রের ভিতর-দিয়ে
এই সম্বেগ-উৎসৃজন-অনুস্রোতা হ'য়ে
এই স্তরের বিকাশ আরম্ভ হ'ল—
ঐ সোঽহংপুরুষের নিম্নকেন্দ্র থেকে,—
হয়তো তা'কেই সাধকরা
'ভ্রমরগুহা' বা 'গুফা' ব'লে থাকেন ;
এমনি ক'রে নানা স্তরে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
ঐ অণু-সঙ্কলন
ক্রমে ঘনায়িত হ'তে হ'তে

কণায় পর্য্যবসিত হ'তে লাগল,
এই কণা হ'তেই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল
পিণ্ডিকা অর্থাৎ সুসংহত কণারাশি,
যা'র যথাবিহিত নিবদ্ধ পরিক্রমায়
ফুটে উঠল এই জগৎ বা পিণ্ডদেশ,
যা' অবস্থামাফিক চেতন-দীপনার ভিতর-দিয়ে
জৈবী-নিয়মনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
তা'র পরিবেশকে তেমনতরই অনুভব করতে লাগল ;
ফল কথা, ঐ চিদ্-অণু,
চিদ্-অণু-সঙ্কলিত পরমাণু,
পরমাণু-সঙ্কলিত অণু,
অণু-সঙ্কলিত কণা,
ও কণা-সঙ্কলিত পিণ্ডিকার
ওতপ্রোত সংস্রব-সন্দীপনা থেকে
বিভিন্ন পরিক্রমায়
সংস্রব-সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে
মাতৃক জগৎ উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল,
যা' সমবিপরীত সঙ্গমের ভিতর-দিয়ে
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য-পরিক্রমায়
নানা বৈশিষ্ট্যে প্রকটিত হ'য়ে
প্রকট হ'তে লাগল,
আর, এ হ'তেই
ঐ ব্রহ্মাণ্ড ও পিণ্ডের মোহনাতেই
ত্রিধারার উৎপত্তি হ'য়ে উঠল,
ইড়া অর্থাৎ গতিসম্বেগ
পিঙ্গলা অর্থাৎ জ্যোতিসম্বেগ
আর, সুষুম্না অর্থাৎ অব্যক্ত শব্দে
অতিশায়িনী সম্বেগ বা প্রবর্ত্তনা
স্তরে-স্তরে
নানাপ্রকার স্থূল দেহ অবলম্বন করতে করতে,
স্থূল হ'তে স্থূলতরে অভিব্যক্ত হ'তে লাগল,

এই ত্রিকূটিতে
বিরাট শূন্যের ভিতর-দিয়ে
ঐ কণাগুলির নানা পরিক্রমা
সঙ্কোচনার বিরাট অন্ধকার ভেদ ক'রে
সহস্রারে স্ফুটন-দীপনায়
আত্মপ্রকাশ করতে লাগল,
এই সহস্রারই হ'চ্ছে
স্থূল জগতের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি,
একেই বোধ হয় সাধকরা
'জ্যোতিনিরঞ্জন' বলে থাকেন ;
তারপর যথাক্রমে অন্যান্য লোক, স্তর,
কমল ও মণ্ডল সৃষ্টি হ'য়ে
স্থূলতরে আত্মবিকাশ লাভ করল—
জীবনদীপনা নিয়ে—
বীপ্সানুগ আবর্ত্তনে,
এর প্রত্যেকটি স্তরে
শব্দ, রাগ বা রং ও জ্যোতি
বিভিন্ন প্রকারের ;
এই জীবনপ্রভা-বিস্ফুরণের সাথে-সাথেই
আত্মসংরক্ষণ, আত্মসম্পোষণ
ও আত্মবিস্তারণ-প্রবোধনা
ক্রমশঃই জেগে উঠতে লাগল—
নানা ছন্দের লীলায়িত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে,
নানা বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন হ'তে-হ'তে
বোধ-সঙ্কলনী তাৎপর্য্যে
একটা দৃপ্ত জীবনীয় তালে,
এই ছন্দ এক-এক পরিস্থিতিতে
সেই পরিস্থিতিতে যেমন সম্ভব
তেমন ক'রেই আত্মপ্রকাশ করতে লাগল ;
আর, এরই অন্তর্নিহিত অণুগুলি
ঐ আত্মরক্ষণ, আত্মপোষণ

ও আত্মবিস্তার-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
বিন্যাস লাভ করতে লাগল,—
সেইগুলিই হ'ল জনি ;
প্রাথমিক জীবনে অনেক স্থলে
একই দেহে
স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গতি সম্ভব হ'য়ে উঠল,
ওকেই বোধ হয় সাধকরা
'অর্দ্ধনারীশ্বর' বলেছেন,
পরে, পরিবেশ ও প্রাণন-পরিচর্য্যার
সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
স্ত্রী-পুরুষের দেহ
আলাহিদাভাবে উৎক্রামিত হ'য়ে উঠল,
আর, ঐ পুরুষেই নিহিত থাকল
স্ত্রীবীজ ও পুংবীজ উভয়ই ;
বিভিন্ন সংশ্রয়ে,
বিভিন্ন রকমের পরিস্থিতির ভিতর-দিয়ে
ঐ বীজই স্ত্রীগর্ভে
পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন সংগঠনে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
স্ত্রী ও পুরুষে ভেদ সৃষ্টি ক'রে চলল ;
স্ত্রী-ডিম্বকোষে রইল
জনি-অনুপাতিক রজোবিন্যাস,—
যা' পুরুষের বীজ-অনুস্যূত সম্ভাব্যতাকে
দেহে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে ;
আর, পুরুষের বীজদেহে রইল জনি—
জীবন-গুণপনা :
আবার, যেমন-যেমন বিশেষত্ব যেমন-যেমন ক'রে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল,
তদনুপাতিক পুরুষ ও স্ত্রীর ভিতরে
ঔপাদানিক সমাবেশ

তেমনতরই হ'য়ে রইল,
যা'তে তজ্জাতীয় পুরুষ ও স্ত্রী
উভয়েই উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠতে পারে,
এমনি ক'রেই বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য
সংক্রমণশীল হ'য়ে
নানা তাৎপর্য্য-তৎপরতায় চলতে লাগল—
একটা বিবর্ত্তনী আবর্ত্তন-সংক্ষুধ সম্বেগে—
ছন্দানুবর্ত্তিতায়,
প্রত্যেকটি ছন্দ আবার
উপযুক্ত অভিব্যক্তি লাভ ক'রে
তা'র পারিবেশিক
প্রত্যেকটি ছান্দিক অভিব্যক্তির ভিতর
আত্মিক-সংশ্রয় লাভ ক'রে চলতে থাকল,
তাই, প্রত্যেকটি অভিব্যক্তির
পরম আকূতিই হ'চ্ছে
নিজে থেকে বা বেঁচে সম্বৃদ্ধ হ'য়ে চলা,
সম্বর্দ্ধনায় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে চলা—
নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যমাফিক—
সর্ব্বতোভাবে—
যে যেমন, সেই তাৎপর্য্যে,
এমনি ক'রেই প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে
ভর-দুনিয়া সচ্চিদানন্দে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল ;
ঈশ্বর মহান,
তিনি 'অণোরণীয়ান্
মহতো মহীয়ান্' ;
আবার, সুকেন্দ্রিক তদর্থপরায়ণ তপানুচর্য্যার
ভিতর-দিয়ে
জনিকে উদ্ভিন্ন ক'রে
সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যে
কুশল-ধী হ'য়ে
সার্থক সমঞ্জস এই তত্ত্ব

যাঁ'তে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,—
তিনিই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-পুরুষ,
লোকপালী নরবিগ্রহ তিনি,
প্রেরিত বা তথাগত তিনিই,
তিনিই মৈত্রেয়—
মানুষের স্বতঃ-সম্পদ,
সংহতির জীয়ন্ত কেন্দ্রকীলক,
বিবর্ত্তনের পরম হোতা,
এই হ'ল মোক্তা কথায়—
পিণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড ও চৈতন্য-দেশের মোক্তা বিবরণ,
যা' প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে আমার কাছে। ৩২০ ।

জীবন যখন
তা'র গতিশীল তৎপরতায়
আণবিক তাৎপর্য্যে
উপনীত হ'য়ে
সংস্থিতির স্বতঃ-বিনায়নে
প্রাগ্-বস্তু উপাদানের ভিতর-দিয়ে
প্রাগ্‌বস্তুতে উপনীত হ'ল,
ঐ প্রাগ্‌বস্তুর ভিতরেই
সে
নিজের জীবন-সংস্থিতিকে
উপ্ত ক'রে রইল,
ক্রম-তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
ক্রমান্বয়ী সন্দীপনায়
সংস্থিত হ'য়ে রইল—
ঐ প্রাগ্‌বস্তুতেই—
নিবিষ্ট স্থূল ক্রমাগতি নিয়ে,
সংযোজনী সন্দীপনা
তা'র সত্তাকে
সৌষ্ঠবমণ্ডিত ক'রে

স্থূলতরে সম্বুদ্ধ ক'রে তুলল,
এমনি ক'রেই সৃষ্টি হ'ল—
জল, মাটি, উদ্ভিদ্, মানুষ,
আর, যা'-কিছু সব,
সঙ্গে-সঙ্গে
সবার কাছে
তা'র তা'র রকমে
চেতনদীপনায় জেগে উঠল—
বুদ্বুদের মতন ফুটে উঠল—
সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ,
যা'-কিছু সব,—
বায়ু, জল ইত্যাদির
রকমারি উদ্বর্ত্তনায় ;
ঐ সার্থক সঙ্গতির তাৎপর্য্যে
ঐ জীবন-সংস্থিতি
স্থূল সন্দীপনায়
অনুভবের আয়ত্তে চ'লে এল,
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ল—
ঐ ইন্দ্রিয়-সংস্থিতিরই
সুঠাম বিনায়নে ;
এমনি ক'রেই ক্রমে-ক্রমে
উৎসৃষ্ট হ'য়ে উঠল—
তা'র জীবনীয় প্রয়োজনের
আপূরণী তৎপরতা,
সে
সংস্থ বৈধী বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
নিজেকে
অবস্থামতন
নানারকমে অভিব্যক্ত ক'রে তুলতে লাগল ;
এমনি ক'রেই
অন্যান্য যা'-কিছু—

জীবজন্তু—
সব যা'-কিছুতেই
উপস্থাপিত হ'য়ে উঠল,
তা'র স্থূল ব্যক্তিত্ব
ক্রমে-ক্রমে
স্থূলতর হ'তে হ'তে
ঐ জীবনের প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে
তা'কে আপূরিত করতে লাগল—
বিহিত বিধায়নার ক্রমপদক্ষেপে—
সংযোজনী সংক্রমণায়
সিদ্ধ সংস্থিতি নিয়ে ;
আর, এই সব যা'-কিছু হ'ল
স্থির ও চরের
দোল-নর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে,
আবার, স্থির ও চরের সমাবর্ত্তনই হ'চ্ছে—
দয়ী-পুরুষ,
আর, দয়ী-পুরুষ তিনি—
যিনি সবটার ভিতর
জীবনধারায় সংস্থিত,
সব যা'-কিছুর ভিতর
তাই-ই হ'য়ে যিনি আছেন—
রাসলীলার
রসসিঞ্চিত
সাত্বত অনুনয়নে,—
নৃত্যবিভোর স্পন্দনার
উচ্ছল সম্বেগে,—
নটনন্দিত ঊর্জ্জনায় ;
এই জীবনসম্বেগ
নানা আবর্ত্তনের ভিতর-দিয়ে
শারীর বিধায়নের ভিতরে
উপ্ত হ'য়ে

সুপ্ত তৎপরতায়
সজাগ সন্দীপনায়
জীবনধারার
স্রোতল গতির ভিতর-দিয়ে
ক্রমে-ক্রমে
নানারকমে বিসৃষ্ট হ'য়ে
বিনায়িত হ'য়ে
বিভবান্বিত হ'য়ে
কৃতি-উদ্দীপনায়
নিজেদের আপোষিত করতে লাগল
আপূরিত করতে লাগল ;
শারীর সন্দীপনার ভিতর-দিয়ে
এই যে জীবন-প্রবাহ—
তাই-ই আত্মা ;
এমনি ক'রেই
বিশ্ব উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে উঠতে লাগল—
জীবনীয় অভিদীপনায়,
আর, তা'র বিহিত সংস্থিতি নিয়ে
পরাবর্ত্তনী তাৎপর্য্যে
ঐ প্রাগ্‌বস্তুর
নানাপ্রকার সংমিশ্রণের ভিতর-দিয়ে
নেমে আসতে লাগল
ক্রমে-ক্রমে—
তা'র সন্তান-সন্ততি—
জীবজন্তু সবারই
সংবেদনী বর্দ্ধনার
আকূতি-উদ্ভাসনায়,
জীবন-সংস্থিতিতে সম্বুদ্ধ হ'য়ে
সে
জীবনলীলায়
উৎসর্জ্জিত হ'তে লাগল ;

ক্রমে-ক্রমে হ'ল—
স্বঠাম মানুষের উদ্ভব,
দুনিয়া তখন
জীবনলীলার সুষ্ঠু ক্ষেত্র হ'য়ে উঠল—
সাত্বত অভিনিবেশকে
অতিশায়নী তাৎপর্য্যে সজাগ ক'রে ;
সঙ্গে-সঙ্গে
তা'র ইন্দ্রিয়গ্রাম
শিষ্ট ও পুষ্ট হ'য়ে উঠল,
উদ্ভব হ'ল তা'র
মানস-সম্বেদনা—
সংঘাত-সন্দীপনায় ;
ঐ স্রোতলদীপ্ত
জীবনপ্রবাহের ভিতর-দিয়ে
সে বেঁচে রইল,
বৃদ্ধিতৎপর হ'য়ে চলতে লাগল ;
ব্যতিক্রমদুষ্ট
সে যেখানে যেমনতর হ'য়ে উঠল—
বিলয়ও তা'র সেই পথে
তেমনি ক'রেই হ'তে লাগল,
মোটা কথায়
এইতো গেল জীবনের স্মৃতিতর্পণ ;
জীবনকে যদি রাখতে চাও—
জীবন-বিধায়নাকে
শিষ্ট ক'রে রাখ.
বৈধী আচরণকে
তোমার
সাত্বত আচার ও আচরণ ক'রে নাও,
জীবনকে
স্মৃতিসিক্ত
প্রবাহদীপ্ত ক'রে

চিরন্তন ক'রে রাখ,
পারবে না ?
যদি চাও—
যদি কর—
পারবেই ;
সংস্থিতির সঙ্গতিশীল তাৎপর্য্যে
সব যা'-কিছুকে
আপনার ক'রে নিয়ে
বৈশিষ্ট্যকে
শিষ্ট তৎপরতায়
সঙ্গতিশীল ক'রে নিয়ে—
পারস্পরিক অনুবেদনায়
শিষ্ট বিজ্ঞ বেদনা নিয়ে
পরস্পরকে সাহায্য ক'রে
সন্দীপ্ত ক'রে
সঞ্জীবিত ক'রে
জেগে ওঠ—
ঐ উল্লোল প্রাণন-দীপনায়
উল্লোল রাসলীলার
রঙ্গণ-রহস্যে,
কৃতিশীল তাৎপর্য্য নিয়ে,
চর্য্যামুখর সন্দীপনায় ;
বুঝতে দাও—
তুমি তা'র,
সে তোমার,
এমনি ক'রে
প্রত্যেকে প্রত্যেকের হ'য়ে উঠুক ;
সুরলোক স্বর্গেই আছে,
আর, সে স্বর্গ হ'তেই
এই মর্ত্ত্যের অভিনব আগমন ;
স্বর্গ—

মর্ত্ত্যে
তা'র সুরনর্ত্তনা নিয়ে
স্থূল সন্দীপনার
সক্রিয় তৎপরতায়
অনুভূতির লীলায়িত লাস্যে
শুভ-সন্দীপনী তাৎপর্য্য নিয়ে
সজাগ হ'য়ে উঠুক ;
বেঁচে থাক,
অমর হ'য়ে ওঠ,—
এই আমার প্রার্থনা,
আর, ঐ উদ্দাম আকূতিই
আমাদের জীবন-অগ্নি,
তাই, আমার বলতে ইচ্ছা করে—
'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং
যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্
হোতারং রত্নধাতমম্'। ৩২১ ।

তুমি চলৎ-চলায় হবে যেমন,
দিগন্ত কিন্তু তা'রও আগে। ৩২২ ।

বর্দ্ধনাই যদি চাও—
ক্ষুদ্রকে তাচ্ছিল্য ক'রো না,
ক্ষুদ্রেরই
সঙ্গতিশীল সংক্রমণই হ'চ্ছে বৃহৎ। ৩২৩ ।

বৃহতের
বিয়োগ-ব্যাপৃতিই
ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র ক'রে তোলে,
তাই, যা' ক্ষুদ্র
তা'কে তাচ্ছিল্য করবার নয় কিন্তু,
যোগারূঢ় তাৎপর্য্যে

সার্থক সমন্বয়ে
উচ্ছল হ'য়ে ওঠাই
ক্ষুদ্রত্বের সার্থকতা। ৩২৪।

যা'তে তুমি আকৃষ্ট হ'য়ে আছ,
কর্ষণে আরোতর হ'য়ে উঠছ,
তা'রই কেন্দ্র যা',
তাই-ই দুনিয়ার আকর্ষণ-কেন্দ্র,
জীবন ঐ আকর্ষণকেন্দ্রেরই অবদান। ৩২৫।

'আমি'র সংসৃষ্ট বা সংস্রবান্বিত যা'
পালনে-পোষণে-পূরণে
—তা' আমার,
আর, আমার বোধ যেখানে যেমন
মমতাও সেখানে তেমন। ৩২৬।

বস্তুর সাত্ত্বিক সম্বেগকে
যে মুদ্রণ-নিয়মনায় বিনায়িত ক'রে,
তা'র গতি-প্রসারণ-সম্বেগকে
উচ্ছল ক'রে তুলে
সমীচীনভাবে কোন-কিছুতে
প্রয়োগ করলে—
তা' চলতুচ্ছল হ'য়ে ওঠে,
সন্ধিৎসু নিয়মন-বিনায়নায়
তেমনি মুদ্রণে বিনায়িত ক'রে
প্রয়োজন-মত যদি তা'কে ব্যবহার কর,
উপযুক্ত ফলে উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারবে,
লাভবান হবে তুমি। ৩২৭।

তোমার জীবনদুনিয়ার
সব ব্যাপার বা বিষয়ের

সার্থক সঙ্গতিশীল
অন্বিত অর্থনার
সাত্বত সমাহারী
সুশৃঙ্খল প্রাজ্ঞ-কৈফিয়তের
অভাব যেখানে যেমনতর
যতখানি—
বাস্তবিকতায়,—
প্রাজ্ঞ সত্তার
অভিনিবেশী শৃঙ্খলার অভাবও
তোমার জীবনে ততখানি। ৩২৮।

তোমার সমক্ষে
অলৌকিক সংঘটন হো'ক,
কিন্তু তা'কে তোমার সন্ধিৎসা
ও বোধনা দিয়ে
বাস্তব সিদ্ধান্তে যদি
না আনতে পার
বা তা' সংঘটন করতে না পার,
তবে তুমি ঠকলে,
তা'কে ভেদ করতে পারলে না,
অজানাই র'য়ে গেল তা',
তা'র সার্থক সঙ্গতিপূর্ণ বিনায়নবিদ্
হ'তে পারলে না,
নিজে কিছু করতেও পারলে না তা'র। ৩২৯।

তুমি যেই হও,
আর, যা'ই হও,
জান না ব'লেই যে
কারণ ছাড়া করণ হয়
তা' কিন্তু নয়;

এখনও যা'র কারণকে
ধরতে পারা যায়নি,
হয়তো ঐ ধরতে পারাটা
ভবিষ্যের কোলে লুকিয়ে আছে,
গবেষণী অনুচলন নিয়ে যদি চল,
একদিন হয়তো বুঝতে পারবে,
ধরতে পারবে,
জানতে পারবে ;
ধাতা 'সর্ব্বকারণকারণম্' । ৩৩০ ।

পরস্পর-বিরুদ্ধধর্ম্মী যা'
তা' তোমার বহুদর্শী বোধিবৃত্তির কাছে
সার্থক সুসঙ্গতি নিয়ে
প্রয়োজনমাফিক যখন যেমনতর যতই
সত্তাপোষণী হ'য়ে উঠবে,
যেমন জল-আগুন, খাদ্য-অখাদ্য,
ন্যায্য-অন্যায্য, দয়া-দাক্ষিণ্য-সেবা,
কাম-ক্রোধ-লোভ ইত্যাদি—
বোধিতাৎপর্য্যে অন্বিত হ'য়ে
শুভ সামঞ্জস্যে,—
কর্ম্মনিপুণ প্রয়োগপ্রজ্ঞা
ততই তোমাকে বিবর্ত্তনে
ভগবত্তায় উৎসর্গীকৃত ক'রে তুলবে—
সুকেন্দ্রিক, ইষ্টার্থদীপনী
পরমার্থ-প্রবৃদ্ধ হ'য়ে । ৩৩১ ।

বিষয়, ব্যাপার বা বস্তুর
বাস্তব বীক্ষণায় বা সংস্পর্শে
অনুভবগুলির সঙ্গতি নিয়ে
কার্য্য-কারণ ও পারিবেশিক দ্যোতনা-সম্পর্কিত
সন্ধিৎসু অনুচলনে

যে-বোধ জন্মে অটুটভাবে,
তা'ই হ'চ্ছে তা'দের বিহিত বোধ,
আর, ঐ কার্য্য-কারণের অন্বিত সঙ্গতির
ধৃতিই হ'চ্ছে বিধি ;
ঐ বিধিকে উদ্ঘাটিত ও উপলব্ধি
করাই হ'চ্ছে—
তা'র দর্শন ও জ্ঞান ;
আর, যে-অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে
তা'কে উপলব্ধি করা যায়,—
তা'ই তা'র অধিগমনী নীতি,
যা'র ভিতর-দিয়ে
জীবনীয় প্রয়োগকুশল হ'তে পারা যায়। ৩৩২।

কিসে কী হয়,
কিসেই বা কী হয় না—
আর, হয়ই বা কখন কেমন ক'রে,
হয় নাই বা কেন,
কোন্ সময়,
কী ক'রে—
সব বিষয়ে খেয়াল রেখে
হাতেকলমে নির্দ্ধারণ ক'রে
কুশলকৌশলী তৎপরতায়
সংযোগ ও বিয়োগগুলিকে
বেশ ক'রে খতিয়ে নিয়ে
পারস্পরিক সঙ্গতি-সহকারে
বিন্যাস ক'রে তুলতে
ত্রুটি ক'রো না ;
এর ভিতর-দিয়ে
অনেক বিষয়ে অনেকখানি
ঐ কৃতি-অনুচর্য্যায়
স্থির ক'রে ফেলতে পারবে,

বোধও খুলবে অনেকখানি,
আর, বোধ-বিভূতি যা'
তা'ও আয়ত্তে আসবে—
ঐ যোগাযোগের মাধ্যমে। ৩৩৩।

বস্তুর অন্তঃস্থ
সংহতি, সংযোজনা এবং ক্রিয়া
কোথায় কিভাবে কী করে—
তা'কে সমীচীনভাবে জেনে
তা'র সমীচীন ব্যবহারে
যে কৃতকৃতার্থ হ'য়ে ওঠে—
নিষ্ঠানিবিষ্ট দীপক ধ্রুবগতি নিয়ে,
সার্থকতার সঙ্গতিশীল
সমীচীন বিনায়িত
হোমদীপনী কৃতিসম্ভার নিয়ে—

প্রজ্ঞার
প্রাজ্ঞ চেতনা তো সেখানেই,
আর, তা'ই হ'চ্ছে—
কৃতি-উৎসারণার
উৎসর্জ্জনী নন্দনা ;

বিরত হ'য়ো না,
পিছিয়ে যেয়ো না,
এগিয়ে চল,
দেখ, বোঝ, কর—
যেখানে যেমন বিহিত হয়,
কৃতিসন্দীপনী প্রজ্ঞা
প্রত্যেক জীবনে
উৎসর্জ্জিত হ'য়ে উঠুক—
সৌষ্ঠবসুন্দর
প্রয়োগপ্রদীপ্ত
পরম সার্থকতা নিয়ে। ৩৩৪।

বস্তুর
অন্তর-বাহিরের যা'-কিছুকে
বিহিত বিন্যাস-তাৎপর্য্যে
সঙ্গতিশীল বিনায়নে
দেখবার চেষ্টা কর,

দেখে—
কী ক'রে
কেমনতর কী হ'ল—
তা' বুঝতেও চেষ্টা কর,

বুঝে-সুঝে
আবার দেখ—
তুমি তা'র অমনতর
বিন্যাস করতে পার কিনা—
যা'তে অমনতর হয়!

এমনি ক'রে
দেখে করতে-করতে
হয়তো তুমিও একদিন
ভূতভাবন হ'য়ে উঠবে,—
অর্থাৎ, বহু কিছুর স্রষ্টা হ'তে পারবে,

সূত্রটাকে
বিহিতভাবে আয়ত্ত করতে পারবে ;

এই দেখা-শোনা-বোঝা—
আর বিহিত বিন্যাসে সেগুলি করার চেষ্টা—
এর থেকেই
তোমার সহজ প্রজ্ঞা গজিয়ে উঠবে ;

যদি পার—
সার্থকতা তোমাকে
নিবিড় আলিঙ্গনে
অভ্যর্থনা না ক'রেই
থাকতে পারবে না। ৩৩৫ ।

জানার অন্তরালে
অজানার যে নটলীলা—
অমরণ-আকূতির সন্ধিৎসা-সম্বেগে
তা'কে উদ্ঘাটন করার যে সক্রিয় আগ্রহ-আকূতি,—
তাই-ই আমাদের বোধিকে
ক্রমবিকাশিত ক'রে
প্রজ্ঞার পথে এগিয়ে দেয়। ৩৩৬।

স্মৃতিবাহী চেতনার উৎসারিত আবর্ত্তনে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে
অনুরাগ-দীপনায়
ইষ্টার্থ-অন্বয়ী
পরমার্থ-উপভোগই হ'চ্ছে জীবনের তাৎপর্য্য,
আর, ঐই হ'চ্ছে অমৃতলাভ,
জীবনের সার্থকতাও ঐখানে,
মানেও তা'ই। ৩৩৭।

ঈশ্বর-নিদেশ
কাউকেও খোজা ক'রে রাখতে চায় না
বিনা ব্যতিক্রমে,—
কারণ, তিনি স্রষ্টা,
আর, সৃজন-প্রকরণ তাঁ'তেই নিহিত,
আর, তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে ওঠাই
সৃষ্ট যা' তা'র পরম সার্থকতা। ৩৩৮।

যিনি থাকা এবং না-থাকা
এই উভয় জানাকেই জানেন—
তিনিই যা' থাকে-না তা'কে জেনে—
সেই জানা দিয়ে মৃত্যুকে অর্থাৎ
না-থাকাকে অতিক্রম করেন,

আর, যা' থাকে তা'কে জেনে—
সেই জানা দিয়ে অমৃতত্ব লাভ করেন। ৩৩৯।

পরলোক ও পরমেশ্বরে
মানুষের আস্থা
ও একমুখীন অনুরাগ না থাকলে—
মানুষের সংস্থিতি
ও সংক্রমণী সম্বর্দ্ধনী বিবর্ত্তন
ব্যাহত হ'য়েই চলতে থাকে
বিকেন্দ্রিকতায় বিচ্ছিন্ন হ'তে-হ'তে,
অদৃষ্টকে দৃশ্য করার বা বোধে আনার—
অনায়ত্তকে আয়ত্ত করার—
আবেগময়ী প্রবৃত্তি জন্মে না ;
তাই, উদ্বর্দ্ধনী জীবন লাভ করতে গেলে
পরলোকে আস্থাও যেমন প্রয়োজন,
পরমেশ্বরে আস্থা ও অনুরাগও
তেমনই প্রয়োজন। ৩৪০।

ঈশ্বর সর্ব্বজীবে নিগূঢ় মমতাদীপ্ত—
তা' তিনি যেমন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে,
তেমনি সমষ্টিতে,
তিনি জীবের জৈবী-যন্ত্রে
জীবনরূপে সমারূঢ় থেকেও
ভূতমহেশ্বর,
ঐ প্রজ্ঞাস্পর্শী মহামানব যাঁ'রা
তাঁ'রাও তাই জীবমাত্রেরই সত্তাসংশ্রয়ী
—প্রাজ্ঞ মমতাপ্রবণ;
ঈশ্বরে আকূতিপ্রবণ হ'য়ে
সেই মহামানবের শরণাপন্ন হও,
অনুসরণ কর তাঁ'কে—
সক্রিয় একমুখীন আগ্রহ-উদ্দীপনায়

অচ্যুতভাবে,
আর, তা'ই হ'চ্ছে তাঁরই প্রসাদী
পরাশান্তি-লাভের একমাত্র পথ। ৩৪১।

মূঢ় যা'রা,—
তা'রাই মূর্ত্ত আদর্শকে বাদ দিয়ে
সত্তাবিহীন বাদ-প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী হ'য়ে চলে,
মূর্ত্ত যা',
ব্যক্ত যা',
যে-ব্যক্তিত্বের চারিত্রিক বিকিরণায়
গুণের বিচ্ছুরণ হ'য়ে থাকে,
গুণকেন্দ্র সেই ব্যক্তিত্বই হ'চ্ছে—
ঐ মূর্ত্ত বিগ্রহ,
অন্তঃকরণে তাঁ'রই প্রতিষ্ঠা কর,
তদনুরতি ও অনুক্রিয় তৎপরতায়
লোকজীবনে ঐ গুণগুলি
ক্রমশঃই জীবন্ত হ'য়ে উঠবে;
দ্রষ্টাকে বাদ দিয়ে
যেমন দর্শনের কোন মূল্য থাকে না,
দ্রষ্টাতেই যেমন দর্শন নিহিত থাকে,
ঐ দ্রষ্টায় অনুরতি
ও তাঁ'র প্রতি অনুগতিও
আবার তেমনি মানুষকে
সেই দর্শনের অধিকারী ক'রে তোলে। ৩৪২।

যা'রা বাদমত্ত বা বাদরত,
প্রবৃত্তি-রঙ্গিল বাদ নিয়েই যা'রা
তুনিয়ার যা'-কিছুকে
রঙ্গিল চক্ষেই দেখে থাকে,
যা'রা বৈশিষ্ট্যকে
বিবেচনায় আনতে পারে না—

ঝাপসা-দৃষ্টিসম্পন্ন,
ব্যক্তিত্বের বিশেষ প্রকরণ
যা'দের কলনচক্ষুকে—
তত্ত্ব-বিধায়নী বোধদৃষ্টিকে—
কুয়াশাচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে,
সত্তার সাত্ত্বিক সঙ্গতিকেও
যা'রা ঐ রঙ্গিল চক্ষুতেই দেখে থাকে—
ব্যষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে,
যা'-কিছু উদয়নী প্রকরণের
তাৎপর্য্যকে অবজ্ঞা ক'রে,
অজ্ঞ একাকার ধারণায় আবিষ্ট হ'য়ে,—
পুরুষোত্তম ব'লে
তা'রা যা'ই বুঝুক না কেন,
তাঁ'তে যেমনতর ভক্তিপরায়ণই
হো'ক না কেন তা'রা,
তা'দের বোধ-ব্যক্তিত্বে
বাদগুলি সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
একসূত্রে অন্বিত হ'য়ে ওঠেনি,
তা'দের গুরুভক্তিও ঐ বাদমূঢ়,—
বাদের সার্থক সঙ্গতির
ব্যক্তপ্রতীক নয়কো ;
যেখানে পুরুষোত্তম—
সব বাদ গলিত হ'য়ে
তাত্ত্বিক বিন্যাসের ভিতর-দিয়ে
সব যা'-কিছুর অন্বিত ব্যক্তমূর্ত্তি সেখানে,
বেদ-বেদান্ত-কৃৎ তিনি ;
বাদের অর্থ
অন্বিত সার্থকতায়
সার্থক সন্দীপনী তাৎপর্য্যে
বিজ্ঞানের তত্ত্বমঞ্চে সমাহিত হ'য়ে
সেই পদ্ম-আসনেই

ঐ পুরুষোত্তম নর-বিগ্রহেই
জীয়ন্ত অভিব্যক্ত,
সর্ব্ববাদের অর্থ তিনিই,
আর, সর্ব্ববাদও
সার্থক হ'য়ে ওঠে তাঁ'তেই,
তপস্যা-অন্বিত হ'য়ে
তাঁ'র পরাৎপর ভাবে বিন্যাস লাভ ক'রে
অধি-বিভূতি-বিভবের
বিভব-দীপনায়
মঞ্জুল বিন্যাসে
ঐ জীয়ন্ত ব্যক্ত-মূর্ত্ত নরবিগ্রহ
ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছেন—
আশিস্-হস্তে,
সত্তার সাত্বিক অনুদীপনী
পোষণ-পূরণী
বিন্যাস-বিন্যস্ত
খর-মলয়ী
তর্পণা-নন্দিত প্রীতিচক্ষুর
বিভব-দীপনায় ;
তিনিই তোমার শ্রেয়,
তিনিই তোমার প্রেয়,
তিনিই তোমার নমস্য,
তপস্যার পরম-বিগ্রহ তিনিই তোমার,
শ্রদ্ধোচ্ছল মুক্ত হৃদয়ে
তাঁ'তেই আনত হও ;
ঈশ্বর সর্ব্ববাদের
সার্থক সমাহিত সন্দীপনা,
ঈশ্বর-অনুপ্রেরণাই জীবন-প্রেরণা,
আর, ঐ অনুপ্রেরিত
সমাধিভূত প্রীতিপ্রজ্ঞাই হ'চ্ছে—
তাঁ'রই প্রেরিতপুরুষোত্তম—

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
উপাস্য নর-বিগ্রহ
মানুষের । ৩৪৩।

ঈশী-সম্বেগদীপন-অভিভূত যেখানে,
অতিশায়নী সৎ-সন্দীপী সুকেন্দ্রিকতা যেখানে
অচ্যুত,
বোধিসঙ্গত সত্তারক্ষণপোষণী অনুধ্যায়িতা
যেখানে সলীলস্রোতা,
অন্তরোদ্দীপ্ত সম্বেগ
স্বতঃ-বিনায়িত ও সক্রিয় যেখানে,—
মমত্ব-বিজৃম্ভী যোগ-নিবদ্ধ অনুবেদনা,
স্থির, চতুর-চঞ্চল অভিব্যক্তি,
সঙ্গতিসন্দীপ্ত বোধপ্রদীপনা,
সন্ধিৎসাপ্রবল চক্ষু,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-সমন্বিত সুপালী স্থৈর্য্য
ইত্যাদি সেখানে স্ফোটন-বিভামণ্ডিত ;
ঈশ্বর সত্য,
সত্তাপালী,
চিরচঞ্চল,
বোধিসত্ত্ব,
মৌজ-জৃম্ভী,
সৎ-সংস্যূত্রী পরাবর্ত্তনী । ৩৪৪।

মস্তিষ্ক যা'দের অললবোধপ্রবণ,
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমী শাখাপ্রশাখায়
বিস্তার লাভ ক'রেও
সার্থক সুসঙ্গতিতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠেনি,
ঐ বিচ্ছিন্ন-বোধনিয়ন্ত্রিত প্রবৃত্তিগুলি
অমনি ক'রেই

নানা প্রকৃতির অসমঞ্জস ভ্রাম্যমাণ আবর্ত্তনে
বিচরণ ক'রে চলে—
অসঙ্গত, অসার্থক, অসুস্থ পরিক্রমায় ;
ঐ বিভ্রান্ত অসঙ্গতি
মানুষকে কোন প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠ হ'তে দেয় না,
ফলে, হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সার
ছন্ন-সম্বেগ নিয়ে
নাস্তিকতার বাহাদুরিতে
নিজেকে মানুষের চোখে
বাহাবার অধিকারী ক'রে তুলতে চায় ;
বুঝে রেখো, গর্ব্বেপ্সা যেখানে
নাস্তিকতার মোড় নিয়ে চলেছে—
তা'দের বোধিতে জোড় নেইকো,
সার্থক সঙ্গতি নেইকো,
তা' একসূত্রসম্বদ্ধ নয়কো,
পল্লবগ্রাহিতার বাহাদুরি-পরিখায়
পরিচরণশীল তা'রা ;
যে
সত্তা নিয়ে বসবাস করে
তা'র নাস্তিকতার বাহাদুরি
ছন্নমতিত্ব ছাড়া আর কি ?
অস্তিত্বে দাঁড়িয়ে অনস্তিত্বের বাহানা করা
অপ্রকৃতিস্থ বোধিরই লক্ষণ। ৩৪৫ !

অখণ্ড সত্তা
কোথায় কেমন ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছে—
কী বৈশিষ্ট্য নিয়ে
কোন্ অভিব্যক্তিতে,—
প্রতিটি ব্যষ্টি বৈশিষ্ট্যশালী হ'য়ে
সদৃশ গুচ্ছে
পারস্পরিক অনুপূরক, অনুপোষক

ও অনুপালনী তাৎপর্য্যে
কোথায় কিভাবে আছে,—
তা'কে যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝতে না পারছ,
জানতে না পারছ,
বোধে দেখতে না পারছ,—
ততক্ষণ ঐ অখণ্ড সত্তা তোমার কাছে
মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নয় ;
সেই অখণ্ড সত্তা অখণ্ড থেকেও
প্রতিটি ব্যষ্টিতে কেমন ক'রে
আত্মপ্রকাশ করেছে—
কোন্ বৈশিষ্ট্যে, কেমন ক'রে,—
তা'কে আগে জান,
ঐ অখণ্ড-সত্তাজ্ঞান সাত্ত্বিক তাৎপর্য্যে
অবিদ্যাকে অতিক্রম ক'রে
বিদ্বৎ প্রজ্ঞায়
অমৃতস্পর্শী ক'রে তুলবে তোমাকে। ৩৪৬।

অনিত্য যা'-কিছুকে
একানুধ্যায়ী সম্বুদ্ধ সঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
বিবর্দ্ধিত ক'রে
নিত্যে বিবর্ত্তিত ক'রে তোল,
আর, ওই-ই হ'চ্ছে সার্থকতা
যা' পরমার্থে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠে। ৩৪৭।

যা' হয় তা'ই নাশশীল,
এই নাশশীলতাকে ব্যাহত ক'রে
তুমি অবিনশ্বর হ'তে চেষ্টা কর,
আর, তা' যেমন ক'রে হয়
সেই পন্থাই অনুসরণ ক'রে চল,

আর, সবাইকে অনুপ্রাণিত কর
তা'তেই ;
তোমার জীবনের মুখ্য হো'ক ঐই। ৩৪৮।

এই দৃশ্যমান যা'
তা'র অন্তস্তলেই অমৃত লুকিয়ে আছে—
আরো তা'কে অতিক্রম ক'রেও,
তোমার বিজ্ঞদৃষ্টিকে
সন্ধিৎসাপূর্ণ ক'রে খুঁজে দেখ,
পার তো তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে
বিহিত নিয়োগে
মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে ফেল,
অবলুপ্ত ক'রে তোল—
তা' যেমন ক'রেই পার ;
অন্তরীক্ষের জীবন-আশীর্ব্বাদ
অবিরল হ'য়ে উঠুক তোমাদিগেতে,—
যা'তে গুরুগৌরবে বলতে পার—
'আমরা অমৃতের সন্তান
জীবন আমাদের অমৃতবাহী'। ৩৪৯।

নিত্য যা' তা'র উপর দাঁড়াও,
আর, যা'-কিছু পাও—
সুবীক্ষণী অন্বিত সঙ্গতির
অনুচয়নী ধৃতিবীক্ষণায় চয়ন ক'রে
ঐ নিত্যতেই
তোমার সত্তাকে সংস্থিত ক'রে তোল,
সংহিত ক'রে তোল,
ঐ সত্তায় দাঁড়িয়ে
সুসন্ধিৎসু অনুনয়নে
অনিত্য যা'-কিছুকে
সম্যক্ দর্শনে

সৎ-অনুপোষণী ক'রে
সপরিবেশ নিজেকে
স্থিতিশীল ক'রে তোল,
নিত্যকে উপেক্ষা ক'রে
অনিত্যের উপাসনায়
নিজেকে মূঢ় ক'রে তুলো না ;
তোমার তপ,
সুক্রিয় সুদর্শন
সুবিনায়নী তৎপরতায়
নিত্যের আহরণ-পোষণায়
সত্তাকে সুদৃঢ় ক'রে তুলুক—
বর্দ্ধন-তৎপরতায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ;
নিত্য মানেই হ'চ্ছে
সতত-সংস্থিতিবান স্মৃতিচেতনা,
আর, তাই-ই অমৃত,
আর, লভ্যও তা'ই তোমার। ৩৫০ ।

যখন দেখছ—
পেলে তুমি খুশি হও,
না-পেলে নয়কো,—
ঈশ্বর যদিও
তোমার অন্তস্তলে আছেন তখনও—
কিন্তু তাঁ'র প্রতি
তোমার অনুরাগ যে নেই,
এ কথা ঠিক ;
ঈশ্বর মানেই হ'চ্ছে
অধিপতি—
অর্থাৎ ধারণপালন-সম্বেগ,
নিষ্ঠা-অনুরাগ
তাঁ'র প্রতি তোমার যেমনতর—

আনুগত্য-কৃতিসম্বেগ
ও শ্রমসুখপ্রিয়তাও তেমনতর,
আর, যেখানেই তা' তেমনতর,—
বিভব-বিভূতিও
ঐ রাগচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
তোমাতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তেমনিই—
বাস্তবে। ৩৫১।

সত্তা চায় তা'র সংস্থিতি,
যে-সংশ্রয়ে এই সংস্থিতি
অবাধ হ'য়ে চলতে পারে
তা'ই তা'র কাম্য বা কামনা,
এই কাম্য বা কামনাই ইচ্ছার প্রসূতি,
যা' হ'তে এই সত্তা পোষণ-পুষ্টি লাভ করে
তা'ই তা'র সুখ,
আর, যা' থেকে সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে সে
তা'ই তা'র কাছে দুঃখ,
আবার, এই সংস্থিতি-সংক্ষুধ সত্তা
তা'র অস্তিত্বের পরিপালন-সম্বেগী,
পরিপোষণ-সম্বেগী
ও পরিবর্দ্ধন-সম্বেগী,
তাই, সে অসৎ-নিরোধী,
তা'র স্থায়িত্বের পরিপন্থী যা'
তা'ই তা'র কাছে অসৎ,
এই অসৎ নিরোধ ক'রে
স্থায়িত্বকে বজায় রাখার আকূতি থেকে
কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ, মাৎসর্য্যের
উদ্ভব হ'য়ে উঠেছে ;
এইগুলিই প্রবৃত্তি,
সত্তাসঞ্জাত অহং প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'য়ে

সংস্থিতির ভোগ-উদ্যমে যখনই চলে
যেমনতরভাবে,
প্রবৃত্তিও পরিপ্রেরিত হয় সেদিকে
ঐ ভোগ-লিপ্সার ভিতর-দিয়ে
ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং-এর
আত্মসংশ্রয়ী উপকরণকে আহরণ করতে ;
এই আহরণী সন্ধিৎসার ভিতর-দিয়ে
প্রবল ভোগলিপ্সু হ'য়ে
প্রবৃত্তি যখন
সত্তাকে শীর্ণ ক'রে তুলতে চায়—
তা'কেই খরচ ক'রে ঐ ভোগকে উপভোগ করতে,
তখনই তা'র কাছে তা' দুঃখদ হ'য়ে ওঠে,
আবার, ঐ প্রবৃত্তির মহড়ায়
যখন ঐ সংশ্রয়ী অবলম্বনের পরিপুষ্টির ভিতর-দিয়ে
সত্তা পরিপোষিত হয়—
সুখও উপভোগ করে সে তখন,
এই সুখদুঃখের ভিতর-দিয়ে
সাম্য চলনে চ'লে
সে যতই সম্বর্দ্ধনার পথে চলতে থাকে—
আনন্দিতও হয় সে তেমনি,
অমনি ক'রেই ঐ সুখদুঃখের
সমঞ্জস চলনের ভিতর-দিয়ে
শান্তি উপভোগ করে সে,
আর, অসৎকে নিরোধ ক'রে
সমঞ্জসা স্বস্তি-চলনে সে যতই চলতে থাকে—
স্বস্তিতে সংস্থ হ'য়ে ওঠে সে ততই,
আবার, এই সমস্তগুলির
কেন্দ্রায়িত চলন-তাৎপর্য্যে
বোধি-তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ আত্মিক গতিতে
সে যখন চলে
সুকেন্দ্রিক সংস্থিতি নিয়ে,

বোধিসত্ত্বেও প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠতে থাকে সে তেমনি—
একটা স্মৃতিবাহী চলনার অমর চলনে
অমৃত লাভ ক'রে। ৩৫২ ।

তোমার প্রবৃত্তিজৃম্ভিত চাহিদা
অন্তঃকরণকে উদ্দীপ্ত ক'রে
যোগাবেগকে উসকে তুলে
বোধিকে বিলসিত ক'রে
কামনার উন্মাদনায়
ইচ্ছাকে যেমনতর সক্রিয়ভাবে
নিয়োজিত ক'রে তোলে,—
তুমি করও তা'ই,
ঐ প্রবৃত্তি-চাহিদা-আদিষ্ট তুমি
অমনি ক'রেই
তোমাকে অমনতর ক'রেই তুলে চলেছ,
তাই, চলার ভিতর-দিয়ে
হ'য়েও উঠছ তেমনি,
আর, অমনতর হওয়ায় যা' পেতে পার—
পাচ্ছও কিন্তু তা'ই,
এমনি ক'রেই তোমার ইহকাল
পরস্রোতা হ'য়ে চলতেই থাকবে—
জীবনের এপারে ও পরপারে,
আর, অমনি ক'রেই
তোমার সত্তানিহিত ঈশী-সম্বেগও
তাই-ই মঞ্জুর করবেন ;
যতদিন না তুমি
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
সক্রিয় সম্বেগসমৃদ্ধ অনুবেদনা নিয়ে
আরতি-উন্মাদনায়
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে চলছ—

তোমার যা'-কিছু বৃত্তি,
যা'-কিছু চাহিদা,
যা'-কিছু কর্ম্ম দিয়ে
তাঁ'রই অনুচর্য্যায় আত্মবিনায়িত ক'রে
বোধিকে তদনুগ অন্বয়ে
অন্বিত ক'রে তুলে
সেবানুচর্য্যায় ঐ শ্রেয়কেন্দ্রকে
উপচয়ী ক'রে তুলে,—
ততদিন ধ'রেই
তোমার জীবনগতি
অমনতরই ক্রমাগতিসম্পন্ন হ'য়ে
নানা রকমারিতে
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে তুলে
হ'য়ে উঠবে তেমনতরই ;
এই এমনতর হওয়াই মায়া,
দুরত্যয় এই মায়া হ'তে
তুমি কিছুতেই রেহাই পাবে না,—
ঐ প্রবৃত্তি-চাহিদা
যতক্ষণ বা যতদিন না
শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে
তদনুচর্য্যায়
সুনির্ব্বন্ধ সম্বেগের সহিত
সক্রিয়ভাবে তদর্থে
উপচয়ী বর্দ্ধনায়
আত্মনিয়ন্ত্রণে
সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠছে ;
আবার, এই সর্ব্বতঃ-সুকেন্দ্রিক
বিবর্দ্ধনী বিবর্ত্তনই হ'চ্ছে যোগমায়া—
যে পরিমাপনী প্রবৃত্তি
তাঁ'তেই যুক্ত ক'রে তোলে ;
ঈশ্বরই পরাৎপর,

তিনিই পরম দৈবত,
তিনিই হওয়ার অনুস্যূত স্রোত-উৎস। ৩৫৩।

তোমার মানস-অন্তরে
যেমনতর ধারণা, চাহিদা বা প্রবৃত্তি
যেমনতর সম্বেগ সৃষ্টি করে,—
আর, ঐ আবেগকে
প্রতিরোধ
প্রতিনিবৃত্ত
বা অতিক্রম করতে পারে—
এমনতর কোন প্রেরণা
যতক্ষণ পর্য্যন্ত
তা'কে অভিভূত করতে না পারে,—
ততক্ষণ তা' সব যা'-কিছুকে
উড়িয়ে দিয়ে
নিজের স্থায়িত্ব সৃষ্টি ক'রে থাকে,
আর, তেমনতরই ছাঁচে
তোমার বাক্য, ব্যবহার
কৃতি-অনুচলন বা যা'-কিছু হ'য়ে থাকে—
তদর্থসঙ্গতিতে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে ;
আর, যখন অন্য কিছু তা'কে
অতিক্রম করতে পারে,
প্রতিনিবৃত্ত করতে পারে,—
তোমার অন্তঃস্থ ঐ আবেগও তখন
স'রে যায়,
শুকিয়ে যায়,
বা নিথর হ'য়ে স্তম্ভিত হ'য়ে থাকে,
তোমার ব্যক্তিত্বের অনুচলনে
তা'র প্রভাব তেমনতর থাকে না—
শুধুমাত্র বোধরশ্মিতে
যেমনতর মজুত থাকে

তা' বাদে ;
তাই, তুমি ঐ ইষ্ট বা প্রেষ্ঠ-অনুধায়নী
অনুচর্য্যা-নিরতি নিয়ে
যতক্ষণ
অটুট উচ্ছল আবেগে
তোমার ব্যক্তিত্বে
প্লাবন সৃষ্টি ক'রে চলতে থাকবে,—
ততক্ষণ যে-কোন প্রবৃত্তি আসুক না কেন,
ধারণা আসুক না কেন,
চাহিদা আসুক না কেন,
ওতে যা' অর্থান্বিত না হয়—
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে,
তা' তোমাকে একটুও টলাতে পারবে না ;
কারণ, যে-ভাব
অটুট নিষ্ঠায় আবেগসিদ্ধ হ'য়ে
ব্যক্তিত্বে
অজচ্ছল স্রোতসম্বেগ নিয়ে চলেছে—
সমস্ত চরিত্রকে অভিষিক্ত ক'রে,—
তা' আর বদলায় না,
জীবন-চলনাও তখন হ'য়ে থাকে স্বতঃ-নিয়ন্ত্রিত,
তাই, তোমার চরিত্র তখন
বোধ-বিনায়িত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
সংগ্রথিত হ'তে থাকবে,
তোমার জীবন হ'য়ে উঠবে
উচ্ছল-নন্দনার ব্যক্তিত্ব-বিভবে বিভোর,
আর, তা' কল্যাণস্রোতা হ'য়ে
সাত্বত পোষণায়
সব সত্তাকে
সত্ত্ববান ক'রে তুলতে থাকবে ;
শ্রেয়মর্য্যাদায়
তোমাতে

পুরুষার্থ স্বতঃ-পরিবেশনশীল হ'য়ে উঠবে,
তুমি হ'য়ে উঠবে সবারই
সাত্বত বিভব। ৩৫৪।

তোমার অন্তঃস্থ বোধায়ন-কেন্দ্রকে
অর্থাৎ, বোধায়ন-বিধানকে
সংহত ও সংযত ক'রে
তা'কে
যেখানে যেমনতরভাবে নিয়োগ করবে—
বিভবসহ প্রকৃতিও
তেমনি ক'রে চলবে—
একসন্দীপনী তৎপরতায়—
যতক্ষণ ঐ নিয়োজনা তোমার থাকে ;
এমনি ক'রেই
বোধায়ন-কেন্দ্র
প্রাণন-কেন্দ্রতে অধিষ্ঠিতি লাভ করে,
হুনিয়ায়
একটা বিষয় বা ব্যাপারের ভিতর-দিয়ে
অনেক অসম্ভব কিছু ক'রে তোলে,—
যা'র কৈফিয়ত—
যে করে
সে বোঝে
বা দিতে পারে,
নতুবা, গোপন-তাৎপর্য্য নিয়েই
সে বসবাস ক'রে চলে,
আর, এই করাগুলিকে
বিভূতি ব'লে থাকে—
অর্থাৎ, বিহিত রকমে হওয়া। ৩৫৫।

অণিমা মানে, বাঁচা ও বাঁচানর তুক,
সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে হ'য়ে-ক'রে

কোন্ অবস্থায় কেমন ক'রে কিসে
বাঁচা যায় ও বাঁচান যায়—
তা'র তুকগুলি আয়ত্ত করার ন্যাক্,
লঘিমা মানে
শরীর-মন পাতলা থাকা—
প্রবৃত্তি-ভারাক্রান্ত হ'য়ে না থাকা,—
এমন কিছু করা নয়, যা'তে শরীর ও মন
ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে,
ব্যাপ্তি মানে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সবারই বাঞ্ছিত হ'য়ে চলার তুক—
সবারই অন্তরে নিজেকে ব্যেপে ফেলা,
প্রাকাম্য মানে, প্রকৃষ্টভাবে কামনা করা,
—তা'র মানেই হ'চ্ছে
যা' করতে চা'চ্ছ
তা' করতে কোথায় কেমন ক'রে
কোন্ রকমে হ'তে পারে
তা'র সব ফন্দিফিকিরগুলি
আটঘাট বেঁধে
অন্তঃকরণে জীবন্ত ক'রে তোলা,
আর, ঐ চাহিদায় বা কামনায়
তা'র সব কিছু নিয়ে
এমনতর আবেগোচ্ছল হওয়া
যা'তে প্রকৃষ্টভাবে তা' সম্ভব হ'তে পারে,
মহিমা মানে, পূজার ভাব, সম্বর্দ্ধনার ভাব,—
সক্রিয়ভাবে অন্তরে আগ্রহ-উচ্ছল হওয়া,
আর, ঈশিত্ব মানে হচ্ছে প্রভুত্ব,
আধিপত্য বা আয়ত্তের ভাব—
যা'-কিছু করবে তা' পেতে হ'লে
যেমনতর হ'তে হয়—
কাঁটায়-কাঁটায় বা কানায়-কানায় তা' হওয়া,

তা'রপরেই হচ্ছে বশিত্ব—
বশ করার ভাব—
যা'তে যা'র প্রয়োজন
বা যে-পরিবেশে আছ
তা'কে যেমন ক'রে
যে-ভাবে বশ করতে পারা যায়
সেই তুক ও তা'কে তা' ক'রে
বশীভূত করা—আয়ত্তে আনা—
তা' নিজের বেলায়ও যেমন
অন্যের বেলায়ও তেমনি,
কামাবশায়িতাই হ'চ্ছে ইচ্ছানুরূপ—
নিজেকেই হো'ক আর অন্যকেই হো'ক—
করতে পারা,
আবেগ-আবেশে ফুটন্ত ক'রে তোলা—
সক্রিয় চলনে,
এই হ'চ্ছে অষ্টসিদ্ধির রকম,
এটাকে চারিত্রিক ঐশ্বর্য্যও বলতে পার ;
যে-চরিত্রে এর যে-কোনটির যেমন প্রাবল্য—
সেই দিক-দিয়ে
তেমনি দক্ষ হ'য়ে ওঠে সে,
আবার, যতগুলির সমাবেশ যেখানে
যত বেশী বা কম—
সে তত বেশী বা কম যোগ্যতায়
অধিরূঢ় হ'য়ে থাকে,
চিন্তা ও চেষ্টার বিহিত প্রযত্নে
এগুলির ক্রমোৎকর্ষ হ'তে পারে—
দৈনন্দিন সব ব্যাপারে সজাগ যদি থাক ;
কিন্তু কেন্দ্রায়িত ভক্তি বা প্রেম যেখানে—
সেখানে এগুলি
স্বতঃ-উৎসারণশীল হ'য়েই থাকে,
কারণ, প্রেম যেখানে

তা'র সব তাৎপর্য্য নিয়ে জীবন্ত—
মনের সেই আবেগে এগুলি
স্বতঃই সংস্কৃত হ'য়ে
ফুল্ল উন্মাদনায় আবির্ভূত হ'য়ে থাকে,
তাই, যিনি ঈশ্বরপ্রেমিক—
না-চাইলেও তাঁ'তে সিদ্ধি
শুদ্ধি নিয়ে
সেবা-পরিচর্য্যায় নিরত হ'য়ে
সার্থক হ'য়ে ওঠে ;
আমি যা' বুঝি, তা' এই। ৩৫৬।

লোকের প্রকৃতি-অনুপাতিকই
রুচি হ'য়ে থাকে,
যা'রা ভালপ্রকৃতিসম্পন্ন—
তা'দের রুচিও থাকে ভালর দিকে,
এই রুচির অন্তঃস্থ আবেগই হ'চ্ছে
লোভ,
ঐ রুচি দেখেই
বা লোভ দেখেই
মানুষকে খানিকটা মেপে নিতে পার—
কেমনতর তা'র প্রকৃতি !
কী লালসায়ই বা সে
অবাধ্য আগ্রহের সহিত
ব্যতিক্রমতুষ্ট যা'
তা'কে গ্রহণ করে !
ঐ রুচি ও লোভের
কৃতিচলন যেমনতর,—
প্রাকৃতিক বিনায়নাও
তা'র সেই জাতীয়—
কা'রো গভীর,
কা'রো বা পাতলা ;

পাতলা হ'লে—
হয়তো অন্তরে লোভ হ'ল,
লোভ হ'লেও সে তা' করে না,—
যদিও মানস-অনুবেদনা থাকে ;
এই হ'চ্ছে মোটামুটি
লোকের প্রকৃতিকে
উপলব্ধি করবার উপায়,
আর, এই প্রকৃতি-অনুপাতিকই
বা রুচি-অনুপাতিকই
কৃতিসম্বেগও তা'র
উদ্দীপ্ত হ'য়ে চলে,
রুচি বা লোভে
যেমনতর ব্যতিক্রম বিশেষিত হ'য়ে থাকে—
প্রকৃতিও সেই ব্যতিক্রমে
বিভাজিত হ'য়ে থাকে ;
রুচি, লোভ
ও তদনুগ কৃতিসম্বেদনা দেখে
প্রকৃতি নির্ণয় কর,
আর, ঐ প্রকৃতির ভিতর-দিয়েই
ব্যক্তিত্বটা
কেমন সুঠাম বা আঁকাবাঁকা
তা' ঠিক ক'রে নাও,
সেই অনুপাতিকই চলতে থাক,
ভ্রান্তিতে পড়বে কমই ;
তাই, মহাজন ব'লে থাকেন—
'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ'। ৩৫৭।

ন্যায্য কথার
বিকৃত বড়াই করতে যেও না,
কী আচার-ব্যবহার
কোথায় ন্যায্য হয়—

সেগুলিকে ধীইয়ে দেখ,
ন্যায়বান হও ;
যেখানে যেমনতর
আচার-ব্যবহার, করণ-কারণ বিহিত
তা'ই কিন্তু ন্যায়,
ন্যায় কিন্তু
একটা ভূতুড়ে বিদ্যা নয়কো,
অসন্তুষ্টির উৎস নয়কো ;
যা'
মানুষের অন্তঃকরণকে উচ্ছল ক'রে
বোধবিকাশদীপ্ত ক'রে তোলে—
ন্যায়ের মর্য্যাদা সেখানে ;
আপ্যায়না, প্রীতি-পরিচর্য্যা,
উচ্ছ্বসিত অনুসেবন—
যা'র ভিতর-দিয়ে সাত্বত তৃপ্তি আসে,—
তখনই মনে ক'রো—
ন্যায় নিযোজিত সেখানে ;
তাই, যেমন ক'রে চললে
যেখানে বিহিত হয়—
বিধায়িত যা' আছে
সেগুলিকে জানতে
তদ্‌বির ক'রে নিতে—
অনুশীলনী তাৎপর্য্যে
শিষ্ট উল্লাসের উল্লোল অনুদীপনায়—
ন্যায়ের
ঔচিত্য-উৎসর্জ্জনাও সেখানে,
আর, ঔচিত্য মানেই হ'চ্ছে
যা' মিলন ক'রে দেয়,
মিলিয়ে দেয়—
কোনপ্রকার
ব্যতিক্রমের সৃষ্টি না ক'রে। ৩৫৮।

যা' তোমার কাছে শূন্য,
তা' কিন্তু তোমার গণনীয় নয়কো,
তুমি তা'কে বোধ করতে পার না ;
শূন্যকে দেখ—
শূন্যের প্রকৃতি কী !
তা'র বিভবই বা কী !
কেনই বা তা'কে শূন্য দেখায় !
আঁতিপাঁতি ক'রে
এমনতর দেখতে থাক,
চলতে থাক,
একদিন হয়তো দেখবে—
শূন্যই
যা'-কিছুকে ভরপুর ক'রে রেখেছে,
শূন্য-বিভবই
শরীর হ'য়ে
সুসন্দীপ্ত তাৎপর্য্যে
দুনিয়াটাকে সাজিয়ে রেখেছে,
অবাক হবে ;
আরো বুঝবে—
এই অবাক হওয়ারও পার নেইকো,
আরো-আরোতে সে
বিস্তার লাভ ক'রে
বিভূতি-বিভব সৃষ্টি ক'রে
শারীর-তাৎপর্য্যে
সুষ্ঠু হ'য়ে আছে,
সম্বোধী হ'য়ে আছে,
চেতন-সন্দীপনায়
তা'র বৈশিষ্ট্যকে
তেমনি ক'রে বিচরণশীল ক'রে রেখেছে—
বর্দ্ধনার বিহিত
আবেগশীল সম্বেগ নিয়ে। ৩৫৯ ।

অস্খলিত নিষ্ঠা নিয়ে
আনুগত্য-কৃতিসম্বেগের সহিত
শ্রমসুখনন্দনায়
নিজেকে ফুল্ল ক'রে তুলে
কৃতী হও,
অনুশীলন-তৎপর হও,
সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে
সব যা'-কিছুকে দেখ—
বিহিত বিনায়নায়,
যা'কে দেখ—
সে-বিষয়ে বোধবিদ্ হ'য়ে উঠো,
অনুশীলনে
বস্তু বা বিষয়
যা'-কিছুর
নিবিষ্ট বিনায়ন ও ব্যবহারে
প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠ,
ঐ জ্ঞানগুলি
যেন বাস্তব তাৎপর্য্যকে বিনায়িত ক'রে
সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে
সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে ;
এমনি ক'রেই
ক্রমে-ক্রমে তত্ত্ববিদ্ হও,
তত্ত্ববিদ্ হওয়া মানে—
তাহাত্ব-বিদ্ হওয়া,
আর, ঐ তাৎপর্য্যে
যা' জীবনীয়, সার্থক ব'লে
প্রত্যয় হ'য়ে থাকে—
সেগুলিকে তেমনতরই ব্যবহার কর—
তা'র কোন্‌গুলি
কোথায় কেমনতর প্রয়োজন হয়—
তা' বিহিতভাবে বিজ্ঞাত হ'য়ে ;

এমনি ক'রেই
সব যা'-কিছুর তত্ত্বকে অবগত হও,
তা'র তুক জান,
তুক জেনে—
ঋষিত্ব লাভ কর,
'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'—
এ কথার সার্থকতার
প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে ওঠ ;
তুমিও সার্থক হবে,
সার্থক হবে তোমার পরিবেশ,
সার্থক হ'য়ে উঠবে তোমার দেশ। ৩৬০।

শ্রদ্ধান্বিত
শ্রেয়কেন্দ্রিক তৎপরতার সহিত
শ্রেয়ার্থ-অনুনয়নী তাৎপর্য্যে
সার্থক সঙ্গতি-সহ
যা'-কিছু করণীয়
সেগুলি ঐ শ্রেয়ার্থী শুভ-বিনায়নে
ত্বরিত দক্ষতায়
নিষ্পন্ন ক'রে চল,—
যে-চলনার ভিতর-দিয়ে
সার্থক সঙ্গতির
অন্বয়ী অনুধায়নায়
সব যা'-কিছুর
ঐ অর্থান্বিত তাত্ত্বিক সমাবেশ
সংঘটিত হ'য়ে ওঠে,—
যে-সমাবেশের ভিতর-দিয়ে
বিনায়ন-বিন্যাসে
একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে
তোমার অধি-আত্মিকতার অধ্যয়না
বোধদৃষ্টিতে স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে—

একটা প্রত্যয়ীভূত বাস্তব বীক্ষণা নিয়ে,
আর, ঐ বোধি-অনুবেদনা
তোমার ব্যক্তিত্বকে রঙিল ক'রে
বিশেষ স্ফুরণায়
যা'-কিছুর সত্তায়
সমাহৃত হ'য়ে ওঠে,
ঐ অমনতর দৃষ্টিই হ'চ্ছে—
বাস্তব দর্শন,—
যা' বস্তুকে উপাদান ও উপকরণের
সুবিনায়িত তাৎপর্য্যে
বিশেষ বিন্যাস-বৈশিষ্ট্যে
অবলোকন ক'রে থাকে ;
আর, এই দর্শন, করণ ও চলনের ভিতর-দিয়ে
ঐহিক জীবনে
তুমি যেমনতর হ'য়ে উঠছ,
তা'ই তোমার
পারত্রিক অভিব্যক্তি,
বা পরভাবের পরাৎপর অভিজিৎ চলন,
আর, পরমার্থেও উপনীত হ'য়ে উঠবে
তুমি অমনি ক'রে ;
তখন মাতৃক জগৎ
ও আধ্যাত্মিক জগতের
একত্ব-অভিনিবেশী অনুনয়নে
উন্নীত হ'য়ে
যথাযথ ব্রাহ্মী-অনুবেদনার
সুসংহত বিন্যাস-ন্যস্ততায়
সন্ন্যাসের স্বাগত সামগীতিকায়
তোমার আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত
ভরপূর হ'য়ে উঠবে,
তোমার পরিণতি হ'য়ে উঠবে
ব্রহ্মণ্যদেবে,

তোমার ব্যক্তিত্বের প্রতিটি অনুচলন
ঋক্‌-ছন্দে গেয়ে উঠবে—
“নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ”। ৩৬১।

কা’রও পাপ-তাপ
কেউ গ্রহণ করতে পারে না ;
তোমার কৃতিচলন যেমনতর হবে,—
তা’ ভালই হো’ক আর মন্দই হো’ক,—
তোমার অন্তরকে বিনায়িত ক’রে
তা’ তেমনতরই সংস্কারের
নানা সংস্করণ সৃষ্টি করবে ;
তোমার কৃতিদীপ্ত চাহিদা-অনুপাতিক
ঈশ্বর যা’ মঞ্জুর করেন,
তিনি কি তা’ গ্রহণ ক’রে থাকেন ?
ধীমানের আশ্রয়ে,
ভক্তমহাজনের আশ্রয়ে
বা পুরুষোত্তমের আশ্রয়ে থেকে
সর্ব্বতোভাবে তঁদনুবর্ত্তী হ’য়ে যদি চল—
তাঁর বৈধী-নিদেশকে আপালিত ক’রে,—
ঐশী প্রভাব তাঁর ভিতর-দিয়ে
তোমার বোধকে উদ্দীপ্ত ক’রে
তোমার কর্ম্মের নিরাকরণ করতে পারে—
ঐ প্রভবতায়
তাঁ’র সাত্বত সংবদ্ধন
যেমনতর ধী-বিকশিত হ’য়ে
ভজন-উৎসর্জ্জনায়
নিজেকে নিয়োজিত করেছে ;
তাই বলি—
ঐ নিদেশবাহিতা হ’তে
বিরত হ’য়ো না,

তা'তেই বিনায়িত হও,
বিধৃত হও,
বিচলিত হ'য়ো না,
অবান্তর চাহিদাগুলিকে ছেড়ে দিয়ে
অকিঞ্চন হ'য়ে
তাঁ'তে একায়িত হও,
তাঁ'তে আয়ত হ'য়ে ওঠ,
তোমার আয়তি-নির্ঝর
ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠুক—
অন্বিত সার্থক সঙ্গতি নিয়ে ;
সাত্বত বিভবে তুমি
উচ্ছল হ'য়ে ওঠ—
সবাইকে উচ্ছল ক'রে ;
তাই, শ্রীভগবান বলেছেন—
'নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' ৩৬২ ।

সতর্ক সন্ধিৎসু হ'য়ে চল,
এই সন্ধিৎসাপূর্ণ সতর্কতা
যেন সত্তার
স্বতঃসন্দীপনী তাৎপর্য্য
বহন ক'রে চলে,
এগুলি বিশৃঙ্খল হ'তে দিও না,
আর, যা' বাস্তব নয়—
তা'তে যেন তা'
নিবিষ্ট বিনায়নায়
একটা কিম্ভূতকিমাকার অবাস্তবতাকে
আবাহন ক'রে না চলে—
একটা অলীক বাস্তবতার
অবাস্তব তাৎপর্য্যে ;
এই সন্ধিৎসাপূর্ণ সতর্কতাকে যদি

সুসংস্থ ক'রে তুলতে পার—
চিন্তা-চলনের দৃষ্টিতে
প্রীতি-অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,—
তোমার চলন-দ্যোতনা
শিষ্ট হ'য়ে চলবে—
নির্ভুল তাৎপর্য্য নিয়ে ;
যা' দেখবে—
সেগুলি যেন
নিবিষ্ট বিনায়নে দেখো—
তা'র বাহ্যিক আবরণ
উন্মোচন করতে না পারলেও ;
এমনি তৎপরতা নিয়েই চলতে থাক,
আপদ্-বিপদ্ও কম হবে,
আর, সন্দিগ্ধ অনুমানও
অনেকটা সার্থক হ'তে থাকবে,
এবং তা' দিয়ে
শিষ্ট সুবীক্ষণী চলনা
তোমাকে স্থায়ী সন্দীপনায়
দর্শন-তাৎপর্য্যের দিকে
স্থূল হ'তে সূক্ষ্মতর রকমে
চলৎশীল ক'রে তুলবে,
ভ্রান্তির ক্লান্তি
অনেকখানি লাঘব হবে। ৩৬৩।

মনে রেখো—
সংযত পরিচর্য্যায়
যা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
তদনুগ অনুচলনে
নিজেকে সার্থক ক'রে চলতে পার,—
তা'ই তোমার ভিতর
জ্যোতির্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;

হওয়ার
ঐ উদ্দীপ্ত উর্জ্জনা
তোমাকে বিক্ষুব্ধ না ক'রে
সন্দীপ্তই ক'রে চলবে,
তোমার অন্তঃকরণও
সেইরকম বিনায়িত হবে,
অন্তর্দৃষ্টিও তেমনি
সূক্ষ্মধারাবাহী হ'য়ে
তোমাতে
বিভব বিন্যাস ক'রে তুলবে,
তুমি সার্থক হবে ;
তাই, ধৃতির পরম দ্যোতনাই হ'চ্ছে
ইষ্টনিষ্ঠা, আনুগত্য ও কৃতিসম্বেগ—
যা' শ্রমসুখপ্রিয়তার সুসন্দীপ্ত লালসায়
লুব্ধ হ'য়ে
বিবেক-বিন্যাসী বিনায়নে চ'লে থাকে—
উচ্ছল কৃতিসম্বেগ নিয়ে
বিভূতি-বিস্তারণায়। ৩৬৪।

মনে রেখো—
ঈশ্বর সৃষ্টিও করেন না,
ধ্বংসও করেন না,
তোমারই আদিম প্রকৃতি
ঈশ্বরে অনুস্যূত থেকে
সেই মূর্চ্ছনায়
নানারকম মূর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
বিবর্ত্তিত হ'তে-হ'তে
এই পরিণতি লাভ করেছে,
যে-পরিণামের ফল—
এই বিদ্যমান তুমি,
আর, এই বিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে

তোমার চাহিদামাফিক সুসঙ্গত বিন্যাসে
বিন্যাসিত হ'তে-হ'তে—
যেমনতর চলেছ তেমনি ক'রে,
আর, সত্তানুস্যূত জীবন হ'য়ে
সেই মূর্চ্ছনা তোমারই এই জীবনে
বোধিতাৎপর্য্য-অনুক্রমায়
সংক্রামিত হ'য়ে চলেছে ;
যেমন তোমার জীবন আছে,
জীবনে আকাঙ্ক্ষা আছে,
সেই আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণায় যেমন চলছ,
যেমন করছ,
হ'চ্ছ যেমন—
প্রাপ্তিও তোমার তেমনতর সংঘটিত হ'য়ে উঠছে,
অর্থাৎ, এই হওয়াটাই
তোমার স্ব-তে পর্য্যবসিত হ'য়ে
নিজত্বকে অভিদীপিত ক'রে তুলেছে,
তেমনি তোমার ঐ আকাঙ্ক্ষা
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
যেমনতর চলনে চলৎশীল হ'য়ে চলবে,—
করার ভিতর-দিয়ে
হওয়ার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
আয়ত্ত ক'রে তা'কে
সত্তায় সংগ্রথিত ক'রে
তুমি হবেও তেমনি,
পাবেও তেমনি ;
ফল কথা, তোমার দোষগুণ, হওয়া-পাওয়া,
ভালমন্দ যা'-কিছু
তা'র জন্য দায়ী তুমি,
ঈশ্বরের প্রাণন-দীপনা জীয়ন্ত জলুসে
তা'তেই অনুস্যূত হ'য়ে থাকে ;
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়

ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী হ'য়ে চল—
প্রেরিত জীবনবেদীকে আশ্রয় ক'রে,—
তোমার প্রাপ্তিও ঈশ্বরীয় হ'য়ে উঠবে,
বৃত্তি বা প্রবৃত্তির উপাসনা ক'রে চল,—
তোমার আকাঙ্ক্ষামাফিক
সংসৃষ্ট হ'য়ে উঠবে তুমি স্বতঃই,
"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"। ৩৬৫ ।

মনে রেখো—
যে পরমপুরুষ বা পরমকারণের
সংশ্রয়ী কৃতিদীপনা হ'তে
সত্তার উদ্ভব হয়েছে,
ঐ সত্তা
উৎসস্রোতা সেই পরম কারণেরই
কৃতি-অভিব্যক্তি ;
পরমপুরুষ কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
যিনি সংশ্রয়-সংযোগে
সবাইকে
অর্থাৎ যা'-কিছুকে
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত-হিসাবে আপূরিত ক'রেও
সেই উৎস-ধৃতিতেই অবস্থিত,
আর, এই সংশ্রয়ী সংযোগই হ'চ্ছে—
সেই পরমপুরুষ বা পরম কারণের
ইচ্ছা বা কৃতিদীপনা,
এই কৃতি-সঙ্কর্ষণের ভিতর-দিয়েই
তোমার উদ্ভব,
তুমি হয়েছ ঐ সুকেন্দ্রিক, সংশ্রয়ী
অনুদীপনার ভিতর-দিয়ে—
অন্বিত সঙ্গতির শালীনতায় আকৃত হ'য়ে ;
তুমি যেমন ক'রে হয়েছ,

প্রত্যেকের মতন প্রত্যেকটিই
তেমনি ক'রে হয়েছে ;
উৎসকেন্দ্রিক যত তুমি,
ঐ কেন্দ্রানুধ্যায়ী সার্থক-সঙ্গতিসম্পন্ন
অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
যতই চলছ তুমি,
অভিব্যক্তিও তোমার
তেমনি ক'রেই গ'ড়ে উঠছে—
সেই ছন্দে,
সেই তালে,
সেই তালিমে—
মূর্ত্ত্যয়ন-অভিব্যক্তি নিয়ে
ক্রমতৎপর পর্য্যায়ী চলনে ;
এই সংশ্রয়ী চলন
হওয়ায় যেখানে যেমন ফুটে উঠেছে,—
আকৃতিও হয়েছে সেখানে তেমনতরই ;
আবার, এই ছন্দদীপনী-অনুবৃত্তি
যেখানে যেমনতর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
ব্যতিক্রম-অবশায়িত হ'য়ে উঠেছে,
ঐ সংহতি ভেঙ্গে গিয়ে
অন্য সঙ্গতিতে আকৃতও হয়েছে
তেমনতরই—
বিচ্ছিন্ন ছন্ন অভিব্যক্তি নিয়ে,
সত্তালোলুপ সঙ্কর্ষণী সন্দীপনায়
নিজের থাকাকে তেমনতর রূপায়িত ক'রে ;
এই অন্বিত-সঙ্গতি-শালীনতা-সংশ্রয়ী অভিব্যক্তি
বোধি ও ব্যক্তিত্বের
আলিঙ্গনের ভিতর-দিয়ে
যে-ব্যক্তিত্বের বিভব যেমন হ'য়ে উঠেছে,—
আপূরণী যে যেমন,—
পৌরুষ-অভিব্যক্তিও সেখানে তেমনতর,

আবার, তৎ-সংশ্রয়ী প্রকৃতিও
ঐ পুরুষ-অনুপোষিতার ভিতর-দিয়ে
সেই পুরুষকেই
অন্বিত সঙ্গতি-শালীনতায়
নানা ব্যক্তিত্বে বিভাজিত ক'রে
ব্যষ্টি-বিসৃজী ধাত্রী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন—
ঐ সেই আদিম কৃতিরই
প্রকৃতি-অভিব্যক্তিতে ;
এই বাস্তব সত্য
যদি তোমার অন্তঃকরণ স্পর্শ করে—
তোমার চিত্তকে বোধ-বিনায়নী চিন্তায়
চেতন ক'রে তুলতে পারে,
তাহ'লে ভেবে দেখো—
ভবিষ্যকালে তুমি কী হবে,
তা'ও নির্ভর করছে—
তোমার ঐ অনুধ্যায়ী প্রীতি-অনুচলনের উপর ;
যে-অনুচলনের ভিতর-দিয়ে
তোমার ব্যক্তিত্বকে যেমনতর
বিনায়িত ক'রে তুলবে—
কর্ম্মতৎপর বোধবিনায়নী
অভ্যুদয়ী চলন নিয়ে,
অসৎ যা'-কিছুকে নিরোধ ক'রে,—
তুমি হবেও তেমনি ;
যদি সম্ভব হয়,
আর, পারও যদি তেমনি,
তোমার বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যকেও
ঐ ব্যক্তিত্বে অন্বিত ও বিনায়িত ক'রে
সম্যক্‌ভাবে উদ্বোধিত ক'রে তুলো,
এই হ'চ্ছে সত্তা-বিনায়িত ব্যক্তিত্বের
উপযুক্ত বোধন ;
ঈশ্বরই পরমকারুণিক,

ঈশ্বরই পরমপুরুষ,
ঈশ্বরই কারণের কৃতিদীপনা,
ঈশ্বরই পরাপ্রকৃতির পরম ধাতা,
তিনিই পরম উৎস,
তিনিই সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনা। ৩৬৬।

দয়ী-পুরুষ যিনি—
বিশ্বের
ধারণ-পালন-সম্বেগ-সন্দীপনা যিনি—
যিনি অহং-এর উৎস—
তিনি যেমন
স্বীয় স্বাভাবিক প্রকৃতিকে
বিন্যাস ক'রে
বিহিত বিভূতি-বিভব-পরিক্রমায়
প্রত্যেক বিশেষের
বিসৃজনী তাৎপর্য্যে
যে রকমেই হো'ক না কেন—
প্রত্যেককে যেমন সৃষ্টি করেছেন,—
আবার, সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে
তাঁ'র নিজের
নিজস্ব বিভাকেও
উৎসারণী অনুধায়নায়
বৈধী দীপন-তাৎপর্য্যে
তেমনি ক'রেই দান করেছেন ;
আর, শুধু দান নয়,
দিয়েও—
তিনি তা'র মধ্যে সংস্থ হ'য়ে
সন্দীপনী জীবন-চলনায়
স্বতঃস্রোতা হ'য়ে রয়েছেন—
বিভিন্নের
বিশেষ-বিভাবনী উদ্দীপনাকে

চেতন ক'রে ;
তাই, তুমি যদি তোমার প্রকৃতিকে
বিহিতভাবে
বিন্যাস-বিনায়ন ক'রে
একনিষ্ঠ উদ্দীপনায়
উচ্ছল গতিসম্পন্ন ক'রে না তোল,—
তোমার জীবনের সার্থকতা যা'
তোমার অন্তঃস্থ
ঐ কেন্দ্রপুরুষে
সার্থক হ'য়ে উঠবে না,
কারণ, তা' তোমার
পিতৃপিতামহের ভিতর-দিয়ে
তোমাতে উৎসৃষ্ট হ'য়ে উঠেছে ;
জীবনে যদি
সর্ব্বতোভাবে সার্থকই হ'তে চাও,—
বৈধী আচরণের
স্রোতল সন্দীপনায়
যা' হ'তে তুমি বিসৃষ্ট হয়েছ—
পরম-পিতৃপুরুষ হ'তে—
নিষ্ঠানিবুদ্ধ অনুগতি নিয়ে
তাঁ'তে সংস্থ হ'য়ে
পারস্পরিক সঙ্গতির সহিত
তা'তে সম্বৃদ্ধ হও
ব্যাপ্ত হও—
অনুকম্পাশীল
পরিচর্য্যী পরিবেদনায়—
প্রতিপ্রত্যেকের স্বস্তিকে
সুদৃঢ় ক'রে
সুসংহত ক'রে—
বিহিত বিনায়নে ;
আর, তিনি

এতভাবে খরচ হ'য়েও
তাই-ই আছেন,
তাই, তত্ত্বদর্শী যাঁ'রা—
ব'লে থাকেন—
'পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥'
তাঁ'তে
ঐ প্রীতি-উৎসারণার আবেগ-উদ্দীপনায়
প্রতিপ্রত্যেককে
নিবেশ-নিয়ন্ত্রণে
যদি উচ্ছল ক'রে চল—
সমস্ত প্রবৃত্তিরই
সম্বোধি-উর্জ্জনায় সুসংহত হ'য়ে
একনিষ্ঠ অনুপ্রাণনায়,—
ঐ সার্থকতার আশিস্
তোমাকেও
সুষ্ঠু অনুশাসনে বিধায়িত ক'রে
সত্তার শুভ-সন্দীপনায়
উচ্ছল ক'রে তুলবে,
যে উচ্ছল ঔজ্জ্বল্য
প্রতিপ্রত্যেকে উপভোগ ক'রে
নন্দনা-নন্দিত প্রীতি-উৎসারণায়
শিষ্ট রাস-বিভবমণ্ডিত হ'য়ে
উপভোগ করবে
ঐ তা'রই প্রতিফলনকে ;
ব্যতিক্রম-বিচ্ছিন্ন হ'য়ো না,
ঐ ব্যতিক্রমী অনুচলনই কিন্তু পাপ,
আর, পাপ মানেই কিন্তু—
পালন হ'তে পতিত হওয়া,
জীবন হ'তে পতিত হওয়া ;
প্রাণনধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হওয়া ;

লেগে যাও,
'মাভৈঃ' ব'লে চেঁচিয়ে ওঠ ;
বিশ্ববিধায়ন—
বিশ্বধাতা—
তোমার ঐ রাসলীলায়
সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতার সহিত
যেন তোমাকে উপভোগ করেন—
নন্দনার আনন্দ-নর্ত্তনে। ৩৬৭।

সূচীপত্র

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

শ্লোক-সংখ্যা ও সূচী

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী

বিষয়		বাণী-সংখ্যা

বিষয়		বাণী-সংখ্যা

শব্দার্থ-সূচী

শব্দ, বাণী-সংখ্যা ও শব্দার্থ

১। অতিক্রমী-অতিশায়ী—১২০ = অতিক্রম ক'রেও বিশেষভাবে অনুস্যূত হ'য়ে আছে যা'।

২। অতিচারী স্থৈর্য্য—১২০ = তীব্রগতিসম্পন্ন স্থৈর্য্য।

৩। অতিশায়িনী—৩০৯ = বিশেষ আনতিপ্রবণ।

৪। অদ্বয়ী—৮৯ = দুই নাই যেখানে, অদ্বিতীয়।

৫। অধি-আত্মিক—৬৯ = ধারণপোষণযুক্ত চলৎশীলতা আছে যেখানে।

৬। অধিকৃতি—২৫৮ = অধিকার, ধারণপূর্ব্বক করা। [অধি-কৃ (করা) + ক্তি]। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, অধি-র মধ্যে ধা' ধাতু (ধারণ-পোষণ) আছে। [অব্ (রক্ষণ) + ড = অ, অ-ধা (ধারণ, পোষণ) + কি = অধি—রক্ষাকে যা' ধারণ-পোষণ করে]।

৭। অধিবিভূতি-বিভব—৩৪৩ = অধিগত বিভূতি-সম্পদ্।

৮। অধিবেদনমৃষ্ট—১২০ = প্রকৃতির চেতন সাড়ার দ্বারা প্রভাবিত।

৯। অধিবেদনা—১২০ = অধি > √ধা = ধারণ, পোষণ। বেদনা > √বিদ্ = জ্ঞান।—ধারণ-পোষণসমন্বিত জ্ঞান।

১০। অধিভূ—১৫২ = অধিগত ক'রে হয়েছেন যিনি।

১১। অধিস্থান—৯৫ = ধারণ-পোষণ ক'রে থাকা যেখানে, অধিষ্ঠান। বিশেষণে—'অধিস্থিত'। 'অধিস্থান' ও 'অধিস্থিত' শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ।

১২। অধিস্রোতা—১৩৯ = স্রোতকে অধিকার ক'রে চলেছে যা'।

১৩। অধ্যয়না—৩৬১ = অধিগমন, ধারণ-পোষণ করার পথে চলা।

১৪। অনুকল্পনা—২৫০ = মনোগত রচনা, মনন।

১৫। অনুক্রমণা—৬৪ = অনুসরণপূর্ব্বক চলন, গতি।

১৬। অনুক্রিয়—৪৩ = সদৃশভাবে ক্রিয়াশীল। [অনু = সাদৃশ্য]

১৭। অনুচয়নী—৩৫০ = অনুসরণপূর্ব্বক চয়নকারী।

১৮। অনুচরণা—১৭৪ = অনুসরণপূর্ব্বক চলা।

১৯। অনুচর্য্যী—২৯ = সেবাপরায়ণ, অনুসরণপূর্ব্বক চলন-সমন্বিত।

২০। অনুদীপনা—১০ = দীপ্তি, প্রকাশ।

২১। অনুদীপী—১৬৮ = অনুগমনপূর্ব্বক দীপ্ত ক'রে তোলে যা'।

২২। অনুধায়না—৩৮ = অনুধাবন ক'রে চলা। 'ধাবন' অর্থে 'ধায়ন' (ব্রজবুলি)।

২৩। অনুধায়না-উচ্ছল—১ = অনুধাবনপূর্ব্বক উচ্ছল।

২৪। অনুধায়নী—২৯০ = অনুধাবন অর্থাৎ পর্য্যালোচনা ক'রে চলে যা'।

২৫। অনুধায়িনী—৩০৯ = অনুধাবন বা পশ্চাদনুসরণ আছে যা'র মধ্যে।

২৬। অনুধ্যায়নী—৪২ = সম্যক চিন্তা ও চলন আছে যা'র মধ্যে।

২৭। অনুনন্দনা—২১০ = সমৃদ্ধি, বর্দ্ধনা।

২৮। অনুনয়ন—১৬ = কোন-কিছু অনুযায়ী নিয়ে চলা।

২৯। অনুবদ্ধ—৮০ = সংযুক্ত, লেগে আছে যা'।

৩০। অনুবন্ধ—৩২০ = সংযুক্তকরণী কেন্দ্র।

৩১। অনুবেদনা—১৫ = অনুসরণের ভিতর-দিয়ে প্রাপ্ত জ্ঞান।

৩২। অনুযাপনী—২৯৪ = কাটানো, যাপন করা।

৩৩। অনুশায়িনী—১৯৩ = তন্মুখী ঝোঁক নিয়ে চলৎশীল, নিবিষ্টরূপে শায়িত আছে।

৩৪। অনুসৃজনা—৬৭ = অনুরূপ সৃষ্টি।

৩৫। অনুসেবনা—৪৩ = অনুসরণপূর্ব্বক সেবা, পরিপালন ও পোষণ।

৩৬। অনুসেবনী—২০৫ = সেবা, পালন, পোষণ ও অনুশীলন আছে যা'র মধ্যে।

৩৭। অনুস্থাপনী বিন্যাস—২৮৮ = স্থিতিলাভ করায় যে বিন্যাস।

৩৮। অনুস্রোতা—২৫৪ = অনুসরণপূর্ব্বক চলমান।

৩৯। অন্তঃশায়ী—৩২০ = অন্তরে (ভিতরে) স্থিত।

৪০। অন্তরাস-অনুশীলন—৩০৯ = অন্তর—Inter, √আস্—esse (Latin) —থাকা, অন্তরাস—interest. – আগ্রহযুক্ত অনুশীলন।

৪১। অন্তরাসী—২৭৪ = Interested, আগ্রহশীল।

৪২। অপবর্ত্তন—৬৪ = অপকৃষ্ট গতি।

৪৩। অবগমী তাৎপর্য্য—২২৬ = অবগত হওয়ার তৎপরতা।

৪৪। অবধায়িনী—২২১ = অবধারণ (নিশ্চয়াত্মিকা বোধ) আছে যা'র মধ্যে।

৪৫। অববেলনী—১৭ = নিম্নাভিমুখী গতিসম্পন্ন।

৪৬। অবরূঢ়—৩০২ = মন্দগতিসম্পন্ন।

৪৭। অবশায়িত—৩১৫ = অবস্থিত।

৪৮। অবষ্টব্ধ—১৬৮ = অবরুদ্ধ।

৪৯। অব্যয়ী-প্রজ্ঞ—৮৯ = যে-প্রজ্ঞার ব্যয় অর্থাৎ বিনাশ নেই।

৫০। অভিক্ষেপ—১৫ = তন্মুখী ক্ষেপণ বা চালন।

৫১। অভিজিৎ—৩৬১ = জয়-অভিমুখী।

৫২। অভিধায়না—৩১৬ = অভিমুখী যে-চলনা।

৫৩। অভিধ্যায়িতা—২২১ = স্মরণ-মননের তৎপরতা।

৫৪। অমৃতনিষ্যন্দী—২৬৬ = অমৃত ক্ষরণ করে যা'।

৫৫। অয়নী—৭২ = অয়ন অর্থাৎ চলন-যুক্ত।

৫৬। অরুণ-উৎসারণ—৩১৩ = √ঋ (গতি) + উণ্ = অরুণ—নিয়তগমনশীল।
—নিয়তগমনশীল বিকাশোন্মুখ যে-চলন।

৫৭। অর্থনা—২৮ = √ঋ + থন্ = অর্থ্, √অর্থ্ + অনট্ + আপ্ = অর্থনা—
গতি, অর্থসমন্বিত চলন।

৫৮। অলল—৩৪৫ = অনির্দ্দিষ্ট।

৫৯। অস্তু—১০৮ = হওন। [শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ প্রয়োগ। বস্তু (ব্ + অস্তু)
থেকে যেন 'অস্তু'কে আলাদা করা হ'ল। বস্তুর সংগঠনের
মধ্যে একটা হ'য়ে-ওঠা ক্রিয়া আছে।]

৬০। আকর্ষণ-বিকর্ষণ-সংগর্ভী—৩২০ = আকর্ষণ (attraction) ও বিকর্ষণ
(repulsion) আছে যা'র মধ্যে।

৬১। আকর্যণ-বিকর্ষণের উষর প্রান্ত—১২০ = আকর্ষণ বা বিকর্ষণ কিছুই যেখানে
ক্রিয়াশীল হ'তে পারে না।

৬২। আকৃত—৩৬৬ = সম্যকভাবে কৃত (গঠিত), আকৃতিপ্রাপ্ত।

৬৩। আত্মবিদিতি—৩০৩ = আত্মজ্ঞান, নিজেকে জানা।

৬৪। আত্মিকতা—৩৭ = সতত চলমানতা।

৬৫। আধান—১৯ = আশ্রয়, অবলম্বন।

৬৬। আধায়ন-তৎপরতা—৩০০ = সম্যক ধৃতিপোষণী চলন-তৎপরতা। [আ-
ধা + ণিচ্ + অনট্]

৬৭। আধায়িত—১৯৫ = সর্ব্বতোভাবে ধারণ বা পোষণপ্রাপ্ত।

৬৮। আধিপত্য—৬৪ = ধারণ, পোষণ ও পালন-ক্রিয়া।

৬৯। আবীর-উৎসর্জ্জনা—৩১৮ = আবীর > অভ্র—অপ্-ভৃ (ভরণ, পোষণ) + ক (কর্ত্তরি)। অপ্—আপ্ (ব্যাপ্তি) + ক্বিপ্ (কর্ম্মণি)।—যে উৎসর্জ্জনায় ব্যাপ্তি ও ভরণপোষণ নিহিত।

৭০। আমান—৬৮ = From top to toe, আপাদমস্তক অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে।

৭১। আয়ত—৩৬২ = বিস্তৃতিপ্রাপ্ত।

৭২। আয়তি-নির্ঝর—৩৬২ = প্রাপ্তি বা ব্যাপ্তির নির্ঝর।

৭৩। আরূঢ়—৩০২ = অগ্রগতিসম্পন্ন।

৭৪। আহৃতি—৫৮ = আহরণ।

৭৫। ইষ্টায়িত—১৩০ = ইষ্টের ভাব বা চলন-প্রাপ্ত।

৭৬। ইষ্টার্থপরায়ণতা—২৯ = ইষ্টের দিকে নিয়ে যায় যে শ্রেষ্ঠ চলন।

৭৭। ঈশী—১৭৪ = √ঈশ্ = প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য। প্রভুত্ব = আধিপত্য।—প্রভুত্ব বা আধিপত্যের ভাব যেখানে আছে। [√ঈশ্ + ক্বিপ্ = ঈশ্, ঈশ্ + ইন্ = ঈশিন্ — ঈশী]

৭৮। উচ্চল—২৯৮ = উন্নতি-অভিমুখে চলৎশীল। [উৎ + চল]

৭৯। উজ্জৃম্ভিত—১৭৪ = বিকাশপ্রাপ্ত।

৮০। উৎচেতিত – ২৮৫ = ঊর্দ্ধমুখী-চেতনাযুক্ত।

৮১। উৎস-অনুশায়ী—২৭২ = উৎসতে গভীরভাবে নিবিষ্ট।

৮২। উৎসর্জ্জনা—১৫০ = উন্নতি-অভিমুখী সৃষ্টি বা গতি। বিশেষণে 'উৎসর্জ্জনী'।

৮৩। উৎসারণা—১৯৮ = উন্নতিশীল চালনা। বিশেষণে 'উৎসারণী', 'উৎসারিত'।

৮৪। উৎসৃষ্ট—১৯ = উন্নতি-অভিমুখে সৃষ্ট।

৮৫। উদয়নী—৪৩ = উদয় বা বৃদ্ধি নিয়ে আসে যা'তে।

৮৬। উদ্গময়ক—১৯৮ = উদ্গত ক'রে তোলে যা'। [উৎ-গম্ + ণিচ্ + অক]

৮৭। উদ্বর্ত্তন—৩ = উন্নতির পথে চলতে থাকা। বিশেষণে 'উদ্বর্ত্তনী'।

৮৮। উদ্বর্দ্ধনা—৩৪ = বিস্তারের পথে বেড়ে ওঠা।

৮৯। উদ্বেলন-অববেলনী—২৬৬ = উত্থান-পতনযুক্ত।

৯০। উদ্বেলনী—২৩৫ = উদ্বেল ক'রে তোলে যা'।

৯১। উপনতি = ১৬১ = তদভিমুখে বা তৎসমীপে নতি।

৯২। উপাদান-সামান্য—২৬ = যে-উপাদান সর্ব্বত্র সমানভাবে অবস্থিত, common factor, [সমান + ষ্ণ্য = সামান্য]

৯৩। উর্জ্জনা—২১ = বল ও প্রাণনসম্বেগ।

৯৪। উর্জ্জী তাৎপর্য্য—২৪৪ = প্রাণবান ও জীবন্ত হ'য়ে ওঠার গূঢ়ার্থ।

৯৫। ঋজী মেরু—৩২০ = Positive pole, √ঋজ্ (স্থিতি) + ক্বিপ্ + ইন্ = ঋজী।

৯৬। একায়ন-গতি—৩১৩ = একভাবে ভাবিত গতি (চলন)।

৯৭। একায়িত—৩১৩ = একত্ব-প্রাপ্ত, একভাবে ভাবিত।

৯৮। কল-দীপনা—১৩৯ = চলমান দীপ্তি।

৯৯। কলনচক্ষু—৩৪৩ = বিচারশীল সংশ্লেষণী দৃষ্টি।

১০০। কৃতি-তপনা—২৮৪ = কর্ম্মসম্বেগরূপ তপস্যা।

১০১। কৃতি-তাৎপর্য্য—২৫৬ = কর্ম্ম-তৎপরতা।

১০২। কৃতিপ্রসিক্ত—১০৫ = কর্ম্মের দ্বারা বিশেষভাবে সিক্ত।

১০৩। কেন্দ্রকীলক—৩২০ = কেন্দ্রের খুঁটা।

১০৪। কেন্দ্রিকতা—৮৮ = (জীবন)-কেন্দ্রকে আশ্রয় ক'রে চলা।

১০৫। কেবল-দীপ্তি—১৮৮ = এক অনন্য নিরন্তর দীপ্তি।

১০৬। ক্রমিকতা—৪৪ = ক্রমচলন।

১০৭। ক্লেশসুখপ্রিয়তা—১৭ = কষ্টটাই যখন সুখের হয়, সেই অবস্থাটা ভাল লাগা।

১০৮। খরমলয়ী—৩৪৩ = তীক্ষ্ণ অথচ (মলয়-হাওয়ার মত) কোমল।

১০৯। গণহিতী—১৮১ = জনগণের হিত (মঙ্গল) যা'তে হয়। অনুরূপ শব্দ 'লোকহিতী'।

১১০। গতি-অনুকম্পনী হার—৭০ = গতির (motion) অনুকম্পন (vibration)-এর হার (proportion)।

১১১। গুণগর্ভী—১২০ = গুণ গর্ভে আছে যা'র (impregnated)।

১১২। ঘনায়িত—৬ = ঘনত্ব-প্রাপ্ত, ঘনীভূত।

১১৩। চর—৩২১ = Negative (নেগেটিভ্)। বিপরীত শব্দ 'স্থির'।

১১৪। চলদুচ্ছল—৩২৭ = চলন্ত এবং উচ্ছল।

১১৫। চিতি-অভিব্যক্তি—১৫ = চেতন ক'রে তোলে যে-অভিব্যক্তি √চি

(সঞ্চয়) + ক্তি = চিতি—চেতনা।

১১৬। চিতি-দীপনা—২০৯ = চৈতন্যের দীপ্তি। বিশেষণে 'চিতি-দীপ্ত'।

১১৭। চিতিপ্রবণ—১৫৭ = চৈতন্যের প্রতি ঝোঁকসম্পন্ন।

১১৮। চিৎ-কণা—৪৪ = চৈতন্যশীল কণা। [শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন, বস্তুর সূক্ষ্মাতিতম অবস্থাতেও চৈতন্য বিরাজমান]

১১৯। চিৎ-দীপনা—২৯০ = চেতনার প্রকাশ।

১২০। চিৎ-ধা—১২০ = চৈতন্যের ধারয়িতা।

১২১। চিৎ-প্রদীপনা—১১২ = চৈতন্যের প্রকাশ।

১২২। চিদ্-অণু—১৫ = চৈতন্যযুক্ত অণু।

১২৩। চিদায়নী—২৯৪ = চেতনার পথে নিয়ে চলে যা'।

১২৪। চিদায়িত—১৫ = চেতনাযুক্ত করানো হয়েছে যা'কে।

১২৫। চুম্বক-ক্রিয়—২১৯ = চুম্বকের ক্রিয়াযুক্ত।

১২৬। চেতনদ্যোতনী—১৫ = চৈতন্যকে দীপ্ত ক'রে তোলে যা'। অনুরূপশব্দ 'চেতন-দীপনী'।

১২৭। চেতনস্রোতা—১৫ = চেতন-স্রোতসম্পন্ন।

১২৮। চেতায়িত—২৭২ = চেতনাপ্রাপ্ত।

১২৯। চৈত্ত্যগুটিকা—৪১ = √চিৎ (সংজ্ঞান) + ক্ত = চিত্ত (সংজ্ঞানযুক্ত), চিত্ত + য = চৈত্ত্য (চিত্তে ভব)।—সংজ্ঞান বা সম্যক চেতনার সংহত আধার।

১৩০। ছন্দ-অনুক্রমণা—৩২০ = ছন্দে-ছন্দে চলা।

১৩১। ছন্দদীপনী অনুবৃত্তি—৩৬৬ = শৃঙ্খলাসঞ্চারী স্থিতি ও গতি।

১৩২। ছন্দনগতি—১৮৬ = ছন্দযুক্ত চলন।

১৩৩। ছান্দিক—৮ = ছন্দ (তাল)-সমন্বিত।

১৩৪। জনি—৩২০ = Gene, জননের সূত্র। √জন্ + ক্বিপ্ = জন্, জন্ + ই = জনি। √জন (সংস্কৃত) = genus (Latin) = √Gen (Indo-Germanic)।

১৩৫। জৈবী-যন্ত্র—৩৪১ = যে-যন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে জীবন চলৎশীল, শরীর।

১৩৬। জৈবী-সংস্থিতি—২৭৬ = জীবদেহের গঠন, biological make-up।

১৩৭। জ্যোতনিকণ—১২০ = শব্দবাহী আলোককণা।

১৩৮। ঝঙ্কার-অনুবন্ধনা—৩২০ = ঝঙ্কারের অনুবন্ধন বা সংযোগ।

১৩৯। ঝঙ্কার-প্রাবৃট্-পরিক্রমা—৩২০ = ঝঙ্কার (শব্দ)-সমন্বিত বর্ষাধারার মত গতি।

১৪০। তৎপরতা—১৫ = সচেষ্টতা, ব্যস্ততা।

১৪১। তৎস্থ—৯০ = তাহাতে বা তাহার ভাবে স্থিত।

১৪২। তৎ-হিতি-নিয়মন—১৮১ = তা'র হিত (মঙ্গল) আসে যা'তে তদনু-পাতিক নিয়মন।

১৪৩। তাৎপর্য্য—১৯ = মর্ম্মার্থ, অভিপ্রায়।

১৪৪। তিজী-দ্যোতনা—৩১৫ = Stimulating urge, সাড়াসঞ্চারী আবেগ। ইংরাজী 'Stimulus' শব্দটি সংস্কৃত তিজ্-ধাতুর অর্থবাহী। √তিজ্ + ক্বিপ্ = তিজ্, তিজ্ + ইন্ = তিজী—Stimulating.

১৪৫। দয়ী—২৪৯ = দয়াল, রক্ষাকর্ত্তা।

১৪৬। দর্শন-তপনা—১৮৬ = দর্শনের (জ্ঞানের) তপস্যা।

১৪৭। দীপনা—২৯ = দীপ্তি, উজ্জ্বলতা।

১৪৮। দুরাগ্রহ—৩০ = দুরন্ত-আগ্রহযুক্ত।

১৪৯। দুর্ব্বিনীতি—১০৪ = দুষ্ট পথে নয়ন বা চালন।

১৫০। দ্যুতির্ভ—১৯৮ = প্রকাশের দীপ্তি আছে যেখানে।

১৫১। দ্বয়ী-প্রবৃত্তি—৮৮ = 'দুই' ভাবার বা 'দুই' করার প্রবৃত্তি।

১৫২। ধী-তৃপণার নিষ্পন্দক কেন্দ্র—১২০ = বোধি ও তৃপ্তি যেখানে স্পন্দনহীন, নিশ্চল। সৃষ্টির পূর্ব্বে একটা latent (সুপ্ত) অবস্থা।

১৫৩। ধুরগতি—৩৩৪ = অগ্রগতি।

১৫৪। ধুরবাজি—১৮১ = ওস্তাদী।

১৫৫। ধৃনায়িত—৩২০ = (শব্দ) কম্পনপ্রাপ্ত।

১৫৬। ধৃতি—৭ = Urge of upholding, ধারণপোষণের আকূতি।

১৫৭। ধৃতিগুটিকা—৪২ = ধারণক্রিয়া যেখানে গুটির মত গুচ্ছীকৃত।

১৫৮। ধৃতিযোগন বিবর্ত্তনা—৬৯ = ধৃতির যোগসৃষ্টিকারী অভিব্যক্তি।

১৫৯। ধৃতিযোগী—৬০ = ধৃতির যোগসৃষ্টিকারী।

১৬০। নট্টনন্দিত উর্জ্জনা—৩২১ = নৃত্যস্পন্দনায় স্পন্দিত উৎসাহদীপ্ত জীবন-শক্তি।

১৬১। নন্দনা—৩১৯=আনন্দদায়ক চলন।

১৬২। নর্ত্তনা—৪১=ছন্দময় চলন।

১৬৩। নাদঘন—১২০=শব্দের ঘনীভূত অবস্থা।

১৬৪। নাদনিক্কণ—১৪৩=শব্দঝঙ্কার যাঁ'র স্বরূপ।

১৬৫। নাদোল্লাস—১৪২=নাদ অর্থাৎ শব্দে যিনি উৎ-লসিত (বিদীপ্ত, প্রকাশিত), শব্দস্বরূপ।

১৬৬। নিক্কণরেখা—২৭৫=স্পন্দনের গতিরেখা।

১৬৭। নিযোজনা—৭০=নিযুক্ত হওয়া বা করা।

১৬৮। নিষ্ঠ—২৩৯=নিষ্ঠাবান।

১৬৯। ন্যাক্—৩৫৬=ইংরাজী শব্দ 'knack'—দক্ষতা, শক্তি।

১৭০। পরস্রোতা—৩৫৩=পরবর্ত্তী দেশে বা কালে চলমান।

১৭১। পরাবর্ত্তন—৩৯৯=পরবর্ত্তীতে আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে চলা। [পর+আবর্ত্তন]

১৭২। পরিক্রিয়—৬৭=সম্যকভাবে এবং ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল।

১৭৩। পরিণয়ন—১৫=ক্রমান্বয়ী (ক্রমবর্দ্ধমান) পরিণতি।

১৭৪। পরিণীত পরিমাণ—৬৫=পরিণতিতে উপস্থিত হয়েছে যে মাত্রানুপাতিক চলন।

১৭৫। পরিধৃত—২৪০=সম্যকভাবে বিধৃত।

১৭৬। পরিপ্রেক্ষা—১৯=বিচারমূলক চিন্তা ও দর্শন।

১৭৭। পরিপ্রেরিত—৩৫২=বিশেষভাবে প্রেরিত।

১৭৮। পরিবীক্ষণা—৮=সর্ব্বতোমুখী এবং সমীচীন দর্শন।

১৭৯। পরিবৃঢ়—১৫২=সংবর্দ্ধনকারী। [পরি-বৃহ্ (বৃদ্ধি, উদ্যম) +ক্ত (কর্ত্তরি)]

১৮০। পরিবেদনা—৯৫=সম্যক বা সর্ব্বতোমুখী জ্ঞান।

১৮১। পরিভূ—১৫২=সমস্ত কিছুতে হ'য়ে আছেন যিনি।

১৮২। পরিমাপনী আবর্ত্তন—৩১৪=পরিমাপিত ক'রে চলে যে-আবর্ত্তন।

১৮৩। পরিমিতি—৪১=পরিমাপ।

১৮৪। পরিস্রবা—১২০=পরিস্রুত বা ক্ষরিত হওয়ার উৎস।

১৮৫। পরিস্রোতা—৯১=স্রোতযুক্ত, প্রবহমান।

১৮৬। পর্য্যায়ী অনুক্রমণা—১৭৪=পারম্পর্য্য-গতি।

১৮৭। প্রকৃতি-সংগর্ভী—১৯৮=প্রকৃতিকে সংগর্ভিত (impregnated) ক'রে তোলে যা'।

১৮৮। প্রত্যয়নী প্রক্রিয়া—৩০৯=কোন এক বিশেষ দিকে নিয়ে চলে যে প্রক্রিয়া।

১৮৯। প্রভবতা—৩৬২=প্রভূত্বের ভাব।

১৯০। প্রমিত—১৯৮=প্রকৃষ্টরূপে মাপা যায় যা'কে।

১৯১। প্রাক্-জৈব সংবিধান—৬৪=জীবদেহ গঠনের পূর্ব্বাবস্থা।

১৯২। প্রাগ্‌বস্তু—৩২১=primordial substance, বস্তুর অবয়বপ্রাপ্তির পূর্ব্ব অবস্থা। [প্রাক্=প্রাথমিক, বস্তু=উপাদান]

১৯৩। প্লবমান—২৭২=গতিশীল।

১৯৪। প্লুতদীপনী—৩১৮=প্লাবনসৃষ্টির দ্বারা প্রদীপ্ত ক'রে তোলে যা'। [প্লুত=প্লাবন]।

১৯৫। বংশানুক্রমিকতা—৪৪=Heredity.

১৯৬। বপ্তা—৩০০=বপনকর্ত্তা।

১৯৭। বর্ত্তনা—৭২=স্থিতি।

১৯৮। বাগ্‌বীচি—৩১৫=শব্দের তরঙ্গ।

১৯৯। বিকম্পনা—১৫৩=বিশেষ কম্পন বা স্পন্দন, special type of vibration.

২০০। বিকিরিত—১৫১=বিকিরণপ্রাপ্ত।

২০১। বিজ্‌ম্ভণা—১৯৮=বিকাশ, প্রকাশ।

২০২। বিজ্‌ম্ভী—১৫৭=প্রকাশিত (বিকশিত) ক'রে তোলে যা'।

২০৩। বিদীপনা—৮=বিশেষ দীপ্তি বা প্রকাশ।

২০৪। বিধায়না—১৯=বিহিত ধারণপোষণের পথ।

২০৫। বিধায়িত—৯৫=বিধানে পরিণত।

২০৬। বিধিবিস্রোতা—১১২=বিধির বিশেষ স্রোত-বিশিষ্ট।

২০৭। বিধৃতি—১৫৩=বিহিত ধারণপালন-সম্বেগ।

২০৮। বিনয়ন—২১৮=বিহিত পথে নয়ন বা চালন।

২০৯। বিনায়না—১৩=নিয়ন্ত্রণ, adjustment। বিশেষণে 'বিনায়নী'।

২১০। বিন্যাস-অভিদীপনা—১৫৯=বিন্যাসের দীপ্তি।

২১১। বিবেক-প্রস্রবী—১৬৯=বিবেক ক্ষরিত (জাত) হয় যা'র ভিতর থেকে।

২১২। বিবৃদ্ধ—৬৯ = বিশেষভাবে বেড়ে ওঠা।

২১৩। বিভাজিত—৩৫৭ = বিশেষভাবে বিভক্ত।

২১৪। বিভাবনা—২৩৫ = বিশেষ হওন-ক্রিয়া।

২১৫। বিভায়িত—২০৮ = প্রদীপ্ত, আলোকোজ্জল।

২১৬। বিয়োগ-ব্যাপৃতি—৩২৪ = বিযুক্তকরণের কাজ।

২১৭। বিরচনী বিভব—৪২ = যে-বিভবে বিহিত রচনা আছে।

২১৮। বিশাসন—৩১৬ = বিহিত শাসন বা নিয়ন্ত্রণ।

২১৯। বীক্ষণী—১৯৪ = দর্শন-সমন্বিত। .

২২০। বীচি-উৎসর্জ্জনা—২৫১ = তরঙ্গের সৃষ্টি।

২২১। বীপ্সানুগ আবর্ত্তন—৩২০ = যুগপৎ ব্যাপ্তি-ইচ্ছা নিয়ে পুনঃপুনঃ আবর্ত্তন।

২২২। বেত্তা—৭ = জ্ঞাতা, যিনি জানেন।

২২৩। বৈজী-বিন্যাস—১৬৭ = বীজগত বিন্যাস।

২২৪। বোধনা – ৯ = বোধ, জ্ঞান।

২২৫। বোধবেদনা—১৭ = বোধসঞ্জাত জ্ঞান। [√বিদ্ (জানা) + অনট্, ভাবে আপ্ = বেদনা—জ্ঞান।]

২২৬। বোধায়ন-কেন্দ্র—৩৫৫ = বোধের সঞ্চালন কেন্দ্র।

২২৭। বোধায়নী—১৭ = বোধের পথে নিয়ে চলে যা'।

২২৮। বোধায়িত—২৮১ = বোধে আগত, বোধপ্রাপ্ত।

২২৯। বোধিদীপা—২৭৬ = বোধির দ্বারা দীপ্ত।

২৩০। ব্যষ্টি-বিসৃজী—৩৬৬ = পৃথক ব্যষ্টি (unit) সৃষ্টি করতে সক্ষম।

২৩১। ব্যষ্টি-সমাহারী—২৫ = ব্যষ্টির সমাহার বা মিলন-কারী।

২৩২। ব্যাবর্ত্ত—৩১৮ = Elliptical.

২৩৩। ব্যাবর্ত্ত বৃত্তাভাসে—৩১৯ = Spiro-elliptically, ডিম্বাকৃতি-গতিসদৃশ চলনতালে।

২৩৪। ব্যাহতি—৫৮ = ব্যাঘাত, বাধা।

২৩৫। ব্যাহৃতি—৪০ = বিভাগ, বিস্তার।

২৩৬। ব্যাহৃতি-বিব্রত—৪৩ = বিস্তারমুখী প্রয়াসে উদ্ব্যস্ত।

২৩৭। ব্যাহৃতি-বিভব—২৪৮ = বিস্তৃতির ঐশ্বর্য্য।

২৩৮। ব্যোম-বিজৃম্ভী—৩২০ = ব্যোম অর্থাৎ আকাশের প্রকাশক।

২৩৯। ব্রহ্ম-অর্ণব—৪৪ = গতিশীল যে-ব্যাপ্তি বা বিস্তার।

ব্রহ্ম > √বৃহ্ = বৃদ্ধি, অর্ণব > √ঋ বা √ঋণ্ = গতি।

২৪০। ব্রহ্ম-পরিভৃতি—৪১ = বিস্তারশীল যা'-কিছু তার পরিপোষণ।

২৪১। ব্রাহ্মী-আত্মিকতা—৩৭ = বিস্তৃতির নিরন্তর গতিশীলতা।

২৪২। ব্রাহ্মী-উদ্বেলনা—৩১০ = বিস্তার-অভিমুখী উর্দ্ধগতি।

২৪৩। ভজন—৩৬২ = সেবা, অনুরাগ, অনুশীলন।

২৪৪। ভজমান—২০ = ভজনশীল।

২৪৫। ভর্গ-আপূরণা—৯২ = ঐশী তেজের দ্বারা পরিব্যাপ্ত যে পূরণ ও বর্দ্ধনক্রিয়া।

২৪৬। ভাবদ্যুতি—২৫৮ = হ'য়ে ওঠার যে দ্যুতি বা প্রকাশ। অনুরূপশব্দ 'ভাবদ্যোতনা'।

২৪৭। ভাববৃত্তি—২৩৭ = Volitional urge to be, হ'য়ে ওঠার উদ্যমী সম্বেগ।

২৪৮। ভাবানুকম্পিতা—৭ = অপরের ভাব (হওয়া)-অনুপাতিক নিজের ভিতরে যে তজ্জাতীয় অনুরণন হয়।

২৪৯। ভূমাবেদনশীল—১১২ = বহুকে জানা যাঁ'র স্বতঃ-স্বভাব।

২৫০। ভূমায়িত—৯৫ = বিস্তারপ্রাপ্ত, বিরাটত্বে উপনীত।

২৫১। মনোজ্ঞ—৪৩ = মন জানে যে বা যা'।

২৫২। মমতা—৩২৬ = 'আমার' (মম) এই ভাব, myness।

২৫৩। মরকোচ—২৬ = গঠন ও ক্রিয়া-বিধায়না।

২৫৪। মাতৃক জগৎ—১০৮ = পরিমিত জগৎ; material (motherial) world। সংস্কৃত √মা = পরিমাণ—measure.

২৫৫। মাতৃক বিনায়না—১১৮ = পরিমাপনক্রিয়ার ভিতর-দিয়ে সংঘটিত বিনায়না, material adjustment.

২৫৬। মুদ্রণ-নিয়মনা—৩২৭ = Make-up, সংসর্গজনিত যে সংগঠন।

২৫৭। মূর্চ্ছনা—৪১ = অভিব্যক্তি।

২৫৮। মূর্ত্তনা—৯ = মূর্ত্ত ক'রে তোলার ক্রিয়া, মূর্ত্তি দেওয়া। √মূর্চ্ছ্ = বৃদ্ধি, ব্যাপ্তি।

২৫৯। মূর্ত্তনী—২০৮ = মূর্ত্তিপ্রাপ্ত অবস্থা যা'তে আছে।

২৬০। মূর্ত্ত্যায়ন-অভিব্যক্তি—৩৬৬ = মূর্ত্তিদানের পথে নিয়ে যায় যে-অভিব্যক্তি।

২৬১। মৌজ-জৃম্ভী—৩৪৪ = লীলা-বিলাসী।

২৬২। যাস্ক-সম্বেগ—১৩৯=প্রযত্নশীল সম্বেগ।
[√যস্ (প্রযত্ন) + ক = যস্ক, যস্ক + অণ্ = যাস্ক]

২৬৩। যোগ-আবেগ—৫৯=যুক্ত হওয়ার আবেগ, tendency to unification.

২৬৪। যোগজৃম্ভী—১২০=যুক্ত হওয়ার আবেগে বিকাশশীল।

২৬৫। যোগবাহী—৬৮=যোগকে বহন করে যা', সংযোগ-সৃষ্টিকারী।

২৬৬। যোগমায়া—৩৫৩=(পজিটিভ্ ও নেগেটিভের) যোগের ভিতর-দিয়ে যে-পরিমাপন বা বিশেষ সীমায়িত প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ সমগ্র জগৎ।

২৬৭। যোগাবেগ-সম্ভূতি—৬৮=যোগাবেগ (যোগ + আবেগ) অর্থাৎ যুক্ত হওয়ার আবেগের শক্তি (সম্যক হওনক্রিয়া)।

২৬৮। যোগারূঢ় তাৎপর্য্য—৩২৪=সংযোগে আরূঢ় হবার তাৎপর্য্য।

২৬৯। যৌক্তিক—১৫৭=যুক্তিসমন্বিত।

২৭০। রঙ্গণ-রহস্য—৩২১=রঞ্জিত হওয়ার গূঢ় তাৎপর্য্য।

২৭১। রজস্-দীপনা—১৯৮=রঞ্জনকারী শৌর্য্যসম্বেগ, negative urge.

২৭২। রমণ-লাস্য—৮৩=ক্রীড়াশীল দীপ্ত মিলনসৃষ্টিকারী চলন।

২৭৩। রাস-বিভবমণ্ডিত—৩৬৭=শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে অনুষ্ঠিত রাসলীলার অনুরূপ কেন্দ্রানুগগতিসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যের দ্বারা ভূষিত।

২৭৪। রিচী মেরু—৩২০=Negative pole. [√রিচ্ (বিযোজন, শূন্যী-করণ) + ক্বিপ্ + ইন্ = রিচী]

২৭৫। রেতঃসত্তা—২৩৭=Spermatic existence, শুক্রশরীরের মধ্যে অবস্থিত স্পন্দনাত্মক অস্তিত্ব।

২৭৬। লয়ন—৪১=লয়প্রাপ্ত হওয়া, বিনাশ।

২৭৭। লাস্য-নন্দনা—১৩=বিকাশপ্রাপ্ত সংশ্লেষণী বর্দ্ধনা।

২৭৮। লীলায়িত পরিক্রমা—১৭=আলিঙ্গন-গ্রহণযুক্ত চলন। √লী= আলিঙ্গন, √লা=গ্রহণ।

২৭৯। শাতন—৩১০=বিশীর্ণ বা ছিন্ন ক'রে তোলে যা', satan.

২৮০। শায়ন-তাৎপর্য্য—১১২=অবস্থিতি।

২৮১। শালীন্য—৬৪=সম্পন্নতা, সমৃদ্ধি।

২৮২। শীলন-সৌষ্ঠব—৬৯ = অনুশীলন ও অভ্যাসের সুষ্ঠুতা।

২৮৩। শ্লেষণদীপ্তি—২১২ = আলিঙ্গন বা সংযোগের দীপ্তি অর্থাৎ প্রকাশ।

২৮৪। সংক্রমণা—১০৯ = সঞ্চারণ ক্রিয়া।

২৮৫। সংক্ষুধ—৬৫ = সম্যক-ক্ষুধাযুক্ত, আগ্রহাকুল।

২৮৬। সংখ্যান-সম্বেগী—৩২০ = গুণিত হ'য়ে বর্দ্ধিত হবার আবেগসম্পন্ন।

২৮৭। সংখ্যায়নী—৭২ = সংখ্যার সৃষ্টি ক'রে ক'রে বর্দ্ধিত হ'য়ে চলেছে যা'।

২৮৮। সংখ্যায়িত—৭২ = ভূমায়িত, বহুত্ব-প্রাপ্ত।

২৮৯। সংগর্ভী—২০৬ = সংগর্ভিত (impregnated) করার আবেগসম্পন্ন।

২৯০। সংগ্রাহী তাৎপর্য্য—২৪৮ = সংগ্রহ্ করার তৎপরতা।

২৯১। সংঘাত-সঞ্জিত—৩১৬ = সংঘাতকে সম্যক জয় করা হয়েছে যেখানে।

২৯২। সংবেদনী—১৫৩ = সম্যক-জ্ঞানযুক্ত।

২৯৩। সংবেদ্য—৭০ = সম্যকপ্রকারে জ্ঞাতব্য।

২৯৪। সংযোজনী সংক্রমণা—৩২১ = সংযোজনকারী গতিশীলতা।

২৯৫। সংরেখনী তাৎপর্য্য—২১০ = লেখন বা চিত্রীকরণ তৎপরতা।

২৯৬। সংশ্রয়ণী—৩২০
২৯৭। সংশ্রয়ী—৬০
} = আশ্রয় ক'রে চলেছে যা'।

২৯৮। সংসুষ্ঠু—৩১৪ = সম্যকপ্রকারে (পূর্ণাঙ্গভাবে) সুষ্ঠু।

২৯৯। সংস্থায়নী আকৃতি—১৭৪ = থাকার এবং থাকানোর অভিলাষ।

৩০০। সংহিত—২২ = সম্যকপ্রকারে বিধৃত।

৩০১। সংহিতি—১০ = সম্যক ধারণ।

৩০২। সঙ্কর্ষণী সম্বেগ—১৯৮ = পারস্পরিক আকর্ষণের আবেগ।

৩০৩। সঞ্চিতী—৬৮ = সম্যক-চেতনাযুক্ত।

৩০৪। সত্তানুশায়ী ছান্দিক বর্ত্তনা—৭২ = সত্তায় অবস্থিত ছন্দসমন্বিত বিদ্যমানতা ও চলন।

৩০৫। সৎ-সংস্থত্রী পরাবর্ত্তনী—৩৪৪ = অস্তিত্বে সম্বন্ধান্বিত হ'য়ে নিয়ত চলৎশীল, rolling on and on.

৩০৬। সদীক্ষ—২৬৬ = দীক্ষাসমন্বিত।

৩০৭। সন্দীপনা—৪২ = সমীচীন দীপ্তি।

৩০৮। সন্ধিক্ষু—১৯১ = সম্যকদীপনী।

৩০৯। সন্ধুক্ষিত—৬৪ = সর্ব্বতোভাবে ক্লিষ্ট। √ধুক্ষ = ক্লেশ।

৩১০। সমন্বয়ী—৩ = সমন্বয় অর্থাৎ সঙ্গতি সৃষ্টিকারী।

৩১১। সমবিপরীত—৩২০ = সমান অথচ বিপরীত—equal and opposite.

৩১২। সমাবর্ত্তন—৩২১ = সমাবর্ত্তিত হয় অর্থাৎ ফিরে আসে যেখানে সেই স্থান।

৩১৩। সম্বৃদ্ধ—১৪ = সম্যকপ্রকারে বর্দ্ধিত।

৩১৪। সম্বেদনা—৬ = সম্যক জ্ঞান বা বোধ।

৩১৫। সম্বেদনী বর্দ্ধনা—৩২১ = সম্বিৎ বা সংজ্ঞানযুক্ত বর্দ্ধনা।

৩১৬। সম্বোধ—২০০ = সমীচীন বোধ।

৩১৭। সম্বোধী—১৯ = সম্বুদ্ধ ক'রে তোলে যা'।

৩১৮। সম্ভূত সংস্থিতি—২১৫ = তজ্জাত সমাবেশ।

৩১৯। সর্ব্বানুকীর্ণ—১৪৮ = সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত।

৩২০। সসংবেদ্য—৭০ = সম্বেদনার সহিত জ্ঞাতব্য।

৩২১। সাত্বত—৪১ = সত্তাসম্বন্ধীয়, জীবন-সম্বন্ধীয়, existential.

৩২২। সান্দ্র—১০৯ = নিবিড়, ঘন।

৩২৩। সাপেক্ষিক নিরপেক্ষতা—৩৯ = আপেক্ষিক নিরপেক্ষতা।

৩২৪। সাম-সঙ্গতি—৩১১ = সমতার সঙ্গতি।

৩২৫। সামসত্ত্ব—১১২ = সমভাব যাঁ'র সত্ত্ব (প্রাণ) বা প্রকৃতি।

৩২৬। সাম্য-সমীক্ষু—২২১ = Balanced eye.

৩২৭। সিঞ্চিতস্রোতা—৩১৬ = সম্যকরূপে সিক্ত ক'রে তোলে যে স্রোত।

৩২৮। সুক্রিয়—৭ = সুষ্ঠু বা শুভ ক্রিয়াশীল।

৩২৯। সুচয়নী—১৮১ = শুভ (সু) চয়ন বা সঞ্চয় ক'রে যা'।

৩৩০। সুদর্শিতা—১৩৫ = সু (শুভ)-দর্শন, কল্যাণাত্মক জ্ঞান।

৩৩১। সুদীপনা—১৯ = সুষ্ঠু ও শুভ দীপ্তি।

৩৩২। সুপরিবেক্ষণা—১৮০ = শুভ ও সর্ব্বতোমুখী দর্শন।

৩৩৩। সুপালী—৩৪৪ = শুভকে (সু) পালন করে যা'।

৩৩৪। সুবিধায়না—১১৬ = সুষ্ঠুভাবে ধারণপোষণ করা।

৩৩৫। সুরদীপনী তাৎপর্য্য—১৫৩ = সুর অর্থাৎ স্বর বা শাব্দিক স্পন্দনকে দীপ্ত ক'রে তোলে যে তৎপরতা।

৩৩৬। সুরনর্ত্তনা—৩২১ = সুর বা শব্দের ছান্দিক গতি।

৩৩৭। সুসংবিদ্য—৪১ = ভালভাবে এবং সম্যকপ্রকারে জানা যায় যা'কে।

৩৩৮। সুসংহিত—১০ = সুষ্ঠু, সম্যক এবং সংহতভাবে স্থিত।

৩৩৯। সুসমীক্ষু—১১৬ = সুষ্ঠু এবং সম্যক-দর্শনযুক্ত।

৩৪০। সৃজনোল্লাস—১৮৩ = সৃষ্টির আনন্দ।

৩৪১। সৌরত-সন্দীপনা—২৯ = সুরত (libido) অর্থাৎ সত্তাগত সম্বেগের বিকাশ বা দীপ্তি।

৩৪২। স্তিম্যমান—১৯৮ = স্তিমিত হ'য়ে চলছে এমনতর।

৩৪৩। স্থির—৩২১ = positive. বিপরীতশব্দ 'চর' (Negative)।

৩৪৪। স্পন্দপ্রাণ—১২০ = স্পন্দন (vibration)-ই যা'র প্রাণ।

৩৪৫। স্ফোটনা—২৫৩ = বিকাশ।

৩৪৬। স্মৃতিবাহী—২৮১ = স্মৃতিকে বহন ক'রে নিয়ে চলে যা'।

৩৪৭। স্বধা—৩৪ = স্বকে অর্থাৎ সত্তাকে যা' ধারণ করে।

৩৪৮। স্বস্থ-চিতী—২৯০ = স্ব-ভাবে স্থিত এবং চেতনাদীপ্ত।

৩৪৯। স্বাতন্ত্রী — * = স্বতন্ত্রতা আছে যেখানে।

৩৫০। স্বাদন—১৬২ = আস্বাদন।

৩৫১। স্বাদন-অভিব্যক্তি—৩০৩ = আস্বাদনের অভিব্যক্তি।

৩৫২। স্বাধিষ্ঠান—৯৫ = স্ব-এর অধিষ্ঠান।

৩৫৩। হোমদীপনী — ৩৩৪ = হোমের প্রদীপ্ত অগ্নির মত যা' দীপ্ত ক'রে তোলে।

৩৫৪। হ্লাদনক্রিয়া—৩১৯ = আহ্লাদ বা আনন্দের ক্রিয়া।

৩৫৫। হ্লাদিনী উৎসর্জ্জনা—৩১৯ = নন্দিত (স্পন্দিত) ক'রে তোলে যে উৎসর্জ্জনা।

দ্রষ্টব্য ঃ তারকা (*) চিহ্নিত শব্দটি বইয়ের নম্বরবিহীন প্রথম বাণীতে অবস্থিত।

কিছু জ্ঞাতব্য ঃ দর্শন-বিধায়না তৃতীয় সংস্করণে আরো কিছু শব্দার্থ বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। এই শব্দার্থগুলি সংশ্লিষ্ট শব্দের প্রকৃত অর্থ টুকু মাত্র ব্যক্ত করতে পারল। কিন্তু বাণীর বক্তব্যের পটভূমিকায় শব্দটির যে অপরিহার্য্যতা, যে বিশেষ দ্যোতনা নিয়ে শব্দটির আবির্ভাব, যে বাক্যাংশ বা বাক্য-মধ্যে তার প্রয়োগ তার সাথে শব্দটির সংযোগ-সঙ্গতি, তা' জানার জন্য শব্দটির অর্থবোধমাত্রই যথেষ্ট নয়। এজন্য প্রয়োজন বাণীর প্রবক্তার জীবন-দর্শনকে তৎসহ কথনশৈলীকে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া। প্রার্থনা আমাদের, সেই কারণ-সংস্থিতিতে সংস্থিত হ'য়ে পাঠকগণ এই দিব্যভাগবত বাণীরাজির যথার্থ তাৎপর্য্য অবহিত হউন।

নিবেদক—

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়